



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2023

"ফুরিস্তা হও এবং বাপদাদার ছত্রছায়া আর ভালোবাসার অনুভূতি করো"

আজ বিশ্বের সত্যিকারের ডায়মন্ডের মতো চকমক করতে থাকা, প্রকৃতিকেও ডায়মন্ড সমান চকমকে বানানো, বিশ্বের আত্মাদের মধ্যে থেকে তাঁর নিজের ডায়মন্ড বাচ্চাদেরকে ডায়মন্ড বানিয়ে থাকা, তার পাশাপাশি নতুন বছরের সাথে সাথে নতুন যুগ, নতুন বিশ্বের স্থাপনকারী বাবা ডায়মন্ড হয়ে ওঠা বাচ্চাদেরকে দেখছেন। সাকার স্বরূপেও বাপদাদার সামনে কত কত ডায়মন্ড চকমক করছে এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় চতুর্দিকে চকমক করতে থাকা ডায়মন্ডও দেখছেন। সকল আত্মাদের ললাটে চকমক করতে থাকা ডায়মন্ড কত সুন্দর দেখায়। সামনে থাকা চকমকে সব আত্মা ডায়মন্ড আর সংগঠিত রূপে চতুর্দিকে এত এত ডায়মন্ডই ডায়মন্ড এই দৃশ্য কতই না সুন্দর! তো এটা কীসের সংগঠন? ডায়মন্ডের না? সকলে হয়তো নম্বরানুক্রমিক, তবুও সকলেই চকমক করছে। চকমক করতে থাকা ডায়মন্ডের সভা বাবার সামনে রয়েছে। তোমরাও কী দেখছো? ডায়মন্ডই তো দেখছো নাকি শরীর দেখছো? ৬৩ জন্ম শরীরকেই দেখেছো, এখন শরীরে চকমক করতে থাকা ডায়মন্ড দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? নাকি গুপ্ত রয়েছে বলে কখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কখনও গুপ্ত হয়ে যাচ্ছে?

এখন হলো ডায়মন্ড জুবিলী, তো জুবিলীতে কী হয়ে থাকে? কী সাজানো হয়? আজকাল বেশীরভাগই ভ্যারাইটি লাইটস দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। তোমরাও বৃষ্ণের মধ্যে এদিকে সেদিকে লাইটই তো লাগিয়ে থাকো না? ওরা তো একদিনের জন্য জুবিলী পালন করবে, খ্রীষ্টমাস পালন করবে কিম্বা অন্য কোনো উৎসব পালন করবে। কিন্তু তোমরা কি পালন করছো? ডায়মন্ড দিবস বলছো নাকি ডায়মন্ড বর্ষ বলে থাকো? (ডায়মন্ড বর্ষ) ডায়মন্ড বর্ষ পালন করছো - পাক্কা? তোমাদের সকলের যদি এটাই দৃঢ় সংকল্প হয়ে থাকে যে, ডায়মন্ড বর্ষ পালন করছি, তাহলে তোমাদের মুখে গোলাপজাম। তো পালন করা অর্থাৎ হয়ে ওঠা। তো সারা বছর ডায়মন্ড হবে নাকি একটু আধটু দাগ লাগবে? বাপদাদা বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে পদমণ্ডল ডবল অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আজ তো ডবল তাই না! এক হলো নতুন বছর দ্বিতীয় হলো ডায়মন্ড জুবিলী - দুয়েরই সংগঠন। তো ডায়মন্ড বর্ষে বাপদাদা এই বিশেষত্বই দেখতে চান যে, প্রতিটি বাচ্চাকে যখনই দেখবে, যাকেই দেখবে চকমক করা ডায়মন্ডই যেন দেখায়। মাটির প্রলেপে ঢাকা ডায়মন্ড নয়, চকমক করা ডায়মন্ড। তো সারা বছরের জন্য এই রকম ডায়মন্ড হয়ে গেছো? কেননা আজ তো এই সংকল্প করতে হবে যে, ডায়মন্ড হবেও আর দেখবেও। অন্য আত্মা যদি কয়লার মতো কালোও হয়, একেবারে তমোগুণী আত্মাও হয়, কিন্তু তোমরা কি দেখবে? কয়লা দেখবে নাকি ডায়মন্ড? ডায়মন্ড দেখবে, আচ্ছা। তো তোমার দৃষ্টি পড়া মাত্র তার কালো ভাবও কম হয়ে যাবে। ডায়মন্ড জুবিলীতে এই সেবাই করতে হবে তাই না? অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত্রি পর্যন্ত যাদেরই সম্বন্ধ - সম্পর্কে আসবে, তো ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ড দেখতে হবে। এটা পাক্কা করেছো নাকি ডায়মন্ড জুবিলী পালন করতে হবে তো সব জায়গায় দুটি তিনটি ফাংশন করলাম আর ডায়মন্ড জুবিলী হয়ে গেলো? ফাংশন করো, নিমন্ত্রণ দাও, জাগাও, এ'সব তো করতেই হবে আর করছোও তোমরা। কিন্তু কেবল ফাংশন করলে হবে না। এই ডায়মন্ড জুবিলীতে ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ড দেখতে হবে, ডায়মন্ড বানাতে হবে, এটাই হলো প্রতিদিনের ফাংশন। তো রোজ ফাংশন করবে নাকি দুই চারদিন, কয়েক সপ্তাহ করবে?

এই বছরে বাপদাদার সকল বাচ্চাদের প্রতি এটাই বিশেষ শুভ আশা বলা বা শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ বলা যে, ডায়মন্ড ছাড়া আর কিছুই হবে না। যা কিছুই হয়ে যাক, ডায়মন্ডে দাগ লাগিও না। কোনো বিঘ্ন বশতঃ যদি হয়ে যায় কিম্বা স্বভাব বশতঃ যদি হয়ে যায় তবে দাগ লেগে গেলো। বিঘ্ন তো আসা উচিত না? বিঘ্ন বিনাশক টাইটেল রয়েছে যখন, বিঘ্ন তো আসবেই, তবেই তো বিনাশ হবে? কোনো বিজয়ী যদি বলে যে, কোনো শত্রু আসবে না, কিন্তু আমি বিজয়ী, কেউ তা মানবে? মানবে না। সুতরাং বিঘ্ন তো আসবে, তা সে প্রকৃতির হোক, আত্মাদের থেকে হোক, অনেক প্রকারের পরিস্থিতির বিঘ্ন আসবে। কিন্তু তোমরা ডায়মন্ড এমন পাওয়ারফুল, যেন দাগের প্রভাব না পড়ে। এটা হওয়া সম্ভব?

এই ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষ হলো মহান বর্ষ। যেমন কোনো বিশেষ মাস পালন করে না! তো এই ডায়মন্ড জুবিলী হলো মহান বর্ষ। বাপদাদা এই বর্ষে প্রত্যেককে চলন্ত ফুরিস্তা দেখতে চান। কেউ কেউ বলে যে, আত্মাকে দেখার তো চেষ্টা করি, কিন্তু আত্মা অত্যন্ত ছোট্ট বিন্দু না! তাই শরীরটাই চোখে পড়ে যায়। তো বাপদাদা বলেন, চলো বিন্দু না হয় খসে পড়ে যায়,

কিন্তু ফরিস্তা রূপ তো হলো লম্বা চওড়া শরীর, সেটা তো বিন্দু নয় না? ফরিস্তা মানে লাইটের আকার। তো ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল কর্ম করো। এমন নয় যে ফরিস্তা রূপে কর্ম করতে পারবে না। করতে পারবে নাকি সাকার (শরীর) চাই? কারণ সাকার শরীরের সাথে অনেক জন্মের ভালোবাসা রয়েছে। তাই ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না। তো বাবা বলেন আচ্ছা শরীরকে দেখার অভ্যাস যদি তোমাদের হয়ে গিয়ে থাকে, কোনো ব্যাপার নয়, এখন লাইটের শরীরকে দেখো। শরীরই চাই তবে ফরিস্তাও তো হলো শরীরধারী। আর তোমরা সবাই বলেও থাকো যে, শিববাবা আর ব্রহ্মা বাবার প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা। তো ভালোবাসার অর্থই হলো সমান হওয়া। তো ব্রহ্মা বাবা যেমন ফরিস্তা রূপ, সেই রকম ব্রহ্মা সমান ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল কর্ম করো। কারণ ডায়মন্ড জুবিলী যখন পালন করছে, স্থাপনার ৬০ বছর সম্পন্ন হয়েছে, তো স্থাপনার বিশেষ নিমিত্ত শিব বাবা তো আছেনই, নিমিত্ত হলেন ব্রহ্মা বাবা। তোমরাও নিজেদেরকে শিব কুমার বা শিব কুমারী বলা না, বলে থাকো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তো ব্রহ্মা বাবার স্থাপনার কার্যের জুবিলী তোমরা পালন করছো। তো যার জুবিলী পালন করা হয়, তাকে কি দেওয়া হয়? (গিফ্ট) তো তোমরা সবাই গিফ্ট দেবে? নাকি এই গোলাপ পুষ্প স্তবক এনে দেবে আর বলবে যে, গিফ্ট দেওয়া হয়েছে। কেউ হাতি নিয়ে আসবে, কেউ ঘোড়া নিয়ে আসবে, এইসব গিফ্ট তো হলো মনোরঞ্জন। এইসব মনোরঞ্জনও ভালো। সকলে দেখে আনন্দ পায়। আজকে ঘোড়া নাচছে, আজকে কোনো মানুষ নাচছে, খেলনা দেখে সকলে আনন্দ পায়। সেসব ইচ্ছে হলে এনো, কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে তাঁর মনের মতো পছন্দের গিফ্ট কোনটা দেবে? দেখো যখন কাউকে গিফ্ট দেওয়া হয় তখন দেখা হয়ে থাকে যে তার পছন্দের জিনিস কোনটি। দেখা হয়ে থাকে যে তার পছন্দ হবে কি হবে না? তো ব্রহ্মা বাবার প্রিয় কি? কোন্ গিফ্টটি তাঁর ভালো লাগে? বাবার আন্তরিক পছন্দের গিফ্ট হলো চলে ফিরে বেড়ানো ফরিস্তা স্বরূপ। তো ফরিস্তা সমান হয়ে যাও। ফরিস্তা রূপে কোনো বিঘ্নই তোমার উপরে প্রভাব ফেলবে না। তোমার সংকল্প, বৃত্তি, দৃষ্টি - সব ডবল লাইট হয়ে যাবে। তো গিফ্ট দেওয়ার জন্য তৈরী তোমরা? (হ্যাঁ বাবা) দেখে রাখো তোমাদের কথা টেপও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। খুব ভালো কথা গোল্ডেন জুবিলীকে নিয়ে আসার জন্য ফরিস্তা হয়ে উঠবে। তখন হীরে যেমন চকমক করে, সেই রকমই তোমাদের ফরিস্তা রূপ চকমক করবে। খুব ভালো ভাবে এই অভ্যাস করতে থাকো।

অমৃতবেলায় ওঠার সাথে সাথেই স্মৃতিতে নিয়ে এসো - আমি কে? আমি হলাম ফরিস্তা। সংকল্প তো করে থাকো আর চাইছোও, তবুও যখন নিজের রেজাল্টের দিকে তাকাও অথবা লিখে পাঠিয়ে থাকো, তো মেজরিটি বলে থাকো যে, যতখানি চাই ততটা হয়নি। ৫০ পার্সেন্ট হয়েছে, ৬০ পার্সেন্ট হয়েছে। তো ডায়মন্ড জুবিলীতেও এই রকমেরই পার্সেন্টেজ হবে নাকি ফুল পার্সেন্টেজ হবে? কীরকম হবে? ডবল ফরেনার্স বলা পার্সেন্টেজ হবে? হ্যাঁ নাকি না? একটু একটু ছাড় দিলে ভালো হয়! শক্তির মধ্যে পার্সেন্টেজ হবে? হ্যাঁ উদ্দীপনার সাথে করে না, ভেবে চিন্তে তারপর করে। ডবল বিদেশী বা ভারতের ভাই বোনেরা যদি পার্সেন্টেজ ছাড়াই ফুল পাশ হয়ে যায় তবে ব্রহ্মা বাবা কী করবেন জানো তোমরা? (বাহবা দেবেন/সাবাস! বলবেন) ব্যস্, কেবল বাহবা দেবেন? আর কী করবেন? রোজ অমৃতবেলায় তোমাকে দুই বাহুর মাঝে টেনে নেবেন। তোমরা অনুভব করতে পারবে যে, ব্রহ্মা বাবার দুই বাহুর মাঝে অতীন্দ্রিয় সুখে দোল খাচ্ছি। বড় বড় আলিঙ্গন পাবে। ব্রহ্মা বাবার, বাচ্চাদের প্রতি খুব ভালোবাসা রয়েছে না! তাই অমৃতবেলায় আলিঙ্গন পাবে আর সারাদিন কি পাবে? চিত্রে যেমন দেখায় না যে, যখন তুফান এলো, জলস্তর বেড়ে গেলো, তখন সাপ ছত্রছায়া হয়ে গেলো। তারা তো শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে স্থূল বিষয়কে দেখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ হলো আধ্যাত্মিক বিষয়। সুতরাং যে ফরিস্তা হবে, তার সামনে যে কোনো প্রকারেরই পরিস্থিতি এলো অথবা যে কোনো বিঘ্ন এলো বাবা স্বয়ং তোমাদের ছত্রছায়া হয়ে যাবেন। নিজেরা করে দেখো, কেননা বাপদাদা এমনিই বলেন না।

যে বাচ্চাদের ডায়মন্ড জুবিলী তারা হাত তোলো। এখন ডায়মন্ড জুবিলী যাদের, তাদের সাথে কথা বলবেন। আপনারা ১৪ বছর যোগ তপস্যা করেছেন, তো কতো কতো বিঘ্ন এসেছে, কিন্তু আপনাদের কিছু হয়েছে? তো বাপদাদা ছত্রছায়া হয়েছেন না? কতো বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। সমগ্র দুনিয়া, মুখীরা (অঞ্চল প্রধান) নেতারা, গুরুরা সবাই অ্যান্টি হয়ে গেছিলেন। কেবলমাত্র ব্রহ্মাকুমারীরা অটল ছিল, প্র্যাকটিক্যালি বেগারী (Beggery) লাইফও দেখেছে, তপস্যার সময় নানান রকমের বিঘ্নকেও দেখেছেন আপনারা। বন্দুকের সামনেও এসেছেন তো তলোয়ারের সামনেও এসেছেন, সব কিছুই এসেছে কিন্তু ছত্রছায়ার নীচে ছিলেন আপনারা তাই না? কোনো ক্ষতি হয়েছে কি আপনাদের? যখন পাকিস্তান (পার্টিশান) হলো তখন লোকজন গল্ডগোলে ভয় পেয়ে সব কিছু ছেড়েছুড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর আপনাদের টেনিস কোর্ট জিনিসপত্র ভরে গেছিল, কারণ যারা সব ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তাদের পছন্দের ভালো ভালো জিনিস গুলো তারা কীকরে ছেড়ে যাবে, প্রিয় জিনিস যে, তাই সিক্কিরা সেই সময় অ্যান্টি ছিল, তারা গালিও দিতো তারাই আবার তাদের জিনিসপত্র সব দিয়ে গেছিল। ভালো ভালো যে সব জিনিসপত্র ছিল, জোর হাত করে বলে গেছিল সেগুলি যেন তোমরা ব্যবহার

ক'রো। তো দুনিয়ার মানুষের কাছে গন্ডগোলের সময় ছিল আর ব্রহ্মাকুমারীদের জন্য পুরো গরুর গাড়ি বোঝাই করা সস্তী পাঁচ টাকায় দিয়ে যেতো। পাঁচ টাকায় এত সবজী। আপনারা কতো আনন্দের সাথে সস্তী খেতেন। দুনিয়ার মানুষ ভয়ভীত আর আপনারা তখন আনন্দে নাচছেন। তো প্র্যাকটিক্যাল আপনারা দেখেছেন যে, ব্রহ্মা বাবা, দাদা - দু'জনেই ছত্রছায়া হয়ে কতখানি সেক্টি দিয়ে স্থাপনার কার্য করেছেন। সুতরাং এনাদের যখন অনুভব রয়েছে, তাইলে তোমরা অনুভব করতে পারবে না? আগে তোমরা! এই ডায়মন্ড বর্ষে যে যে চাও, যতখানি পরিমাণে চাও ছত্রছায়ার আর ব্রহ্মা বাবার ভালোবাসার প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করতে পারো। এটা হলো এই বছরের বরদান অর্থাৎ সহজ প্রাপ্তি। অধিক পুরুষার্থ করতে হবে না। পুরুষার্থের ফলে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো না? কেউ যখন পুরুষার্থ করে (পরিশ্রম) ক্লান্ত হয়ে যায়, সেই সময় বাপদাদা তার চেহারার দিকে দেখেন, খুবই দয়া হয়। তাহলে তোমরা এখন কি করবে? কী হবে? ফরিস্তা। ফরিস্তা রূপে চলা-ফেরা, এটাই হলো ডায়মন্ড হওয়া। কেননা অত্যন্ত বহুমূল্য মূল্যবান ডায়মন্ড যেগুলি হয়ে থাকে, সেগুলোর লক্ষণ কেমন হবে? লাইটের সামনে রাখা হলেই যেমন সেগুলো চকমক করে উঠবে আর যখন চকমক করে উঠবে তখন তার থেকে কিরণ বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রং দেখতে পাওয়া যাবে, সেই রকমই তোমরা যখন রিয়্যাল ডায়মন্ড হয়ে যাবে, তখন তোমাদের ফরিস্তা স্বরূপের থেকে এই অষ্টশক্তি দেখতে পাওয়া যাবে। সেই রং যেমন কিরণের রূপে দেখতে পাওয়া যায় সেই রকমই তোমরা ডায়মন্ড অর্থাৎ ফারিস্তা রূপ হয়ে গেলে তখন চলতে ফিরতে তোমাদের দ্বারা অষ্টশক্তির কিরণের অনুভূতি হতে থাকবে। তোমাদের কারোর কাছ থেকে সহনশীলতার ফিলিং আসবে, কারোর কাছ থেকে নির্ণয় করার শক্তিকে ফিল করবে আবার কারোর থেকে অন্য কিছুই আবার কারোর কাছ থেকে শক্তি ফিল করবে। তোমরা যত যত বেশি অভ্যাস করবে, মনে করো এখন কাল থেকে নতুন বর্ষ শুরু হবে আর ডায়মন্ড জুবিলিও শুরু হবে তো কাল থেকে অর্থাৎ প্রথম মাস হল জানুয়ারি মাস। সেই এক মাসের মধ্যে তোমরা ফারিস্তা রূপের অভ্যাস করলে আর পরের মাস যখন আসবে তখন তোমাদের সেই অভ্যাস আরও বৃদ্ধি পাবে তৃতীয় মাসে আরো বৃদ্ধি পাবে আর যত যত এগিয়ে যেতে থাকবে ততই তোমাদের থেকে অন্যদেরও অনুভব হতে থাকবে। বুঝেছো? তো এটাই হলো ব্রহ্মা বাবার গিফট। সকলে দেবে নাকি কেউ কেউ দেবে?

আচ্ছা, মধুবনবাসীও গিফট দেবে তাই না! মধুবনবাসী তো 'হা জী' বলতে দক্ষ। (স্ত্রী সর্বোবরেও মুরলী শুনছে) স্ত্রী সর্বোবরের ভাই-বোনেরা ফারিস্তা হয়ে যাবে আর এই যে যারা ট্রান্সলেট করছে, যারা মাইক এর দায়িত্বে রয়েছে, লাইটের দায়িত্বে যারা রয়েছে সকলকে ডবল লাইট ফারিস্তা হতে হবে। কঠিন মনে হচ্ছে না তো? ৬৩ জন্ম এই শরীরের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, তাহলে কঠিন হবে না? যারা দৃঢ় নিশ্চয় রাখে, তো নিশ্চয়ের বিজয় কখনো প্রতিহত হতে পারে না। পাঁচতন্ত্র অথবা আত্মারাও যদি বিরোধিতা করে কিন্তু তারা বিরোধিতা করবে আর তোমরা সমাহিত করার শক্তির দ্বারা তাদের বিরোধিতাকে নিজেদের মধ্যে সমাহিত করে নেবে। কেননা তোমাদের অটল নিশ্চয় রয়েছে। স্থাপনার এই যে ৬০ বছর চলছে, এতেও আদি থেকে চমৎকার দেখিয়েছেন ব্রহ্মা বাবা এবং অনন্য বাচ্চারা। কখনো নিশ্চয়ের মধ্যে দোলাচল আসেনি। বিজয় হয়েই রয়েছে - এই বোল সদা ব্রহ্মা বাবার ছিল।

তো আজ বিশেষতঃ ব্রহ্মা বাবা সকল বাচ্চাদেরকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন। যত জনই তোমরা হও না কেন, ৪ লাখ হও, ১৪ লাখ হও, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার ভূজা এত বড় যে ১৪ লাখও একসাথে তার ভূজার মধ্যে সমাহিত হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য পরম আত্মার ভক্তি মার্গে ব্রিট রূপ দেখানো হয়েছে, যাতে সবাই সমাহিত হয়ে রয়েছে। তো সকলে ব্রহ্মা বাবার ভূজাতে সমাহিত হয়ে রয়েছে তোমরা। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, যেমন ছোট বাচ্চারা কি করে, তাকে যদি কেউ কিছু বলে বা কোনো কিছু হয় তো সে মা বা বাবার বাহর মধ্যে সমাহিত হয়ে যায়। এইরকমই হয় তো না! তো তোমরাও এইরকমই করো। বাচ্চা তো তোমরা তাই না? নাকি এখন বড় হয়ে গেছো? ১০০ বছরের বয়সীও বাবার কাছে তো ছোট বাচ্চাই। তো তোমাদেরও যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, ব্যস্ ব্রহ্মা বাবার বাহতে সমাহিত হয়ে যাও, ব্যস্, এটা তো সহজ তাই না? আচ্ছা।

চতুর্দিকের চকমক করতে থাকা সত্যিকারের ডায়মন্ডদেরকে সদা নিশ্চয় আর দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা নিজেকে সত্যিকারের ডায়মন্ড বানিয়ে অন্যদেরকেও বানিয়ে থাকা সদা বাপদাদার সমান ডবল লাইট ফারিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবা আর সেবা এই দুইয়ে বিজি থাকা মায়াজীত তথা বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্যজীৎ, এইরকম সঙ্গমযুগী ডায়মন্ডদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ সদা সেক্টির স্থানে থেকে নির্ভয় আর নিশ্চিত থাকা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে আসীন ভব
বাপদাদার হৃদয় সিংহাসন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। যে সর্বদা বাবার হৃদয় সিংহাসনে থাকে সে-ই সেফ থাকে।

তার কাছে মায়া আসতে পারে না। এইরকম হৃদয় সিংহাসনে আসীন আত্মা হলো নির্ভয় এবং নিশ্চিত - এটা হল নিশ্চিত এবং অটল। অতএব হৃদয় সিংহাসনে বসে যাও। এইরূপ নেশাতে থাকো যে এখন আমি বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে আসীন রয়েছি আর অনেক জন্ম রাজ্য সিংহাসনাসীন হবো। এই আত্মিক নেশাতে থাকলে দুঃখের ঢেউ আসতে পারবে না।

স্লোগান:-

বুদ্ধিতে কোনো প্রকারের বোঝা না থাকলে তবেই বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের সমস্ত নতুন কথা শোনাচ্ছেন, নতুন মত (শ্রীমৎ) দিচ্ছেন সেইজন্য
ওঁনার অনন্য গতি-মতির গায়ন করা হয়ে থাকে"

*প্রশ্নঃ - দয়াময় বাবা সকল বাচ্চাদেরকে কোন্ বিষয়ে সাবধান করে উচ্চ ভাগ্যের অধিকারী করে দেন?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, উচ্চ ভাগ্য গড়ে তুলতে হলে সার্ভিস করো। যদি সার্ভিস না করে থাও আর শুয়ে থাকো তাহলে উচ্চ ভাগ্য গড়ে তুলতে পারবে না। সার্ভিস ব্যতীত ভোজন করা অনুচিত, সেইজন্য বাবা সাবধান করেন। সবকিছুই নির্ভর করছে পড়াশোনার উপর। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পড়তে এবং পড়াতে হবে, প্রকৃত গীতা শোনাতে হবে। বাবার কৃপা হয় সেইজন্য প্রতিটি কথায়(বিষয়ে) আলোকপাত(জ্ঞান দান) করতে থাকেন।

*গীতঃ- যোদিন থেকে মিলিত হয়েছি তুমি-আমি....

ওম্ শান্তি । আধ্যাত্মিক (রুহানী) পিতা বোঝান। যখন বাচ্চারা অসীম জগতের বাবাকে পায় তখন তিনি প্রত্যেকটি নতুন কথা শুনিয়ে থাকেন। কারণ এই বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। মানুষ তো এ'রকম নতুন কথা শোনাতে পারেনা। বাবা, যাকে হেভেনলি গডফাদার বলা হয়ে থাকে, সেই অসীম জগতের বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। নরকের স্থাপনা করেন রাবণ। ৫ বিকার নারীর মধ্যে, ৫ বিকার পুরুষের মধ্যে, সে'টি হয়ে গেল রাবণ সম্প্রদায়। তাহলে এই নতুন কথা শোনাতে, তাই না ! স্বর্গের স্থপতি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে রাম বলা হয়। নরক তৈরি করে রাবণ, যার চিত্র তৈরি করে প্রতিবছর জ্বালিয়ে থাকে। একবার জ্বালানো হয়ে গেলে তখন আবার তার এফিজি (কুশপুতলিকা) খোড়াই দেখতে পাওয়া যাবে। সেই আত্মা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে। ফীচার্স ইত্যাদি বদল হয়ে যায়। এ তো রাবণের সেই ফিচার স প্রতিবছর তৈরি করে আর জ্বালিয়ে থাকে। বাস্তবে যেমন নিরাকার শিব বাবার কোন ফিচার নেই তেমনি রাবণেরও কোন ফিচার নেই এই রাবণ হল বিকার। বাবা এ কথা বোঝান। মানুষ ভক্তি মার্গে কি চায় ভগবান আসেনি ভক্তির ফল প্রদান করতে অথবা রক্ষা করতে কারণ ভক্তিতে অনেক দুঃখ রয়েছে। সেখানে সুখ হলো অল্পকালের ঋণ ভঙ্গুর। ভারতবাসীদের জীবন হলো সম্পূর্ণ দুঃখময়। কারোর সম্মান মারা গেছে, কেউ দেউলিয়া হয়ে গেছে, জীবন তো দুঃখীই থাকে, তাই না ! বাবা বলেন -- আমি আসি সকলের জীবনকে সুখী করতে। বাবা এসে নতুন কথা বলেন, তিনি বলেন আমি এসেছি স্বর্গের স্থাপনা করতে। ওখানে তোমরা বিকারে যাবে না। ওটা হলো নির্বিকারী রাজ্য, এটা হলো বিকারী রাজ্য। আমাদের সেই স্বর্গের রাজ্য চাই তাহলে তা বাবাই স্থাপন করেন। নরকের রাজ্য রাবণ স্থাপন করেন। সেইজন্য বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- তোমরা স্বর্গে যাবে? বৈকুণ্ঠের মহারাজা-মহারানী, বিশ্বের মালিক হবে ? এ কোনো বেদ-শাস্ত্রাদির কথা নয়। বাবা এরকম বলেন না যে রাম-রাম বলো বা দুয়ারে-দুয়ারে ধাক্কা খাও, মন্দির, তীর্থাদিতে যাও অথবা গীতা, ভাগবত ইত্যাদি বসে পড়ো। না, সত্যযুগে তো শাস্ত্র থাকে না। তোমরা অবশ্য কতই না বেদ-শাস্ত্রাদি পড়ো, যজ্ঞ, জপ, দান-পুণ্যাদি করো -- এ হলোই ধাক্কা খাওয়া, এর থেকে প্রাপ্তি কিছুই নেই। কোন এইম অবজেক্ট নেই। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিকে পরিনত করতে এসেছি। এই সময় সকলেই হলো নরকবাসী। যদি কাউকে বলো যে তোমরা হলে নরকবাসী, তাহলে বিগড়ে (বিরক্ত) যাবে। বাস্তবে তোমরা জানো নরক কলিযুগকে আর স্বর্গ সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। বাবা বৈকুণ্ঠের বাদশাহী (রাজত্ব) নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেও থাকেন স্বর্গের মালিক হতে চাইলে তখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। সমস্তরকমের মূল কথাই(বিষয়ই) হলো পবিত্রতার উপর। অনেক মানুষেরা তো বলে আমরা কখনোই পবিত্র থাকতে পারবো না। আরে, তোমাদের পবিত্র করি স্বর্গে যাওয়ার জন্য। প্রথমে শান্তিধামে ফিরে গিয়ে তারপর স্বর্গে আসতে হবে। সকল ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে বলা হয় -- দেহত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যেতে হবে, সেইজন্য দেহ-অভিমানকে ভেঙ্গে দাও। আমি হলাম খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, এ'সব হলো দেহের ধর্ম। আত্মা তো সুইট হোমে থাকে।

তাহলে এখন বাবা বলেন মুক্তিধামে ফিরে যাবে? সেখানে তোমরা শান্তিতে থাকবে। বলো তোমরা কিভাবে ফিরে যেতে পারো? আমায় অর্থাৎ বাবাকে আর নিজের সুইটহোমকে স্মরণ করো। দেহের সব ধর্মকে পরিত্যাগ করো। এ হলো মামা, কাকা, চাচা এইসব দেহের সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। নিজেকে দেহী মনে করো। আমায় স্মরণ করো। এটাই হলো পরিশ্রম আর আমি কিছুই শোনাই না। শাস্ত্রাদি যা কিছু পড়েছো সে'সব ত্যাগ করো। আমি নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের নতুন মত প্রদান করি। বলা হয়ে থাকে, তাই না ! -- ঈশ্বরের গতি এবং মতি হলো অনন্য। গতি বলা হয় মুক্তিকে। বাবা নতুন কথা

শুনিয়ে থাকেন, তাই না ! মানুষও যখন শোনে তখন বলে, এ তো হলো নতুন কথা। এখানে শাস্ত্রের কোনো কথা নেই। এমনিতে তো হলো গীতারই কথা কিন্তু মানুষ তো গীতাকেও খন্ডিত করে দিয়েছে। আমি তো গীতা পুস্তক কিছুই হাতে নিয়ে বলছি না। ওসব তো পরে রচিত হয়। তোমাদের জ্ঞান শুনিয়ে থাকি এরকম কখনো কেউ বলবে না যে তোমরা হলে আমার হারানিধি সন্তান। এ কথা নিরাকার পরমাত্মাই বলে থাকেন। তিনি নিরাকার আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা শোনে, এই শরীর হলো কর্মেন্দ্রিয় (অর্গ্যান্স)। এ'কথা কখনো কেউ বোঝেনা। ওখানে মানুষ মানুষকে শোনায়, এখানে পরমাত্মা বসে আত্মাদের শুনিয়ে থাকেন। আমরা আত্মারা শুনি এই কানের দ্বারা। তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা বসে বসে বুঝিয়ে থাকেন। মানুষ তো এর জন্য আশ্চর্য হয়ে যায় -- ভগবান কিভাবে বোঝাবেন। তারা তো মনে করে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। আরে, শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী। আমি তো দেহধারী নই, আমি বিদেহী আর বিদেহী আত্মাদের শুনিয়ে থাকি। সেইজন্য এই নতুন কথা শুনে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। কল্প-পূর্বে যে বাচ্চারা শুনে গেছে তাদের তো অত্যন্ত ভালো লাগে, তারা পড়ে, মাম্মা-বাবা বলে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোন কথাই থাকতে পারে না। লৌকিক রীতিতেও বাচ্চারা মাতা-পিতাকে, মা-বাবা বলে। এখন তোমরা সেই লৌকিক মাতা-পিতার স্মরণ ছেড়ে, পারলৌকিক মাতা-পিতাকে স্মরণ করো। এই পারলৌকিক মাতা-পিতা তোমাদের অমৃতের আদান-প্রদান করা শেখাবেন। তিনি বলেন -- হে বাচ্চারা, এখন বিশ্বের আদান-প্রদান করা ত্যাগ করো। আমি তোমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে থাকি তা একে-অপরকে দাও তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। অল্প শুনলে তাহলেও স্বর্গে চলে আসবে। কিন্তু অন্যদের নিজের সমান তৈরি করতে না পারলে তখন গিয়ে দাস-দাসী হবে। দাস-দাসীদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। বাচ্চাদের প্রতিপালনকারী দাস-দাসীরা অবশ্যই ভালো পদমর্যাদা যুক্ত হবে। এখানে থেকেও যদি না পড়ে তাহলে দাস-দাসী হয়ে যায়। প্রজাদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। যে ভালোভাবে পড়ে সে কত উচ্চ পদ পায়। প্রজায় ধনশালীদেরও দাস-দাসী থাকবে। প্রত্যেককে নিজের চেহারা দেখতে হবে -- আমরা কি হওয়ার (পদমর্যাদা) উপযুক্ত হয়েছি? বাবাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন। বাবা তো সবকিছু জানেন আর প্রমাণ করে বলেন যে, এই কারণে তুমি এই হবে। অবশ্যই সারেন্ডার করেছে, তারও হিসেব-নিকেশ রয়েছে। সারেন্ডার করেছে কিন্তু কোনো সার্ভিস করে না, কেবল ভোজন-পান করতে থাকে তাহলে যা দিয়েছে তা খেয়ে-দেয়ে শেষ করে দেয়। যা দিয়েছে তাই খেয়েছে, সার্ভিস করে নি তাহলে গিয়ে থার্ড ক্লাস দাস-দাসী হবে। হ্যাঁ, সার্ভিস করে এবং খাওয়া দাওয়াও করে, তাহলে ঠিক আছে। কাজকর্ম কিছুই করে না আর খেয়ে-খেয়ে শেষ করে দেয় তাহলে তো আরোই বোঝা চেপে যায়। এখানে থাকে, যা দেয় তাই-ই খেয়ে নেয়। অবশ্যই যে দেয় না কিন্তু সার্ভিস করে অনেক তাহলে সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে নেয়। মাম্মা ধনসম্পদ কিছুই দেয়নি, কিন্তু পদ অনেক উচ্চ পায়, কারণ বাবার রুহানী সার্ভিস করে। হিসাব রয়েছে, তাই না ! অনেকের নেশা থাকে, আমরা তো সবকিছু দিয়ে দিয়েছি, স্যারেন্ডার হয়েছি। কিন্তু খেয়েও তো থাকো, তাই না ! বাবার মতন তো সকলেই বলে। সার্ভিস করে না, খায় আর শেষ করে দেয়। কথিতও রয়েছে, তাই না! -- যে শুয়ে থাকে সে হারিয়ে ফেলে। ৮ ঘন্টা সার্ভিস করা ব্যতীত খাওয়া অনুচিত। খেতে থাকলে তখন জমা কিছুই হবে না, তাহলে সার্ভিস করতে হবে। বাবাকে তো সবকিছু বলে দিতে হয়, তাই না ! যেন কেউ এ'রকম না বলে যে আমাদের কেন বলা হয়নি ? বাবা (ব্রহ্মা) সবকিছু দিয়েছেন আর তারপরেও সার্ভিসও তো করতে থাকেন, সেইজন্য উচ্চ পদ রয়েছে। সার্ভিস না করে, সারেন্ডার হয়ে আর বসে-বসে খেতে থাকলে তখন কি হবে (কি পদ পাবে) ? শ্রীমতানুসারে চলে না। বাবা বিশেষভাবে বোঝাচ্ছেন। এইরকম নয় যে পরে আগতরা বলবে যে আমার পদ এ'রকম কেন হলো ? তখন বাবা বোঝান -- সার্ভিস না করা, ফ্রি-তে খাওয়া, তার ফল কল্প-কল্পান্তরের জন্য এমন হয়ে যাবে, সেইজন্য বাবা সাবধান করেন। বোঝা উচিত কল্প-কল্পান্তরের জন্য আমাদের পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবার দয়া হয়, সেইজন্য প্রতি কথায় আলোকপাত করতে থাকেন। সার্ভিস না করলে তখন উচ্চপদ পেতে পারবে না। যারা গৃহস্থী জীবনে থেকেও সার্ভিস করে, তাদের পদ অনেক উঁচু।

সবকিছু নির্ভর করছে পড়া এবং পড়ানোর উপর। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের প্রকৃত গীতা শোনাতে হবে। ওরা (লৌকিকে) তো হাতে পুস্তকাদি তুলে নেয়। তোমাদের হাতে কিছুই নেই। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। তোমাদের সত্য শোনাতে হবে, সত্যিকারের প্রাপ্তি করাতে হবে, আর সকলে লোকসানই করিয়েছে সেইজন্যই লেখা হয়, ও'সব হলো মিথ্যা। বাবা সত্য শুনিয়ে সত্য-ভূখণ্ডের মালিক বানিয়ে দেন। এ হলো বুঝবার মতন কথা। বিশ্বের মালিক হওয়া কম কথা কি ! যে সেম্বেল বাচ্চা হবে সে তো প্ল্যান তৈরি করতেই থাকবে -- আমরা সোনার ইটের এরকম-এরকম ঘরবাড়ি তৈরি করবো, এই করবো। ধনবানের সন্তান যখনই বড় হয়ে যায় তখন তাদের চিন্তা চলতে থাকে যে আমরা এ'ভাবে করবো, এই বানাবো। তোমরাও ভবিষ্যতে প্রিন্স হয়ে যাও তাহলে শখ থাকবে, তাই না ! আমরা এরকম-এরকম মহল নির্মাণ করবো। যা আর কারোর থাকবে না। এই চিন্তা তাদের চলবে যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে আবার পড়িয়ে থাকে। রাজস্ব তো থাকবে, তাই না ! তাহলে বুদ্ধিতে এই চিন্তা চলতে থাকা উচিত -- আমরা কত নান্বারে পাশ করবো। এ

হলো বড় স্কুল, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ পড়বে, প্রচুর আসবে। এ'সব কথা বাবা-ই বসে বুঝিয়ে থাকেন। ভগবান হলেন অদ্বিতীয়, ওঁনাকেই মাতা-পিতা বলা হয় -- তিনি এসে অ্যাডপ্ট করেন। এ হলো কত গুপ্ত কথা। এ হলো নতুন স্কুল, পড়ান যিনি, তিনিও নতুন। কত ভালোভাবে বোঝান। ঝুলি তারই ভরবে যে সুযোগ্য হবে, বাবাকে স্মরণ করবে। মা-বাবাকে কখনো কেউ ভোলে না। তাহলে সঙ্গমযুগীয় বাচ্চারা বাবাকে কিভাবে ভুলে যেতে পারে ! আচ্ছা !

দুনিয়া বিশৃঙ্খলতার (হট্টগোল) মধ্যে রয়েছে আর বাচ্চারা, তোমরা চুপ (সাইলেন্স) করে রয়েছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে রয়েছে শান্তি, শান্তির মধ্যে রয়েছে সুখ। তোমরা জানো যে মুক্তির পরেই রয়েছে জীবনমুক্তি। বাচ্চারা তোমাদের কেবল দুটি শব্দ স্মরণে রয়েছে -- অল্ফ অর্থাৎ আল্লাহ (ঈশ্বর), বে অর্থাৎ বাদশাহী। কেবল একমাত্র অল্ফকে স্মরণ করেই বাদশাহী (রাজত্ব) প্রাপ্ত হয়ে গেছে। বাকি আর কি বেঁচে রয়েছে ? বাকি রয়েছে ঘোল। অল্ফকে পেয়েছো মানে মাখন পেয়ে গেছো, বাকি সব হলো ঘোল। এরকমই, তাই না ? আমরা চুপ করে (সাইলেন্স) থাকি। জানি যে চুপ করে থেকে আমরা শ্রীমতানুসারে চলতে থাকি। কিন্তু ওয়াল্ডার (আশ্চর্যের) হলো এই যে বাচ্চারা অল্ফকেও সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে না, ভুলে যায়। মায়া তুফান নিয়ে আসে। বাবাও বলেন -- 'মন্মনাভব', 'মধ্যাজীভব'। গীতায় শব্দগুলি রয়েছে। তাহলে তোমাদের গীতা পাঠকারীদের কাছে অর্থ জিজ্ঞাসা করা উচিত যে মন্মনাভব, মধ্যাজীভব-র অর্থ কি ? বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমরা বাদশাহী পাবে। দেহের সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করে দেহী হয়ে যাও আর বাবাকে স্মরণ করো তবেই বাদশাহী (রাজত্ব) প্রাপ্ত হবে। গুরু গ্রন্থেও বলা হয়ে থাকে -- অল্ফের(ঈশ্বরের) জপ করো তবেই বাদশাহী পাবে। সত্য-ভূখণ্ডের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক, কেউই এমন বলবে না। বাবা তোমাদের নতুন কথা শোনান, বাকিরা সকলেই পুরানো কথা শুনিতে থাকে। কথা অত্যন্ত সহজ। অল্ফের হয়ে যাও তবেই বাদশাহী পাবে। তবুও পুরুষার্থ তো করতেই হবে। নিজ-সম বানানোর সার্ভিস যত করবে ততই ফল পাবে। মানুষ না অল্ফকে জানে, না বে-কে জানে। বে অর্থাৎ রাজত্বের মাখন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়ে থাকে, তাই না ! অবশ্যই স্বর্গের স্থপতিই বাদশাহী (রাজত্ব) দিয়েছিলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সুইট হোম এ ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য দেহের সমস্ত ধর্ম এবং সম্বন্ধ গুলিকে ভুলে নিজেকে দেহী (আত্মা) মনে করতে হবে। এই অভ্যাসেই অভ্যাসী হতে হবে।

২) বাবার থেকে যে শিক্ষা পেয়েছো, তা অন্যদেরও প্রদান করতে হবে, নিজের মতন করেই গড়ে তুলতে হবে। ৮-ঘন্টা সার্ভিস অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- বিশুদ্ধ ফিলিং-এর দ্বারা ফ্লু(সর্দি-জ্বর)-এর অসুখে সমাপ্ত করে বরদানের দ্বারা পালিত হওয়া সফলতা মূর্তি ভব
সমস্ত বাচ্চাদের কাছে বাপদাদার শ্রেষ্ঠ মত রয়েছে - বাচ্চারা সদা শুদ্ধ ফিলিং-এ থাকো। আমি হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কোটি-কোটের মধ্যে কোনো আত্মা, আমি হলাম দেবাত্মা, মহান আত্মা, বিশেষ পার্টধারী আত্মা -- এই ফিলিং-এ থাকো, তাহলে ব্যর্থ ফিলিং-এর ফ্লু আসতে পারবে না। যেখানে এই শুদ্ধ ফিলিং রয়েছে সেখানে অশুদ্ধ ফিলিং আসতে পারে না। এরজন্য ফ্লুয়ের অসুখ থেকে অর্থাৎ পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবে আর সর্বদা নিজেকে এমন অনুভব করবে যে আমি বরদানের দ্বারা লালিত-পালিত হচ্ছি, সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করছি।

স্নোগানঃ:- সঙ্গমযুগীয় মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়া -- এটাই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পরিবারের সবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্ম-কর্তব্য পালন করতে হবে। কারও প্রতি ঘৃণার ভাব যেন না আসে। নিজেকে পদ্ম ফুলের মতন অবশ্যই পবিত্র রাখতে হবে"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের জয়ঢাক কখন বাজবে? কিভাবেই বা তোমাদের জয়জয়কার হবে?

*উত্তরঃ - অন্তিম সময়ে যখন মায়ার গ্রহের দশা তোমাদের উপরে আর প্রভাব ফেলতে পারবে না, সর্বদাই সব লাইন ক্লিয়ার থাকবে, তখনই তোমাদের জয়জয়কার হয়ে চতুর্দিকে বিজয়ের জয়ঢাক বাজবে। বাচ্চারা, এখনও তোমাদের উপর গ্রহের দশা লাগে। কত প্রকারের বিঘ্নও আসতে থাকে। সেবার জন্য পৃথিবীর তিন-পা জমিও পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু, এমন সময়ও আসবে যখন তোমরা বাচ্চারা সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মন, সুখের দিন এল বলে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তাদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জানে যে এখন পুরানো নাটক শেষ হয়েছে। এই দুঃখের দিন আর অল্প সময়ই বাকী আছে, তারপর সদা সুখ আর সুখ। সেই সুখের আভাস পাবে তখনই তো বুঝতে পারা যায় যে এটা হলো দুঃখধাম, ভাস্ট ডিফিকাল্ট (কতো তফাৎ) । এখন তোমরা সুখের জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা বুঝতে পারো যে, দুঃখের এই পুরানো নাটক এখন শেষ হয়েছে । সুখের জন্য এখন তোমরা বাপদাদার শ্রীমং অনুসারেই চলছো। যা অন্যদেরও সহজ-সরল ভাবে বোঝাতে পারবে। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের এখন আপন ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। তাই তো বাবা স্বয়ং এসেছেন বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। (((পরম-পবিত্র বাবার বাচ্চারা, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে তোমাদের। পরিবারের সব দায়িত্ব ও কর্ম-কর্তব্যও পালন করতে হবে। আর তা না পারলে তোমরাও যে জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীদের মতনই হয়ে যাবে। যেহেতু তারা কোনও দায়-দায়িত্ব ও কর্ম-কর্তব্য পালন করে না! তাই তারা নিবৃত্তি-মার্গের হঠযোগী। সেই সন্ন্যাসীরা যে যোগ শেখায় তা লহঠযোগ। আর তোমরা বি.কে.-রা এখানে শেখো, তা হল রাজযোগ, যা স্বয়ং ভগবান শেখান। ভারতের মূল ধর্ম-শাস্ত্র হল 'গীতা'। অন্যদের ধর্মশাস্ত্রের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। জাগতিক সন্ন্যাসীরা প্রবৃত্তি-মার্গের হয় না। তাদের যোগ হলো হঠযোগ। তাদের কাজ হলো ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে পরম্পরায় তারা এমনই করে। কিন্তু তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে একবার সন্ন্যাস নিলে, পরবর্তীতে ২১-জন্ম তার প্রালব্ধ ভোগ কর। ঘর-গৃহস্থ ত্যাগ করে হঠ-যোগীদের এই দুনিয়ার হদের সন্ন্যাস - আর তোমাদের অর্থাৎ রাজযোগীদের বেহদের সন্ন্যাস। তাই তো রাজযোগীদের এত প্রসিদ্ধি দুনিয়া জুড়ে। আর যিনি এই রাজযোগ শেখান, অর্থাৎ ভগবান, তিনি অবশ্যই উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ-অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভগবান। গ্রীকৃষ্ণকে কিন্তু ভগবান বলা চলে না। একমাত্র তিনিই অসীম বেহদের নিরাকার বাবা। বেহদের বাদশাহী একমাত্র উনিই বিলোতে পারেন।

এখানে গৃহস্থ ব্যবহারকে ঘৃণা করা হয় না। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন- তোমরা এই অন্তিম জন্মে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হচ্ছ। কোনও সাধু-সন্ন্যাসী পতিত-পাবন হয় না। তারা নিজেরাই তো "হে পতিত-পাবন" বলে পতিত-পাবনের উদ্দেশ্যে কীর্তন করতে থাকে। তারাও সেই পবিত্র দুনিয়ায় যেতে চায় বলে ওঁনাকেই স্মরণ করে। কিন্তু তারা এটা জানে না যে সে দুনিয়া এক পৃথক ধরণের দুনিয়া। যেহেতু তারা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে না তাই তারা দেবতাদেরও মান্যতা দেয় না। তারা কখনও কাউকে রাজযোগও শেখাতে পারে না। তেমনি এই বাবাও হঠযোগ শেখাতে পারেন না। যার মর্মার্থ বুঝে নিতে হবে তোমাদের। দিল্লীতে এখন ওয়াল্ড কনফারেন্স চলছে, তাদেরকে এসব বোঝানো উচিত। কাগজে লিখে সবাইকে তা বিলি করা উচিত। মুখে বোঝাতে গেলে মতভেদ হতে পারে, তাই কাগজে লিখে দিলে তারা বুঝতে পারবে বি.কে.-দের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি! তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, তোমরা উচ্চস্তরীয় ব্রাহ্মণ কুলের। অতএব শূদ্র-কুলের মেস্চার তো তোমরা হবে না, তাছাড়া বিকারী কুলে তোমরা নিজেদের নাম রেজিস্টার করাও বা কেন? তাই তোমরা তাদেরকে নিষেধ করবে। তোমরা বি.কে.-রা হলে আস্তিক আর ওরা হলো নাস্তিক। ওরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আর তোমরা বি.কে.-রা ঈশ্বরের স্মরণে থেকে ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হও। উভয়ের মধ্যে এমনই মতভেদ। নাস্তিক তাদেরকেই বলা হয়, যারা পরমপিতা বাবাকেই জানে না। বাবা স্বয়ং এসে আপন বাচ্চাদের আস্তিক বানান। বাবার প্রকৃত সন্তান হলে বাবা তাকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষাও দেন। যা খুব গভীর রহস্যের ব্যাপার। শুরুতেই বুদ্ধিতে ধারণা ধারণ করতে হবে

যে, গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা। উনিই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। ভারতের মুখ্য ধর্ম হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। (আদিতো) ভারত খণ্ডেরও তো কোনও একটা ধর্মের প্রয়োজন। ভারতীয়রা এখন নিজেদের প্রকৃত ধর্মকেই ভুলে গেছে। তোমরা তবুও জান যে, ড্রামার চিত্রনাট্য অনুযায়ী ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকে তো ভুলেই যাবে, তবেই তো আবার বাবা এসে নতুন করে তা স্থাপন করবেন। এমনটা না ঘটান থাকলে বাবা আসবেন বা কি প্রকারে? বাবা স্বয়ং তা বলেন - যখন যখন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পায়, তখনই ওঁনাকে আসতে হয়। তাই এর (প্রায়) লোপ তো হতেই হবে। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে, বলদের এক পা ভেঙ্গে গেলেও বাকী তিন পায়ে তো সে দাঁড়িয়েই থাকে। তেমনি প্রধান ধর্মও চারটি। পুরোনো দেবী-দেবতা ধর্মের পা-টাই যে এখন ভেঙে আছে। অর্থাৎ এই ধর্ম এখন প্রায় লুপ্তই হয়ে গেছে। তাই তো পুরোনো বট-বৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হয় - যার প্রধান মূলটাই এখন পঁচে গেছে, কিন্তু ডাল-পালা নিয়ে তবুও সেই পুরোনো বট-বৃক্ষ দাঁড়িয়েই আছে। তেমনি এক্ষেত্রেও প্রধান মূল-কাণ্ডরূপী ধর্ম-বৃক্ষের দেবী-দেবতা ধর্মের অস্তিত্ব আজ আর নেই। অথচ সমগ্র দুনিয়াতে কত হাজার হাজার ধর্ম, তাদের কত মত, কত পথ, কত মঠ ইত্যাদি কত কি আছে। বাচ্চারা, যেহেতু তোমরা জ্ঞানের পাঠ পড়ছো, তাই এখন এই ড্রামার রহস্যকেও জেনেছ। কল্প-বৃক্ষও এখন অনেক পুরোনো হয়েছে। তাছাড়া কলিযুগের পরে সত্যযুগ যে আগত প্রায়। কল্পচক্রও তার নিজের নিয়মে ঘুরে চলেছে। তোমাদের বুদ্ধিতেও তা ধারণ করতে হবে, ড্রামা যে প্রায় শেষের মুখে, আপন ঘরে ফিরতে হবে এখন। তাই চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে একথা স্মরণে রাখবে- ঘরে ফেরার পালা এবার। এটাই প্রকৃত "মনমনাভব-মধ্যাজী ভব"-র মূল অর্থ।

বড় কোনও সভাতে ভাষণ করতে হলে সর্বাগ্রে এটাই বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা বার বার বলছেন- বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সর্ব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সকল পাপ ভঙ্গ্য হতে থাকবে। যে কারণে স্বয়ং পরমাত্মা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের মতন পবিত্র থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। পবিত্র হয়ে এই জ্ঞান ধারণ করো। আত্মা এখন খুবই দুর্গতিতে। সত্যযুগের দেবতারা থাকে সদ্গতিতে। যা বাবা এসে তাদের সেই সদগতি করেন। অর্থাৎ আত্মা হয়ে ওঠে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ এটাই সদগতির লক্ষণ। কিন্তু এমনটা করেন কে? এই বাবা। আর ওঁনার লক্ষ্যগুণ কি কি? উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। যার মহিমা জগতের অন্যদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। অন্যদের যা থাকেই না। সব আত্মধারীরাই এই একই পরমাত্মার সন্তান। যদিও তারা আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। যাদের দ্বারা এই নতুন রচনা রচিত হচ্ছে। যদিও এক হিসাবে সবাই প্রজাপিতার প্রজা (সন্তান), কিন্তু অন্যেরা তো তা জানেই না। ব্রাহ্মণেরাই সবচেয়ে উচ্চ বর্ণের। ভারতেই এই ধরনের বর্ণের প্রচলন আছে। পুরো ৮৪-জন্ম পেতে গেলে তাকে এই ব্রাহ্মণ ধর্মে আসতেই হবে। আর এই ব্রাহ্মণ ধর্মের অবস্থান একমাত্র কল্পের এই সঙ্গম যুগেই।

বাচ্চারা, এখানে এখন তোমরা আছো সুইট সাইলেন্স হোমে। এই সাইলেন্স হোমই সবচেয়ে ভাল। যেহেতু শান্তির হার গলায় পড়ে আছে। যদিও সবাই চায় শান্তির ঘরে যেতে, কিন্তু তাদের সেই রাস্তা বানিয়ে দেবে কে? একমাত্র শান্তির সাগর ছাড়া আর কেউ তা বানাতেই জানে না। কত সুন্দর এই পদবী -শান্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর! শ্রীকৃষ্ণ তো কেবল স্বর্গ-রাজ্যের রাজকুমার। কিন্তু বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। দুজনের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ। কৃষ্ণকে কিন্তু সৃষ্টির বীজরূপ বলা যায় না। সর্বব্যাপী বলাতেই প্রমাণিত হয়ে যায়, তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব। বাবার নিজস্ব স্বতন্ত্র মহিমা আছে। তিনি সর্বকালের পূজ্য। ওঁনাকে কখনই পূজারী হতে হয় না। কিন্তু, অনন্তের আকাশ থেকে প্রথমদিকে যারা আসে কেবল তারাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়। এমন তো কত শত পয়েন্টই বোঝানো হয় তোমাদের। এসব জানতে ও বুঝতে এক্সজিভিশন দেখতেও আসে কত লোক, কিন্তু কয়েক কোটির মধ্যে কেউ কেউ তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। যেহেতু তা অতি উন্নত মার্গের দিশা। বিবিধ প্রকারের বিষয় থাকে বিভিন্ন প্রকারের প্রজাদের জন্য। আবার সেই লক্ষ-লক্ষ-এর মধ্যে মালার যোগ্য পুঁতির-দানা খুব অল্পই গড়ে ওঠে। নারদের উদাহরণ ধরা যেতে পারে- তাকে বলা হয়েছিল, লক্ষ্মীর পতি হবার উপযুক্ত তুমি হয়েছেো কি না, তা তুমি তোমার মন-দর্পণে উঁকি দিয়ে দেখে নাও। প্রজা তো হরেক রকমই হয়, কিন্তু রাজা তো হবে রাজারই মতন। এক-এক রাজার তো লক্ষ-লক্ষ প্রজা থাকে। সুতরাং তোমাদেরও তেমনি উচ্চস্তরীয় পুরুষার্থ করতে হবে। রাজাদের মধ্যেও আবার ছোট-রাজা, বড়-রাজা এমনটাও থাকে। পূর্বে এই ভারত ভূ-খণ্ডেই অনেক সংখ্যায় রাজা ছিল। এমন কি সত্যযুগেও অনেক মহারাজা থাকে। সেই সত্যযুগ থেকেই তা চলে আসছে। মহারাজাদের প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পত্তি থাকে। কিন্তু রাজাদের থাকে কম। এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবার জ্ঞান পাওয়া যায়। তবে তার জন্য সঠিক পুরুষার্থে চলতে হবে। যদি তোমাকে জানতে চাওয়া হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ পাবে, না কি রাম সীতার? তখন তো ঝটপট উত্তর দাও- "লক্ষ্মী-নারায়ণের পদই পাবে।" আর তার

জন্য মাঝা-বাবা উভয়ের থেকেই যে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পেতে হবে তোমাদের। সত্যি, কি ওয়াগারফুল ব্যাপার এটা। এমনটি আর কোথাও লেখা নেই, আর না আছে কোনো শাস্ত্র-পুঁথিতে। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। বাবাও বোঝাচ্ছেন, তোমরা চলতে-ফিরতে কেবল এমনটাই মনে করো, তোমরা যেন এক-একজন নাটকের অ্যাক্টরস। এবার আপন ঘরে ফিরতে হবে। এই কথাটাই স্মরণে থাকা মানে "মনমনাভব-মধ্যাজী ভব!" আর তাই তো বাবা মুহূর্মুহু তোমাদের তা স্মরণ করাচ্ছেন। উনি যে তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। তোমাদের এই যাত্রা যে ঈশ্বরীয় তীর্থযাত্রা। যে যাত্রা একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

ভারতের মহিমাও চারদিকে করতে হবে। এই ভারতই সর্ব তীর্থের শ্রেষ্ঠ-তীর্থভূমি। সবার দুঃখ-হতা ও সুখ-কর্তা, সবার সদগতি-দাতা একমাত্র এই বাবা। বাবার জন্মস্থান আবার এই ভারতেই। সবারই মুক্তিদাতা এই বাবা। ওঁনার স্মরণেই ভারতে অনেক বড়-বড় তীর্থস্থানও আছে। যদিও ভারতবাসীরা সেগুলিকে শিব মন্দির বলেই জানে, কিন্তু প্রকৃত শিবকেই যে জানে না তারা। অথচ (মহাত্মা) গান্ধীকে জানে, তাদের ধারণা উনি খুবই ভাল লোক ছিলেন, তাই তার স্মরণে বেদীতে ফুল-মালা এসব দিয়ে শ্রদ্ধাও জানায়। এতে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচও হয়। যেহেতু এখন তাদেরই সরকার, তাই যা চাইবে তাই করতে পারে। আর এই বাবা গুপ্ত থেকে তোমাদের সামনে বসে গুপ্ত-ধর্মের স্থাপনা করছেন। সেই রাজ্য অন্য সব রাজ্যের চাইতে একেবারেই পৃথক স্বার অর্থাৎ স্বতন্ত্র। এই ভারতেই শুরুতে দেবতাদের রাজ্য ছিল। শাস্ত্রে দেখানো হয় অসুর আর দেবতাদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া, বাস্তবে কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি মোটেই। প্রকৃত অর্থে আমাদের এই সংসার জগৎ ময়দানে যুদ্ধ-জয় পেতে হয় মায়ার সাথে। আর মায়াকে জয় করতে পারলে সর্বশক্তিমান অবশ্যই তাকে বিজয়মালায় ভূষিত করেন। কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। এই বাবা-ই রাবণ-রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত করে রাম-রাজ্যের স্থাপনা করান। কিন্তু তা জাগতিক দৃশ্যের স্কুল লড়াই নয়। এখন যদি দুনিয়ার দিকে স্কুল দৃষ্টিতে তাকাও তবে দেখবে, খ্রিস্টানরাই দুনিয়ার সর্বশক্তিমান। তারা চাইলে সমগ্র দুনিয়াকেই জিততে পারে, কিন্তু আবার এমন নিয়মও নেই যে কেবল ওরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। আর সেই রহস্য কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। যেহেতু খ্রিস্টানরা এখন সবচেয়ে ক্ষমতাবান, তবুও অন্য ধর্মের লোকেদের থেকে তাদের জনসংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম, যেহেতু তাদের আগমন ঘটেছে অনেক পরে। যদিও তিন ধর্মের মধ্যে তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী, এবং দুনিয়ার প্রায় সবকিছুই তাদের করায়ত্ত। এসবই পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাক্রম ঘটে চলেছে অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী। সেই অনুসারে তোমরাও আবার তোমাদের রাজধানী পাবে। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে না, দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় ব্যস্ত, আর মাখনটুকু খেয়ে নিল তৃতীয়জন। তেমনি অপরেরা যখন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকবে, তখন সেই মাখন পাবে ভারতবাসীরাই। যদিও এটা অতি সাধারণ কথা, কিন্তু এর মর্মার্থ খুবই মহৎ। সত্যি, মানুষেরা কতই নির্বোধ। অভিনয়কারী হওয়া সত্ত্বেও তারা ড্রামার কাহিনীকে বুঝতেই পারে না। এতই অবোধ তারা। তবুও গরীবেরা ড্রামাকে বুঝতে পারে। কিন্তু ধনীরা বোঝার চেষ্টাও করে না। তাই তো পতিত-পাবন বাবাকে "গরীব-নিবাজ"-অর্থাৎ দীনের বন্ধু। (দীনবন্ধু-কৃপাসিদ্ধ) তিনি স্বয়ং বাস্তবে এখন এই ড্রামাতে ওনার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্যে ব্যস্ত। বড়-বড় সভাগুলিতে এভাবেই বোঝাতে হবে তোমাদের। বাবার অন্তরাত্মা ইঙ্গিত দিচ্ছে, ড্রামা যেমন যেমন শেষের পর্যায়ে যেতে থাকবে, তেমনি ধীরে-ধীরে বাহ্ বাহ্ ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করতে থাকবে লোকেরা। এখনও বাচ্চারা গ্রহের প্রকোপ ভোগ করে। যেহেতু তাদের দিশা তেমন স্পষ্ট নয়। বিঘ্ন তো আসতেই থাকবে, তাও হয় ড্রামার চিত্রনাট্য অনুসারে। অতএব যে যেমন পুরুষার্থ করবে - সে ততই উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে। পাণ্ডবেরা যেমন পৃথিবীতে মাত্র তিন-পদ ভূমিও পায়নি- তা তো সপ্তমযুগেরই (বর্তমান সময়েরই) ঘটনা। কিন্তু তারপরের ঘটনাক্রম মানুষের আর মনে নাই যে,- বাস্তবে সেই পাণ্ডবেরাই বিশ্বের মালিক হয়েছিল। এখন তোমরা বি.কে.-রা তা বুঝতে পারছো। তাই তোমাদের কোনও আফসোস হয় না। কল্প-পূর্বেও তো এমনই ঘটেছিলো। তাই ড্রামার শৃঙ্খলে নিজেকে শৃঙ্খলিত করা উচিত। তা থেকে যেন ছিটকে না যাও। নাটক যে এখন অন্তিম পর্যায়ে, তোমাদেরও পৌঁছতে হবে সুখধাম। অতএব এমন ভাবে এই জ্ঞানের পাঠ পড়তে হবে, যাতে উচ্চ থেকে উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চলা-ফেরার মধ্যেও অ্যাক্টর ভাবে হতে নিজেকে। ড্রামার শৃঙ্খলাবিধিতে নিজেকে অচল রাখতে হবে। বুদ্ধিকে সজাগ

রাখতে হবে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেই দিশাতেই যেন এগিয়ে চলি।

২) সঙ্গতির সর্ব লক্ষণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ হতে হবে।

বরদানঃ- সহযোগের শুভ ভাবনা দ্বারা ঈশ্বরীয় বায়ুমণ্ডল তৈরী করতে পারা মাস্টার দাতা ভব
বিস্তার :- যেভাবে প্রকৃতি নিজের বায়ুমণ্ডলের প্রভাব অনুভব করায়, কখনও গরম, কখনও ঠাণ্ডা.....
তেমনি তুমিও প্রকৃতিজীং সদা সহযোগী, সহজযোগী আল্লারা নিজের শুভ ভাবনার দ্বারা ঈশ্বরীয়
বায়ুমণ্ডল তৈরীতে সহযোগী হও। সে এমন বা এমন করে-এসব ভাবে না। যেমনই বায়ুমণ্ডল হোক,
ব্যক্তি হোক, সহযোগ তাকে দিতেই হবে। দাতার বাচ্চা সদা দিতেই থাকে। তা সে মন্সা দ্বারাই সহযোগী
হও, কিম্বা বচনের দ্বারা, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা, কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে সহযোগী হবার।

স্নোগানঃ- ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার স্থিতি দ্বারা সবার ইচ্ছাগুলিকে পূর্ণ করাই নিজেকে কামধেনু বানানো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হও যে আমরা হলাম আত্মা এবং এটা হলো আমাদের শরীর। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আত্মার সাক্ষাৎকার হলেও কিছু বুঝতে পারবে না”*

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ শ্রীমং অনুসরণ করে চললে গর্ভজেলের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমং হল - ‘নির্মোহী হও’। কেবল বাবা, অন্য কেউ নয়। তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ কর এবং কোনো পাপ কর্ম করো না, তাহলেই গর্ভজেলের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এই দুনিয়ায় তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে কয়েদী হয়ে ছিলে। এখন বাবা এই শাস্তি থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। সত্যযুগে কোনো গর্ভজেল থাকবে না।

ওম শান্তি । আত্মাদের (রুহানি) পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - আত্মা কি এবং তার পিতা পরমাত্মা কে? তিনি পুনরায় এইগুলো বোঝাচ্ছেন। কারণ এটা হলো পতিত দুনিয়া। পতিত মানুষ সর্বদা নির্বোধ হয়ে থাকে। পবিত্র দুনিয়ায় সবাই বোধবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। ভারতে একসময় পবিত্র দুনিয়া অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। খুব ধনী এবং সুখী ছিল। কিন্তু ভারতবাসীরা এই কথাগুলো বুঝতেই পারে না। বাবা, পরমপিতা অর্থাৎ রচয়িতাকেই চেনে না। মানুষের পক্ষেই তাঁকে জানা সম্ভব, জন্ম-জানোয়ারের পক্ষে তো জানা সম্ভব নয়। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলে স্মরণও করে থাকে। তিনি হলেন পারলৌকিক পিতা। আত্মা তার পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন তিনি হলেন লৌকিক পিতা, আর ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, পারলৌকিক পিতা অর্থাৎ সকল আত্মার পিতা। মানুষ এই লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে। তারা এটাও জানে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে ছিল এবং রাম-সীতা ত্রেতাযুগে ছিল। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমরা আমাকে অর্থাৎ পারলৌকিক পিতাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছ। গড ফাদার তো অবশ্যই নিরাকার হবেন। আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। এই দুনিয়ায় এসে সাকার রূপধারী হয়েছি। এই সামান্য কথাটাই কারোর বুদ্ধিতে আসে না। তিনি হলেন তোমাদের বেহদের বাবা, রচয়িতা। ‘তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক...’ - ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে মানুষ তাঁকে আহ্বান করে। আমরা যখন তোমার সন্তান হই, তখন স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। তারপর তোমাকে ভুলে যাওয়ার ফলে নরকের মালিক হয়ে যাই। এখন সেই বাবা এই শরীরে বসে বোঝাচ্ছেন - আমি হলাম রচয়িতা এবং এইটা হল আমার রচনা। এর রহস্য আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। আত্মাকে কেউ দেখেনি। তাহলে কেন ‘অহম্ আত্মা’ বলা হয়? এটা তো বুঝতে পারা যায় যে আমি আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি। মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা ইত্যাদি বলা হয়। এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে আমি হলাম আত্মা এবং এটা হল আমার শরীর। শরীর তো বিনাশী, কিন্তু আত্মা হল অবিনাশী, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। কত সহজ বিষয়। কিন্তু ভালো ভালো বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বুঝতে পারে না। মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তোমাদের তো নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার-ই হয় না। আত্মা অনেক জন্ম নেয়। প্রত্যেক জন্মে শারীরিক পিতা পরিবর্তন হয়। তোমরা কেন নিশ্চিত হতে পার না যে তুমি হলে আত্মা? কেবল আত্মার সাক্ষাৎকার করতে চায়। আরে, এতগুলো জন্ম ধরে কি কারোর কাছে আত্মার সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছিলে? হয়তো কারোর কারোর আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। তোমরা বাবাকে জানো না। বেহদের বাবা ছাড়া অন্য কেউ আত্মাকে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে পারে না। মানুষ বলে - হে, ভগবান। সূতরাং তিনি হলেন পিতা। তোমাদের দুইজন বাবা আছেন। একজন বিনাশী বাবা, যিনি এই বিনাশী শরীরের জন্ম দিয়েছেন। অন্যজন হলেন অবিনাশী আত্মার অবিনাশী পিতা। তোমরা গায়ন করো - তুমি হলে মাতা-পিতা..., তাঁকে স্মরণ করো। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আসেন। জগৎ অস্বা এবং জগৎ পিতা বসে আছেন। রাজযোগ শিখছেন। বৈকুণ্ঠতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সেটা তো ভারতেই ছিল। মানুষ মনে করে হয়তো ওপরে কোথাও স্বর্গ রয়েছে। আরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের স্মরণিক তো এখানে আছে। তাহলে নিশ্চয়ই তারা এখানেই রাজত্ব করেছিল। এই দিলওয়াড়া মন্দির তোমাদের এই সময়ের স্মৃতিতে বানানো হয়েছে। তোমরা হলে রাজযোগী। অর্ধকুমার, কুমার, কুমারী সকলেই বসে আছ। এর স্মৃতিচিহ্ন এরপর ভক্তিতে তৈরি করা হবে। দিলওয়াড়া শব্দের নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অর্থ আছে। দিল (হৃদয়) কে নেন? এখানে আদিদেব এবং আদিদেবীও রাজযোগ শিখছেন। এনারাও তাঁকেই অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা-কেই স্মরণ করেন। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের সাগর। তিনি এই আদিদেবের শরীরে বসে সকল সন্তানদেরকে বোঝাচ্ছেন। এই মন্দির কবে বানানো হয়েছে, কেন বানানো হয়েছে, এ কাদের স্মরণিক? এইগুলো কিছুই জানতে না। দেবীদের কত নাম রয়েছে। কালি, দুর্গা, অন্নপূর্ণা...

কিন্তু সমগ্র দুনিয়াকে অল্প দেবেন কে? কোন্ দেবী অল্পের চাহিদা পূরণ করেন সেটা তোমরাই জানো। ভারত স্বর্গ ছিল। প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আজ থেকে ৮০-৯০ বছর আগেও ১০-১২ আনায় প্রায় ৩৮-৩৯ কেজি সবজি পাওয়া যেত। তাহলে আরও আগে কত সমৃদ্ধি ছিল। সত্যযুগে তো সবজি খুব সমৃদ্ধি এবং উন্নতমানের হয়। কিন্তু এটা কেউই বুঝতে পারে না। বাবা এসে তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়ান। আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা শুনতে পায়। আত্মা চোখ পেয়েছে দেখার জন্য, কান পেয়েছে শোনার জন্য। বাবা বলেন, আমি নিরাকার পরমাত্মাও এই শরীরের আধার নিই। আমাকে সর্বদা শিব-ই বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ তো রুদ্র, শিব, সোমনাথ ইত্যাদি অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার একটাই নাম, সেটা হল ‘শিব’। ২৫০০ বছর ধরে ‘শিবায় নমঃ’ বলেই ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে এসেছে। ভক্তিমার্গে আগে অব্যভিচারী ভক্তি করা হত। এখন তো তোমরা নুড়ি-পাথরের মধ্যেও ভগবানকে ঢুকিয়ে দিয়েছ। এখন সেই ভক্তির অস্তিম সময় উপস্থিত। আমি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এই পুরাতন দুনিয়া এবার বিনষ্ট হবে। বোমা তৈরি হয়ে রয়েছে যার দ্বারা কত মানুষ মারা যাবে। সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক, কেবল ৯ লাখ মানুষ থাকবে। বাকিরা কোথায় যাবে? লড়াই, আর্থকোয়েক ইত্যাদি হবে। বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে।

ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, অনেক ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। ব্রহ্মার পিতা কে? নিরাকার শিব। আমরা তাঁর পৌত্র-পৌত্রী। আমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি। তাই তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করলেই পাপের বোঝা নেমে যাবে। তোমরা জানো যে এটা হল বিকারী, পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ হল নির্বিকারী দুনিয়া। ওখানে বিষ (বিকার) থাকবে না। নিয়ম মতো সেখানে একটাই ছেলে হবে। কখনো অকালে মৃত্যু হবে না। ওই দুনিয়ার নামটাই হল সুখধাম। এখানে তো অনেক দুঃখ। কিন্তু এই কথাটা কেউই জানে না। গীতা পাঠ করার সময়ে বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভগবানুবাচ। আত্মা, ভগবান কে? উত্তর দেয় - শ্রীকৃষ্ণ। আরে, ও তো ছোটো বাচ্চা। ও কিভাবে রাজযোগ শেখাবে? ওই সময়ে তো দুনিয়া পতিত ছিল না। এই দুনিয়াতেই এমন কাউকে প্রয়োজন যিনি সদগতি দেওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাবেন। রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞের কথা তো গীতাতেও রয়েছে। কৃষ্ণ গীতা জ্ঞান যজ্ঞের কথা তো নেই। এই জ্ঞান যজ্ঞ অনেক বছর ধরে চলছে। এটা কবে সমাপ্ত হবে? যখন গোটা দুনিয়া এই যজ্ঞে স্বাহা (আহুতি) হয়ে যাবে। যজ্ঞ সমাপ্ত করার সময়ে তাতে সবকিছু আহুতি দিয়ে দেয়। এই যজ্ঞও অস্তিম পর্যন্ত চলবে। এই পুরাতন দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাবা বলছেন, আমি হলাম কালেরও কাল, সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাদেরকে পড়াচ্ছি যাতে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পার। তোমরা জানো যে এখন প্রত্যেক মানুষই সদা-দুর্ভাগ্যবান। সত্যযুগে সদা-সৌভাগ্যবান ছিল। এই তফাৎটা সবাইকে বোঝাতে হবে। যখন এখানে আসে তখন ভালোভাবে বুঝতে পারে কিন্তু ঘরে গেলেই সব ভুলে যায়। যেমন গর্ভজেলের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করে যে আমি আর পাপ কর্ম করব না, কিন্তু কয়েদীর মতো বাইরে বেরিয়ে পুনরায় পাপ কর্ম করতে থাকে। এখন তো প্রত্যেক মানুষই কয়েদী। ঘনঘন গর্ভজেলে গিয়ে শাস্তি খায়। বাবা বলছেন, এখন আমি তোমাদেরকে গর্ভজেলের কয়েদী হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করছি। সত্যযুগে গর্ভকে জেল বলা হবে না। আমি তোমাদেরকে এই শাস্তি থেকে মুক্ত করতে এসেছি। এখন কেবল আমাকে স্মরণ করো, কোনো পাপ কর্ম করোনা এবং নির্মোহী হও। গায়ন করে - তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই...। কিন্তু এই গায়ন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করা হয় না। কৃষ্ণ তো ৮৪ জন্ম নেওয়ার পরে এখন ব্রহ্মা হয়েছে। এরপর পুনরায় ঐরকম কৃষ্ণ হতে হবে। তাই এই শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন। এটা পূর্ব নির্মিত নাটক। ভগবান এখন সূর্য এবং চন্দ্র বংশের স্থাপন করছেন। তোমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রাপ্তি করাচ্ছেন। এখন তোমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে পুরুষার্থের দ্বারা অনেক জন্মের জন্য প্রাপ্তি করছ। এই বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। এই নাটকে প্রত্যেক অভিনেতার নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। তাই আমি কেন শুধু শুধু দুঃখ পাব কিংবা মারামারি করব? আমরা জীবিত অবস্থায় কেবল ওই বাবাকেই স্মরণ করি। আমরা এই শরীরটার পরোয়া করি না। এই পুরাতন শরীরটার মৃত্যু হলেই আমরা বাবার কাছে চলে যাব। এখন তোমরা ভারতের অনেক সেবা করছ। তোমরাই অল্পপূর্ণা, দুর্গা, কালি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পূজিত হও। তাই কালী এইরকম ভয়ঙ্কর রূপধারী হয়না কিংবা গণেশের এইরকম শূঁড় থাকে না। মানুষ তো মানুষের মতোই হয়। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, আমি তোমাদের মতো সন্তানদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো বানাচ্ছি। তোমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যাও যে এখন আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি এবং ভবিষ্যতে গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হব। বাবা, যিনি স্বর্গের রচনা করেন, তাঁকে কেউই জানেনা। জগদম্বাকেও ভুলে গেছে। মন্দিরে যার মূর্তি আছে, তিনি এখন চৈতন্য রূপে বসে আছেন। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ আসবে। মানুষ প্রশ্ন করে কবে বিনাশ হবে। আরে, আগে তো তুমি পড়াশুনা করে বুদ্ধিমান হয়ে যাও। বরাবর মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছে এবং তার পরেই স্বর্গের গেট খুলেছে। সুতরাং এখন এই মাতাদের দ্বারা স্বর্গের গেট খুলছে। ‘বন্দে মাতরম্’ ইত্যাদি গান করা হয়। যারা পবিত্র তাদেরই বন্দনা করা হয়। দুই রকমের মাতা আছে। এক, শারীরিক সমাজ সেবক; দুই, রুহানি বা আত্মিক সমাজ সেবক। এটা হল তোমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা। তোমরা জানো যে আমরা এই শরীর

ত্যাগ করে ফিরে যাব। ভগবানুবাচ হল - 'মন্মনা ভব'। আমাকে অর্থাৎ নিজ পিতাকে স্মরণ করো। ছোট বাচ্চা কৃষ্ণ তো এইরকম বলতে পারবে না। তাঁর তো নিজের পিতা আছে। 'মন্মনা ভব'- কথার অর্থ কেউই জানে না। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং ওড়ার জন্য ডানা প্রাপ্ত হবে। এখন তোমাদের পাথরের মতো বুদ্ধি পরশের মতো হচ্ছে। রচয়িতা অর্থাৎ বাবা তো সকলের জন্যই এক। আদি দেব এবং আদি দেবীর মন্দিরও রয়েছে। তোমরা অর্থাৎ তাদের সন্তানরা এখানে রাজযোগ শিখছো। তোমরা এখানেই তপস্যা করেছিলে। সামনেই তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কীভাবে রাজত্ব পেল? এই মন্দির তারই স্মৃতিচিহ্ন। তোমরা হলে রাজঋষি। রাজত্ব পাওয়ার জন্য অর্থাৎ পুনরায় ভারতে রাজত্ব করার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ। নিজের তনু-মন-অর্থ দিয়ে সেবা করে তোমরা ভারতে স্বর্গের রাজত্ব স্থাপন করছ। বাবার শ্রীমতের দ্বারা তোমরা এই পতিত রাবণ রাজ্য থেকে সবাইকে মুক্ত করছ। বাবা হলেন লিবারেটর বা মুক্তিদাতা, দুঃখহতা-সুখকর্তা। তোমাদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি পুরাতন দুনিয়াকে বিনষ্ট করেন। তোমাদেরকে শত্রুর উপরে বিজয়ী বানান এবং তোমরা মায়াজিৎ-জগৎজিৎ হয়ে যাও। প্রতি কল্পেই তোমরা রাজত্ব নাও এবং পুনরায় হারিয়ে ফেল। এটা হল রুদ্র শিবের জ্ঞান যজ্ঞ যার থেকে বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বাকি সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে এবং তোমরা সদাসুখী হয়ে যাবে। দ্বাপরযুগ থেকে দুঃখ শুরু হয়। বাবা বলছেন, আমি এসে নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাই। কলিযুগ হল বেশ্যালয় এবং সত্যযুগ হল শিবালয়। তোমরা বেহদের বাবার দ্বারা স্বর্গের মালিক হচ্ছে। তাই তোমাদের খুশির পারদ উর্ধগামী হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বেঁচে থেকে বাবাকে স্মরণ করে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে, কোনো বিষয়ের পরোয়া করবে না।

২) শ্রীমতে চলে নিজের তন - মন - ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে আর সবাইকে রাবণের থেকে লিবারেট হওয়ার যুক্তি বলে দিতে হবে।

বরদানঃ:- যোগ অগ্নির (জ্বালা) দ্বারা বিশ্বের আবর্জনাকে ভস্ম করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব
যোগ অগ্নি বা জ্বালা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি এবং একাগ্রতার অগ্নি দ্বারা তোমরা অপবিত্রতা রূপী আবর্জনাকে ভস্ম করে দিতে পারো। দেবীদের স্মরণিকে যেমন দেখানো হয় যে, জ্বালা রূপের দ্বারা আসুরীক শক্তিকে ভস্ম করে দিয়েছিলো। সেই স্মরণিক এখানকারই। তাই প্রথমে জ্বালা রূপ হয়ে আসুরী সংস্কার, স্বভাব সবকিছু ভস্ম করে সম্পূর্ণ পাবন হও, তখনই যোগ আর পবিত্রতার জ্বালার দ্বারা বিশ্বের আবর্জনাকে ভস্ম করে বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- আঙ্গতাকারী সে-ই, যে মনমত, পরমতের থেকে মুক্ত থেকে সদা শ্রীমতে চলে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সঙ্গে সর্ব সস্বন্ধ রাখো তাহলে বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে, মায়া বন্ধন যুক্ত করে আর বাবা বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন"

*প্রশ্নঃ - নির্বন্ধন কাকে বলা হয়? নির্বন্ধন হওয়ার উপায় কি?

*উত্তরঃ - নির্বন্ধন অর্থাৎ অশরীরী। দেহ সহ দেহের কোনো সস্বন্ধ যেন বুদ্ধিকে নিজের দিকে না টানে। দেহ-অভিমানই বন্ধন আছে। দেহি-অভিমानी হও তাহলে সব বন্ধন শেষ হয়ে যাবে। জীবিত থেকেও মরে যাওয়াই হল নির্বন্ধন হওয়া। বুদ্ধিতে যেন থাকে এখন হল শেষ সময়, নাটক পূর্ণ হয়েছে, আমরা বাবার কাছে ফিরে যাই তাই নির্বন্ধন হয়ে যাই।

*গীতঃ- যার সাথী হল ভগবান, তাকে আটকাবে কীভাবে আঁধি আর তুফান.....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। এখন এত সংখ্যায় বাচ্চা রয়েছে তো অবশ্যই বেহদের বাবা-ই হবেন। বাবা বোঝান - বলাও হয় নিরাকার শিববাবা। ব্রহ্মাকেও বাবা বলা হয়, বিষ্ণু বা শঙ্করকে বাবা বলা হবে না। শিবকে সর্বদা বাবা বলা হয়। শিবের চিত্র আলাদা, শঙ্করের চিত্র আলাদা। গীতও আছে শিবায় নমঃ। তারপরে বলা হয় তুমি মাতা পিতা.... এই কথাটিও বোঝানো খুব সহজ যে বরাবর নিরাকার শিবকেই পিতা বলা হয়। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। শঙ্কর বা বিষ্ণু তো নিরাকার নন। শিবকে নিরাকার বলা হবে। মন্দিরে তাঁদের সবার চিত্র রাখা আছে। ভক্তি মার্গে কত চিত্র আছে। উঁচু থেকে উঁচু চিত্র দেখানো হয় শিববাবার, তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের চিত্র দেখানো হয়। তাঁদেরও রূপ আছে। জগৎ অম্বা, জগৎ পিতারও রূপ আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও সাকার রূপ আছে। বাকি ভগবান হলেন একমাত্র নিরাকার। কিন্তু ওঁনাকে শুধু গড বললে মানুষ কনফিউসড হয়। জিজ্ঞাসা করো - গড তোমাদের কে হন, তারা বলবে ফাদার। অতএব এটা প্রমাণ করে বলতে হবে গড হলেন ফাদার। ফাদার হলেন রচয়িতা তাই মাদারও চাই। মাদার না থাকলে ফাদার সৃষ্টি রচনা করবেন কিভাবে। সেই ফাদার কবে আসবেন? সবাই আহ্বান করে - হে পতিতদের পবিত্রকারী এসো। এখন তো সম্পূর্ণ দুনিয়া হল পতিত। পতিত হলে তবেই তো এসে পবিত্র করবেন তাইনা। এর দ্বারা প্রমাণ হয় বাবাকে পতিত দুনিয়ায় অবশ্যই আসতে হয়। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এইসব কেউ বুঝতে পারবে না। না বুঝলে তবে তো বাবা এসে বোঝাবেন। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। ভারতেই গায়ন আছে জ্ঞান আর ভক্তি, আবার বলা হয় ব্রহ্মার দিন ও ব্রহ্মার রাত। রাতিরে ঘোর অন্ধকার থাকে। গায়ন আছে জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দেন, ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয়। মানুষের এত অজ্ঞান আছে যে ফাদারকেও চেনেনা। এদের মতন অজ্ঞান আর কেউ হয় না। পরম পিতা, ও গড ফাদার! বলে - যদি তাঁকেই না জানে তাহলে এর চেয়ে অজ্ঞান আর কেউ নয়। বাচ্চারা বাবা বলে, যদি বলে আমরা তাঁর অক্যুপেশান, নাম, রূপ ইত্যাদিকে জানিনা তবে তাদেরকে আনাড়ি বলা হবে তাইনা! এ হল ভারতবাসীদের ভুল যে ফাদার বলা সত্ত্বেও ওঁনাকে জানেনা। গায়ন আছে - ও গডফাদার, এসে পতিতদের পবিত্র করো, দুঃখ থেকে মুক্ত করো, দুঃখ হরণ করে সুখ দাও। বাবা একবারই আসেন। এই কথা তোমরা জানো নম্বর অনুসারে। কেউ তো বোঝেনা যে আমাদের বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হবে।

বাবার পুরো পরিচয় নেই, তাই বলে কি করব, বন্ধন রয়েছে। জীবিত থেকেও মরলে (মন থেকে সমর্পিত হয়ে পুরানো দুনিয়াকে ভুললে) তো তোমাদের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। মানুষ হঠাৎ মারা যায় তখন বন্ধন মুক্ত হয়। এখন তো সবাই বন্ধন মুক্ত হবে। তোমাদের জীবিত অবস্থায় নির্বন্ধন অর্থাৎ অশরীরী হতে হবে। বাবা বলেন এই শরীরের বন্ধন ইত্যাদিকে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে এক পিতাকে স্মরণ করো। বন্ধন তখন অনুভব হয় যখন তোমরা দেহ-অভিমানে থাকো তারপরে জিজ্ঞাসা করো - মুক্ত হব কিভাবে? বাবা বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, কিন্তু বুদ্ধিতে যেন থাকে - আমাদের ফিরে যেতে হবে। যেমন নাটক যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন অ্যাক্টররা কেমন উপরাম হয়ে যায়। পার্ট প্লে করতে করতে বুদ্ধিতে এটাই থাকে যে, আর অল্প সময়ই বাকি আছে, এই পার্ট প্লে করে আমরা ঘরে ফিরব। তোমাদেরও এই কথাটি বুদ্ধিতে রাখতে হবে - এখন হল শেষ সময়, আমরা দৈবী সস্বন্ধে যাচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়ায় থেকে এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে আমরা বাবার কাছে ফিরে যাই। গায়নও করা হয় আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করব। জীবিত থেকে তোমার আপন হব। দেহ সহ দেহের সব সস্বন্ধ ভুলে আমরা তোমার সঙ্গে সস্বন্ধ রাখব। আমার সাথে সস্বন্ধ যদি আছে তো স্মরণ করো, ভালোবাসো। বাবার সঙ্গে অথবা নিজের প্রিয়তমের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাও। ফলে

তোমাদের উপরে যে মরচে লেগে আছে সেসব সরে যাবে। যোগ তো গায়ন আছে তাইনা। অন্য সবই হল দৈহিক যোগ - মামা, কাকা, গুরু গোঁসাই ইত্যাদি সবার সঙ্গে যোগ রাখা হয়। বাবা বলেন এইসব থেকে যোগ মিটিয়ে একমাত্র আমায় স্মরণ করো। যোগ কেবল মাত্র আমার সঙ্গে লাগাও। দেহ-অভিমাণে এসো না। দেহ দ্বারা কর্ম করাকালীন এই কথাটি নিশ্চয় করো যে আমরা পার্ট প্লে করছি। এই পুরানো দুনিয়ার এখন শেষ সময়, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ থেকে উপরাম থাকতে হবে। নিজের সঙ্গে এমন এমন কথা বলতে হবে। এখন তো বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। কারো স্ত্রীর বন্ধন আছে, কারো স্বামীর বন্ধন আছে, কারো আবার কোনো বন্ধন নেই। বাবা তো অনেক যুক্তি বলে দেন। বলে দাও - আমাদের পবিত্র হয়ে ভারতকে নিশ্চয়ই পবিত্র করতে হবে। আমরা পবিত্র হয়ে তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করি। কিন্তু প্রথমে নষ্টমোহ স্থিতি চাই। মোহ নষ্ট হলে গভর্নমেন্টকে চিঠি লেখো, তাহলে গভর্নমেন্টও তোমাদের সাহায্য করবে। ভগবানুবাচ - কাম হল মহা শত্রু, আমরা এই বিকারকে পরাজিত করে পবিত্র থাকতে চাই। বাবার আদেশ হল পবিত্র হও তাহলে স্বর্গের মালিক হবে। আমরা বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছি, এখন পবিত্র থাকতে এরা আমাদের বাধা দেয়, মারধর করে। আমি তো ভারতের সত্য সেবায় নিযুক্ত। এখন আমায় আশ্রয় দাও। কিন্তু পাকা নষ্ট মোহ হতে হবে। সন্ন্যাসী তো ঘর সংসার ত্যাগ করে। এখানে তো সাথে থেকে নষ্ট মোহ হতে হবে। সন্ন্যাসীদের মার্গ আলাদা। মানুষ বলেও থাকে আমাদের এমন জ্ঞান দিন যাতে গৃহস্থ থেকে আমাদের রাজা জনক সম মুক্তি, জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। সেটা তো তোমরা এখন প্রাপ্ত করছ তাই না !

বাবা বলেন ইনি (ব্রহ্মা) হলেন আমার স্ত্রী বা যুগল, এনার মুখ দিয়ে আমি প্রজা রচনা করি। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দিয়েই বলেন। শিববাবা তোমাদের বলছেন তোমরা হলে আমার নাতি নাতনি। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) বলেন তোমরা আমার সন্তান হয়ে শিববাবার নাতি নাতনি হও। বর্ষা শিববাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের বর্ষা কোনো মানুষ দিতে পারেনা। নিরাকার-ই দিয়ে থাকেন। সুতরাং ভক্তি আলাদা, জ্ঞান আলাদা। ভক্তিতে তো বেদ-শাস্ত্র পড়ে, যজ্ঞ-তপ, দান-পুণ্য ইত্যাদি করতে অনেক টাকা খরচ হয়, এইসবই হল ভক্তির সামগ্রী। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। দেবী-দেবতা যখন বাম মার্গে এসে পতিত হয় তখন দেবী-দেবতা রূপে পরিচয় দিতে পারেনা কারণ দেবতার ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়। অতএব বলা হবে দেবতা ধর্মের আত্মারা বাম মার্গে এসে পতিত হয়েছে। পতিতকে দেবতা বলা হবেনা, তাই হিন্দু নাম রাখা হয়েছে। বেদ-শাস্ত্রে আর্য নাম দেওয়া হয়েছে। আর্য নামটি এই ভারত খণ্ডের জন্যে। এখন এই শব্দটি কোথা থেকে এসেছে ? সত্যযুগে তো আর্য শব্দ হয়না। বলাও হয় খ্রাইষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতে দেবী দেবতা খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী ছিলেন তারপরে সেই দেবতা যখন দ্বাপরে এসে বিকারী হয় তখন তাদের অন-আর্য বলা হয়। একজন আর্য বলে দিয়েছে তো সেই নাম চলছে। যেমন একজন কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলেছে বা লিখেছে তো ব্যস্, সেটাই বিশ্বাস করে নিয়েছে। যদিও গায়ন করে শিবায় নমঃ, তুমি মাতা-পিতা... কিন্তু উনি কিভাবে মাতা-পিতা হন, কখন রচনা করেন সেসব জানা নেই। নিশ্চয়ই সৃষ্টির আদিতে রচনা করেন। এবারে সৃষ্টির আদি কোন্ সময়টিকে বলা হবে ? সত্যযুগকে নাকি সঙ্গম যুগকে ? সত্যযুগে তো বাবা আসেন না। সত্যযুগের আদিতে তো আসেন লক্ষ্মী - নারায়ণ। তাঁদের সত্যযুগের মালিক করেছেন কে ? কলিযুগেও আসেন না। এ হল কল্পের সঙ্গম যুগ। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি যখন সব আত্মারা পতিত হয়ে যায় অথবা সৃষ্টি পুরানো হয়ে যায়। ড্রামার চক্র পুরো হলে তবে তো বাবা আসবেন তাইনা। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত, ধারণা থাকা চাই। এখন কনফারেন্স করে বেদ পড়লে কি লাভ হয় ? বেদ পড়া উচিত কেন? কোনো নির্ণয়েই আসতে পারবে না। সেই কনফারেন্স পরের বছরও করবে। নির্ণয় করতে বসে কিন্তু কিছুই হয়না। বিনাশের আয়োজন হতেই থাকে। বোমা ইত্যাদি বানাতে থাকে। এখন হল কলিযুগ। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমাদের কথা অন্যরকম। তোমরা জানো মানুষ, মানুষকে গতি-সদগতি দিতে পারেনা। গায়নও আছে পতিত-পাবন, তাহলে নিজেকে পতিত স্বীকার করেনা কেন? এ হল পতিত দুনিয়া, বিষয় সাগর। সবাই কি কখনো কান্ডারী/মাব্বি হতে পারবে নাকি!

বাচ্চারা, এখনও তোমাদের এত শক্তি হয়নি যে সম্পূর্ণ বোঝাতে পারো। এখনও তোমরা এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হওনি। যোগও নেই। এখনও পর্যন্ত ছোট বাচ্চার মতন কাঁদতে থাকে। মায়ার ঝড়ে স্থির থাকতে পারেনা। দেহ-অভিমান অনেক। দেহী-অভিমानी হতে পারেনি। বাবা তো বার-বার বলেন - নিজেকে আত্মা ভাবো। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। সব অ্যাক্টস যারা নিজের পার্ট প্লে করছে। সবাই শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাবে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো। দেহধারী সম্বন্ধ গুলিতে দেহের প্রতি মোহ কেন রাখো? বিদেহী স্বরূপে পরিবর্তন হয়না। ফলে বিকর্ম বিনাশ হয়না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। আমাদের শিববাবা পড়ান যার ফলে আমরা দেবী দেবতায় পরিণত হব

অতএব অপার খুশী থাকা উচিত তাইনা।

তোমরা জানো ভারতবাসী যখন সুখে ছিল তখন বাকি সব মানুষ নির্বাণধাম, শান্তিধামে ছিল। এখন তো কত কোটি মানুষ আছে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ, জীবনমুক্তি প্রাপ্তির জন্যে। বাকি সবাই ফিরে যাবে। পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন দুনিয়া হবে। নতুন তো বাবা-ই বানাবেন। স্যাপলিং (চারু গাছ) লাগানো হচ্ছে। এ হলো দৈবী ফুলের স্যাপলিং। তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হও। বাগান পুরো তৈরি হয়ে যাবে তখন এই কাঁটার জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। এই জঙ্গলে আগুন লাগবে। তখন আমরা ফুলের বাগানে চলে যাবো। তাহলে বাবা-মাম্মাকে ফলো করো। গায়নও আছে ফলো ফাদার-মাদার। জানো এই মাম্মা - বাবা, লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। এনারা ৮৪ বার জন্ম নিয়েছেন। তোমাদেরও এমন আছে। এনাদের পার্ট হল মুখ্য। লেখাও হয় বাবা এসে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী স্বরাজ্য পুনরায় স্থাপন করেছেন। অনেক বোঝানো হয়, তবুও দেহ-অভিমান মেটে না। আমার স্বামী, আমার সন্তান আরে, এইসব তো হল পুরানো দুনিয়ার পুরানো সম্বন্ধ তাইনা। আমার তো একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। সব দেহধারীদের প্রতি মমত্ব মিটে যাওয়া খুবই শক্ত। বাবা বুঝতে পারেন, এদের মমত্ব মেটানো খুব মুশকিল মনে হচ্ছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়। কুমারীরা ভালো সাহায্যকারী হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ সহ সবকিছু থেকে মোহ মিটিয়ে দিয়ে বিদেহী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। প্রতিটি অ্যাক্টরের পার্টকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। বন্ধন-মুক্ত হতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়ার থেকে উপরাম হতে হবে, নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। এখন পুরানো দুনিয়ার শেষ সময়, আমাদের পার্ট পূর্ণ হয়েছে।

বরদানঃ:- সর্ব সম্পদের (খাজানা) সম্পন্নতার দ্বারা সম্পূর্ণতার অনুভবকারী প্রাপ্তি স্বরূপ ভব যেমন চন্দ্রমা যখন পূর্ণাকৃতি (সম্পন্ন) হয় তখন সম্পন্নতা তার সম্পূর্ণতাকে নির্দেশ করে, তার থেকে আর বৃদ্ধি পাবে না, ঠিক তেমনই হলো সম্পূর্ণতা। এতটুকু কিনারাও কম বাকি থাকে না। সেইরকমই তোমরা বাচ্চারাও যখন জ্ঞান, যোগ, ধারণা আর সেবা অর্থাৎ সকল সম্পদে সম্পন্ন হয় যায়, তখন এই সম্পন্নতাকেই সম্পূর্ণতা বলা হয়। এই রকম সম্পন্ন আত্মারা প্রাপ্তি স্বরূপ হওয়ার কারণে স্থিতিতেও সদা সমীপ হয়ে থাকে।

স্লোগানঃ:- দিব্য বুদ্ধির দ্বারা সর্ব সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করাই হলো সিদ্ধি স্বরূপ হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থাকার প্র্যাক্টিস এমনভাবে করো যাতে অন্তিম সময়েও এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ স্মরণে না আসে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি শ্রীমৎ পালন করলে তোমরা সৌভাগ্যবান হতে পারবে?

*উত্তরঃ - বাবার শ্রীমৎ হলো - বাচ্চারা নিদ্রাকে জয় করতে শেখো। অমৃত বেলা খুব সুন্দর সময়। সেই সময় উঠে যদি আমাকে, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা বখ্তাবর (এমন এক ব্যক্তি যে সৌভাগ্য নিয়ে আসে) হয়ে যাবে। যদি সকাল সকাল না ওঠো তবে যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্য শুয়ে থাকে। কেবল থাওয়া আর ঘুম -- এ তো সবকিছুই হারিয়ে ফেলা। তাই সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস তৈরী করো।

*গীতঃ- তুমি রাত নষ্ট করেছো ঘুমিয়ে আর দিন নষ্ট করেছ খেয়ে, অমূল্য এ জীবন বৃথা চলে যায় রে...

ওম্ শান্তি। এই কাহিনী বাচ্চাদের জন্য। বাবা বলেন বাচ্চারা - থাওয়া আর ঘুম, এ কোনও জীবন নয়। যখন তোমরা বাচ্চারা এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্তি করছ, ঝুলি ভর্তি হচ্ছে। তারপরও খেয়ে আর ঘুমিয়ে - এসব তো হারানোই হলো। ভোরে ওঠার অনেক মহিমা। ভক্তি মার্গেও, জ্ঞান মার্গেও। কেননা ভোরের বাতাবরণ খুব শান্ত থাকে। সেইসময় আত্মারা সবাই নিজের স্বধর্মে থাকে। অশরীরী হয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় স্মরণের স্থায়িত্ব দীর্ঘ সময় থাকে। দিনের বেলায় মায়ার বিশৃঙ্খলা চলে। ঐ একটা সময় হল সুন্দর মুহূর্ত। এখন আমরা কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়ে উঠছি। বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন, তোমরা আমার বাচ্চা, আমিও তোমাদের বাচ্চা। বাবাও বাচ্চা হন, এও বড় বোঝার ব্যাপার। বাবা নিজের বাচ্চাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এমনকী আমি একজন সওদাগর। তোমাদের কড়ি তুল্য তন-মন সবই মূল্যহীন। ঐ পুরানো যা কিছু তোমাদের আছে সব কিছু নিয়ে আবার তোমাদের দিয়ে দিই যাতে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারো। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গেয়ে এসেছো -- আমি নিজেকে তোমাকে সঁপে দেবো, আত্ম বলিদান দেবো। আমার একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই, কেননা সজনীরা সবাই একমাত্র সাজনকেই স্মরণ করবে। দেহ সহ সব সম্বন্ধ ভুলতে ভুলতে একজনের প্রতিই স্মরণ যেন এমনই থাকে যাতে অন্তিমে না এই শরীর না আর কেউ স্মরণে আসে। এমনই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ব্রহ্ম মুহূর্ত খুব সুন্দর সময়। এটাই হলো তোমাদের প্রকৃত যাত্রা। ওরা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে যাত্রা করে আসছে কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তি হয়নি, তবে মিথ্যে যাত্রা হলো না! এ হলো রুহানী যাত্রা আর প্রকৃত মুক্তি আর জীবন-মুক্তির যাত্রা। মানুষ তীর্থে যায় যখন অমরনাথ, বদ্রীনাথ স্মরণে আসে, তাই না! প্রধান হলো চার ধাম। তোমরা কত ধামে ঘুরেছ, কত ভক্তি করেছো! অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে এসেছো। এসব কথা কেউই জানেনা। বাবাই মুক্ত করে গাইড হয়ে সবাইকে সাথে করে নিয়ে যান। কত ওয়ান্ডারফুল গাইড। বাচ্চাদের নিয়ে যান মুক্তি জীবনমুক্তি ধামে। এমন গাইড আর কেউ হতে পারেনা। সন্ন্যাসীরা শুধু মুক্তিদাম বলবে, জীবনমুক্তি শব্দ ওদের মুখ দিয়ে বেরোবে না। ওরা তো কাকবিষ্ঠা সমান অল্পকালের সুখকেই বোঝে। তোমরা বাচ্চারা জান বাবা হলেন দুঃখ হতা সুখ কর্তা। হে মাতা-পিতা, আমরা যখন তোমার বালক হয়ে যাই আমাদের সব দুঃখ তখন দূর হয়ে যায়। আধাকল্প আমরা সুখী হই, এটা তো বুদ্ধিতে থাকে তাই না! কিন্তু কাজেকর্মে গেলে সব ভুলে যায়। ভোরবেলায় ওঠে না। যে ঘুমিয়ে থাকবে সে সব হারাবে।

তোমরা জানো - অবশ্যই আমরা হীরে তুল্য জন্ম পেয়েছি। এখনও যদি ঘুম থেকে ভোরবেলায় উঠতে না পারো তবে ধরে নিতে হবে এ সৌভাগ্যবান নয়। ভোরে উঠে বিলাভড বাবাকে, সাজনকে স্মরণ করে না। (আধাকল্প ধরে সাজন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলে আর বাবাকেও তোমরা সারা কল্প ভুলে যাও, আবার ভক্তি মার্গে এসে তোমরা সাজন রূপে বা বাবা রূপে তাঁকে স্মরণ কর। সজনী সাজনকেই স্মরণ করে। তাঁকে আবার বাবাও বলা হয়। এখন বাবা সামনে আছেন সুতরাং তাঁর শ্রীমৎ-এ চলা উচিত। শ্রীমৎ-এ যদি না চল তবে অধঃপতিত হবে। শ্রীমৎ অর্থাৎ শিববাবার মত। তোমরা এমন বলতে পার না যে, আমরা কি জানি, কার মত পাচ্ছি? বোঝানো উচিত ঔনার (শিব বাবার) মত এর জন্য উনি সম্পূর্ণভাবে রেসপন্সিবল। যেমন লৌকিক রীতিতে বাচ্চাদের বাবাই রেসপন্সিবল হন। পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা প্রত্যক্ষ হন। এই ব্রহ্মা শরীরও ফাদারকেই প্রত্যক্ষ করায়। বিচ্ছিন্ন (মুরব্বি) বাচ্চা। অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে, যারা জানেই না যে আমরা কার মতে চলছি, কে আমাদের ডায়রেকশন দিচ্ছেন? বাবাকে তো স্মরণ করে না। ভোরবেলাও ওঠেনা। স্মরণ করে না তাই বিকর্ম বিনাশ হয় না। বাবা বলেন এত পরিশ্রম করছি তবুও কর্মভোগ চলতেই থাকে, কেননা এক জন্মের

কথা তো নয় । অনেক জন্মের হিসেব -নিকেশ । বাচ্চারা ডায়রেকশন পেয়েছ, এই জন্মের পাপ স্বীকার করলে অর্ধেক নাশ হবে । বাবা বলেন একথা আমি জানি আর ধর্মরাজ জানে । অনেক পাপ করেছে । ধর্মরাজ গর্ভজেলে সাজা দিয়ে আসছে । এখন তোমরা পুরুষার্থ করে, বিকর্ম বিনাশ করছ তারপর গর্ভমহল প্রাপ্ত হবে । ওখানে তো (সত্যযুগে) মায়া নেই যে মানুষ দিয়ে পাপ কাজ করাবে যার জন্য শাস্তি পেতে হবে । আধাকল্প ঈশ্বরীয় রাজ্য আর আধাকল্প রাবণ রাজ্য । সাপের (খোলস ত্যাগ) দৃষ্টান্ত এখনকার জন্য । সন্ন্যাসীরা কপি (অনুকরণ) করে । যেমন বাবা ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেন - ভ্রমর কীটকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় । তোমরাও পতিতদের নিয়ে আস । তারপর শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাও । তোমাদের নাম হল ব্রাহ্মণী । এই ভ্রমরের দৃষ্টান্ত খুব সুন্দর । এখানে প্রাক্তিক্যালি আসে তো অনেকে, তারপর কিছু বাচ্চা কাঁচাই থেকে যায়, কেউ পতিত হয়ে শেষ হয়ে যায় । মায়া বড় ঝড়ঝাপটা নিয়ে আসে । বাস্তবে তোমরা হলে প্রত্যেকেই হনুমান । মায়া যত বড়ই ঝড়ই নিয়ে আসুক না কেন আমরা বাবাকে আর স্বর্গকে কখনওই ভুলব না । প্রতি মুহূর্তে বাবা বলেন -- সাবধান ! মানুষ তো তীর্থে ঠোঁকর খেতে যায়, এখানে তোমরা কেউ কোথাও যাওনা । একজনই বাবা আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাক । তোমরা তো প্রকৃতপক্ষেই বিজয়ী হয়ে আসছ । একেই বুদ্ধিযোগ বল, জ্ঞান বল বলা হয় । স্মরণ করলে বল প্রাপ্ত হয় । বুদ্ধির তালা খুলে যায় । যদি কেউ বেকায়দায় চলে তখন বুদ্ধির তালা আবার বন্ধ হয়ে যায় । বাবা বুঝিয়ে বলেন যদি তোমরা এমন কর তবে ড্রামানুসারে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে । কাউকে তখন বলতে পারবে না যে বিকারে যেও না । অন্তর্দহন হবে -- আমি এত পাপ করেছি । অজ্ঞানকালেও অন্তরদাহ হয় । মৃত্যুর সময়ও দুঃখ প্রকাশ করে থাকে । তারপর একদম শেষে গিয়ে সব পাপ সামনে এসে দাঁড়ায় । গর্ভজেলে গিয়ে শাস্তি ভোগ শুরু হয়ে যায় । শেষ অবস্থায় সবকিছুই স্মরণে আসে । তাই বাবা বলেন তোমাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না, তোমরা কোনও পাপ করো না । জেলবার্ড হয় না ! (একবার জেলে যায় একবার বের হয়) তোমরাও জেলবন্দি ছিলে । এখন বাবা গর্ভজেলের শাস্তি থেকে মুক্ত করছেন । বলা হয় বাবাকে স্মরণ কর যদি সাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে, তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । যদি আবার নীচে নেমে পড় তবে কিন্তু ছোট পেতে হবে । সর্বপ্রথম হলো অশুদ্ধ অহংকার । তারপর কাম, ক্রোধ । কাম হলো মহাশত্রু । এ তোমাদের আদি-মধ্য -অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে । তোমরা আদি-মধ্য -অন্তের সুখের জন্য পুরুষার্থ করছ । সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করা উচিত । বল ভোরবেলায় উঠতে পারিনা তবে আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না । দাস-দাসী হতে হবে । ওখানে কোনও গোবর ইত্যাদি তুলতে হয় না, কোনও পরিশ্রম নেই । এখনও বিলেতে কেউ চাকর ইত্যাদি রাখে না । সবকিছুই স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় । ওখানে কোনও নোংরা থাকে না । চন্দাল, দাস-দাসীরা থাকে । বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সব রহস্য বুঝিয়ে বলেন । তোমাদের বুদ্ধিতে সত্যযুগের রাজধানী রয়েছে । তোমরা ড্রামাকে বুঝেছ । প্রধান হলো সর্বপ্রথম চক্রকে বোঝানো । এখন ওপেনিং করানোর জন্য গভর্নর প্রমুখদের ডাকা হয় । সুতরাং বাচ্চারা ডাইরেকশন পায় যে ওপেনিং করার পূর্ব মুহূর্তে তাদের বোঝাও, ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । ভারতের পূজ্য দেবী-দেবতারা পূজারী মানুষ হয়েছে । এটা অবশ্যই বোঝাতে হবে । ওরা নিজেরাই বলবে সৃষ্টি চক্রের রহস্য এখানে বোঝানো হয় । যে এটা জানে তাকে ত্রিকালদর্শী বলা হয় । মানুষ হয়েও যদি ড্রামাকে না জানে তবে সে কোনো কাজের! এমনিতে তো অনেকেই বলে বি. কে. দের পবিত্রতা খুব ভালো । পবিত্রতা সবারই ভালো লাগে । সন্ন্যাসীরা পবিত্র, দেবতারা পবিত্র, তবেই তো তাদের সামনে মাথা নত করে না! এ হলো অন্য কথা । পতিত - পাবন এক পরমাত্মাই হতে পারেন । পতিত থেকে পবিত্র কোনও মানুষ রূপী গুরু বানাতে পারেন না । এসব বোঝাতে হবে । তোমাদের বলতে হবে কৃপা করে এই কথা তোমরা বোঝ, তবেই তোমাদের পদ অনেক উঁচুতে হবে । ভারত পূজ্য থেকে কিভাবে পূজারী হয়েছে, ভারতবাসী দেবী দেবতা ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় -- এসবই বোঝাও । একথা অবশ্যই বোঝাতে হবে । খ্রিস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতবাসী দেবী দেবতা ছিল । তাকে সুখধাম স্বর্গ বলা হয় । স্বর্গ থেকে এখন নরকে পরিণত হয়েছে । এসব তোমরা বসে বোঝালে তোমাদের অনেক মহিমা হবে । সংবাদদাতাদেরও পার্টি দিতে হবে । তারপর ওরা আগুন লাগাবে, না জল ঢালবে সবটাই তাদের উপর নির্ভর করবে । এটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো লড়াই লাগবেই । ভারতে রক্তের নদী বইবে । সবসময় এখান থেকেই রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে । হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক মারামারি হয় । পার্টিশন হয়ে কত মানুষ গৃহহীন হয়েছে । রাজধানীও আলাদা -আলাদা হয়ে গেছে । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । নিজেদের মধ্যে লড়াই করে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । প্রথমে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান খোড়াই আলাদা ছিল । ভারতেই রক্তের নদী বইবে তারপর ঘি-এর নদীও বইবে । পরিণামে কি হয় ? অল্প সংখ্যক বেঁচে থাকে । তোমরা পান্ডবরা আছ গুপ্ত বেশে ।

সুতরাং গভর্নরকেও প্রথমে পরিচয় দিতে হবে । যার কাছে যেতে হবে, প্রথমে তাঁর মহিমা করতে হয় । কিন্তু তাদের জন্য কি লেখা আছে, সেকথা কেবল তোমরাই জানো । ওরা খোড়াই বুঝবে বর্তমান রাজ্য মৃগতৃষ্ণা সম । ড্রামা অনুসারে ওরাও নিজেদের মতো করে প্ল্যান তৈরি করে । মহাভারতে দেখানো হয়েছে যে প্রলয় হয়ে গেছে । মহাপ্রলয় তো হয়না । বাচ্চারা,

তোমাদের মনে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান প্রতিটি মুহূর্তে গুঞ্জনিত হওয়া উচিত । সর্বপ্রথম ওরা বুকু এদের শিক্ষা প্রদান করেন কে ! তখন বুঝবে বরাবর আমরাও শিবের সন্তান ছিলাম । প্রজাপিতা ব্রহ্মারও বাচ্চা আছে । ইনি হলেন বংশবৃদ্ধিকারী বৃক্ষ । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । মনুষ্য সৃষ্টির সর্বাধিক সিনিয়র হলেন ব্রহ্মা তাই না ! শিবকে এমন বলা হবে না । ওঁনাকে শুধু বাবা বলা হয় । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার -- এই টাইটেল প্রজাপিতা ব্রহ্মার জন্য । নিশ্চয়ই গ্র্যান্ড মাদার, গ্র্যান্ড চিলড্রেনও হবে । বাচ্চারা, তোমাদের এসব বোঝাতে হবে । শিব হলেন সব আত্মাদের পিতা । ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন । তোমরা জান তারপর আমাদের কত প্রজন্ম সৃষ্টি হয় । গভর্নরকে বোঝানো উচিত, দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় এগজিভিশন হওয়া উচিত । আপনি ব্যবস্থা করে দিন । আমাদের দেখুন তিন পা রাখার মতো জায়গা নেই তথাপি আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে উঠি । আপনি ব্যবস্থা করে দিলে আমরা ভারতকে স্বর্গ করে তোলার সেবা করব । উনি তোমাদের সামান্য সাহায্য করলেও সবাই ওনাকে বলতে থাকবে যে গভর্নরও ব্রহ্মাকুমার হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কড়িভুল্য তন-মন-ধন যা কিছু তোমাদের কাছে আছে, বাবার প্রতি সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে । মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

২) সকাল সকাল উঠে বাবাকে ভালোবাসে স্মরণ করতে হবে । জ্ঞান বল আর বুদ্ধিবলের দ্বারা মায়াকে জয় করতে হবে ।

বরদানঃ:- দৃষ্টির দ্বারা শক্তি নিয়ে এবং দিয়ে থাকা মহাদানী বরদানী মূর্তি ভব
এরপর যখন বাণীর দ্বারা সেবা করবার সময় বা সারকামস্ট্যান্স থাকবে না তখন বরদানী মহাদানীর দৃষ্টির দ্বারাই শান্তির শক্তি, প্রেম, সুখ তথা আনন্দের শক্তির অনুভব করাতে পারবে। যেমন জড় মূর্তিদের সামনে গেলে তাদের চেহারার থেকে ভাইব্রেশন পাওয়া যায়, নয়নের থেকে দিব্যতার অনুভূতি হয়ে থাকে, চৈতন্যর রূপে তোমরা এইরকম সেবা করেছো, তবেই তো জড়মূর্তি নির্মিত হয়েছে। সেইজন্য দৃষ্টির দ্বারা শক্তি নেওয়া এবং দেওয়ার অভ্যাস করো। তবেই মহাদানী বরদানী মূর্তি হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- ফিচারে সুখ শান্তি আর খুশির ঝলক থাকলে তবে অনেক আত্মাদের ফিউচার শ্রেষ্ঠ বানাতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধিকে এদিকে ওদিকে উদ্ভান্ত না করে পরমধাম ঘরে বাবাকে স্মরণ করো, দূর দূরান্তে বুদ্ধিকে নিয়ে যাও
- একেই স্মরণের যাত্রা বলা হয়"

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা মনের সততা নিয়ে বাবাকে স্মরণ করে তাদের লক্ষণ কি হবে?

*উত্তর:- ১) মনের সততা নিয়ে যে বাচ্চারা স্মরণ করবে তাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হতে পারে না। তাদের দ্বারা এমন কোনো কর্ম হবে না যার ফলে বাবার অসম্মান হয়। তাদের ম্যানার্স খুব ভালো হয়। ২) তারা ভোজনে বসেও স্মরণে থাকবে। ঠিক সময়ে তাদের ঘুমও ভেঙে যাবে। তারা খুব সহিষ্ণু হবে, খুব মধুর হবে। বাবার কাছে কোনো কথা লুকাবে না।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হলো অনুপম.....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, কেউ নিরাকার বাবাকে বুঝবে, কেউ সাকার বাবাকে বুঝবে, কেউ মাতা পিতাকে বুঝবে। এই মাতা পিতা বোঝাচ্ছেন, তবুও মাতা ও পিতা হলেন পৃথক । যদি নিরাকার বোঝানো হয় তো নিরাকার ও সাকার দুই-ই পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু বোঝাচ্ছেন যিনি তিনি হলেন পিতা। তোমরা বাচ্চারাও এই কথা জানো যে দৈহিক বা জাগতিক তীর্থ এবং আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তীর্থ আছে। ঐ জাগতিক তীর্থ হল অর্ধকল্পের জন্য, যদি বলা হবে জন্ম জন্মান্তর ধরে চলছে তাহলে এমন হল যে শুরু থেকে এমনই চলছে, অনাদি রূপে। এমন তো নয় তাই অর্ধকল্প বলা হয়েছে। এখন বাবা এসে এই তীর্থ গুলির রহস্য বুঝিয়েছেন। মন্মনাভব অর্থাৎ আত্মিক তীর্থ। নিশ্চয়ই আত্মাদেরই বোঝান এবং যিনি বোঝান তিনি হলেন পরম পিতা। আর কেউ বোঝাতে পারেনা। প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপকের তীর্থে যায়। এও অর্ধকল্পের প্রচলিত প্রথা। সবাই তীর্থ করে কিন্তু কেউ সদগতি দিতে পারেনা। নিজেরাই বার বার তীর্থ করতে যেতে থাকে। অমরনাথ, বদ্রীনাথ ইত্যাদি স্থানে প্রতি বছর তীর্থ করতে বেরিয়ে চার ধাম ঘুরে আসে। এখন এই আত্মিক তীর্থ যাত্রা শুধুমাত্র তোমরা জানো। রুহানী সুপ্রিম বাবা বুঝিয়েছেন মন্মনাভব এবং দৈহিক বা জাগতিক তীর্থ ইত্যাদি সব ত্যাগ করো, আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বর্গে গমন করবে। যাত্রা অর্থাৎ আসা যাওয়া করা। সে তো এখনই হয়। সত্যযুগে যাত্রা হয়না। তোমরা সদকালের জন্যে স্বর্গ আশ্রমে গিয়ে বসবে। এখানে তো শুধু নাম রাখা হয়। বাস্তবে স্বর্গ আশ্রম এখানে নেই। স্বর্গ আশ্রম সত্যযুগ কে বলা হয়। নরক কে এমন নাম দেওয়া যাবেনা। নরকবাসী নরকেই থাকে, স্বর্গবাসী স্বর্গে থাকে। এখানে তো দৈহিক তীর্থ করে ফিরে আসে। এইসব বেহদের (অসীমের) বাবা বুঝিয়ে দেন। বাস্তবে প্রকৃত সত্য অসীম জগতের গুরু হলেন একজন-ই। অসীম জগতের পিতাও হলেন একজন। যদিও আগা থাঁকে গুরু বলা হয়, কিন্তু তিনি কোনো গুরু নন। সদগতি দাতা তো নন, তাইনা ! যদি সদগতি দাতা হতেন তাহলে নিজের গতি-সদগতি করবেন। তাকে গুরু বলা হবেনা। শুধু নাম রাখা হয়েছে। শিখরা বলে থাকে সদগুরু অকাল। বাস্তবে সত্য শ্রী অকাল হলেন একমাত্র পরমাত্মা যাঁকে সদগুরুও বলা হয়। তিনিই সদগতি প্রদান করতে পারেন। ইসলাম, বৌদ্ধ বা ব্রহ্মাও করতে পারেন না। যদিও বলা হয় গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু। এবারে গুরু ব্রহ্মা বলা যেতেও পারে কিন্তু গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর তো হতে পারেনা। অবশ্য গুরু ব্রহ্মার নাম আছে। কিন্তু ব্রহ্মা গুরুর কেউ গুরু তো হবে তাইনা। সত্য শ্রী অকালের কোনো গুরু নেই। তিনি হলেন একমাত্র সঙ্গুরু। বাকি আর কেউ গুরু বা ফিলোসফার অথবা স্পিরিচুয়াল নলেজ প্রদানকারী নেই, একজন ছাড়া। বুদ্ধ ইত্যাদি তো নিজের পিছনে সবাইকে নিয়ে আসেন। তাদের রজঃ তমঃতে আসতেই হয়। তারা কেউ সদগতির জন্যে আসেনি। সদগতি দাতা একজনের নামই প্রচলিত আছে, যাঁকে আবার সর্বব্যাপী বলা হয়েছে। তাহলে গুরু করার কি দরকার। আমিও গুরু, তুমিও গুরু, আমিও শিব, তুমিও শিব -- এর দ্বারা তো কারো পেট ভরে না। বাকি হ্যাঁ, পবিত্র বলে তাদের সম্মান থাকে, সদগতি দিতে পারে না। তিনি তো হলেন একজনই, যাঁকে সত্য প্রকৃত গুরু বলা হয়। গুরু তো অনেক রকমের হয়। শিক্ষা প্রদানকারী উস্তাদকেও গুরু বলা হয়। ইনিও হলেন উস্তাদ। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা শেখান। বাচ্চারা, তোমাদের ত্রিকালদর্শীর নলেজ আছে, যার দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী হও। সৃষ্টির চক্রকে যে জানে সে চক্রবর্তী রাজা হয়। ড্রামার চক্রকে বা কল্প বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জানা, একই কথা। চক্রের চিহ্নটি অনেক শাস্ত্রে লেখা আছে। ফিলোসফির আলাদা বই থাকে। বই তো অনেক রকমের হয়। এখানে তোমাদের কোনো বই এর দরকার নেই। তোমাদের বাবা যা শেখাচ্ছেন, সেসব বুঝতে হবে। পিতার সম্পত্তিতে সব বাচ্চাদের অধিকার থাকে। কিন্তু স্বর্গে সবার একরকম সম্পত্তি তো হবে না। রাজস্ব তাদের যারা বাবার আপন হয়। বাবা বলা, অল্প গ্তান শোনা মাত্রই অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নম্বর অনুযায়ী। কোথায় বিশ্বের মহারাজা, কোথায় প্রজা দাস দাসী। এখন সম্পূর্ণ

রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবার আপন হলে স্বর্গের বর্ষা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। বর্ষা প্রাপ্ত হয় বাবার কাছে। এই সব হল নতুন কথা, তাই মানুষ বুঝতে পারেনা। বাবা বোঝান সত্যযুগে বিকার হয়না। মায়া-ই নেই তো বিকার কোথা থেকে আসবে। মায়ার রাজত্ব আরম্ভ হয় দ্বাপর থেকে। এ হল রাবণের ৫-টি শৃঙ্খল। সেখানে এইসব হয়না। বেশী ডিসকাস করার প্রয়োজন নেই। স্বর্গ হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। বাকি সন্তান উৎপত্তির কথা, সিংহাসনে বসার কথা, মহল ইত্যাদি তৈরি করার কথা যা প্রচলিত পদ্ধতি থাকবে - সেসব অবশ্যই ভালো হবে কারণ সেটা হল স্বর্গ।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এই আত্মিক যাত্রায় তোমাদের নিরন্তর বুদ্ধিযোগে যুক্ত থাকতে হবে। এ খুব সহজ। ভক্তিমার্গেও সকালে উঠতে হয়। জ্ঞান মার্গেও সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর কোনো বই ইত্যাদি পড়তে হবেনা। বাবা বলেন শুধু আমকে স্মরণ করো, কারণ এখন ছোট বড় সবার সামনে মৃত্যু উপস্থিত। মৃত্যুর সময় বলা হয় - ভগবানকে স্মরণ করো। অন্তিম সময়ে যদি ভগবানের নাম স্মরণ করবেনা তো স্বর্গে যেতে পারবে না। তাই বাবা বলেন - মন্মনাভব। এই দেহকেও স্মরণ করবে না। আমরা আত্মারা হলাম অ্যাক্টর, শিববাবার সন্তান। অবিরাম স্মরণে থাকতে হবে। ছোট বাচ্চাদের বলা হবে না যে ভগবানকে স্মরণ করো। এখানে সবাইকে বলা হয় কারণ সবাইকে বাবার কাছে যেতে হবে, বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। কারো সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া করবে না। এ হল খুব ক্ষতিকর। কেউ কিছু খারাপ কথা বললে না শোনার ভান করবে, লড়াই করতে উদ্যোগী হবে না। সব কথায় সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং তারপরে বুঝতে হবে বাবা, পিতাও তিনি, ধর্মরাজও তিনি। যে বিষয়ই সামনে আসুক, তোমরা বাবাকে রিপোর্ট করো। তারপরে ধর্মরাজের কাছে পৌঁছে যাবে এবং সাজা ভোগ করার অধিকারী হবে। বাবা বলেন আমি সুখ প্রদান করি। দুঃখ বা শাস্তি দেন ধর্মরাজ। সাজা দেওয়ার অধিকার আমার নেই। আমাকে এসে তোমরা বলো, সাজা দেবেন ধর্মরাজ। বাবাকে বললে হান্ধা হয়ে যাবে, কারণ ইনি হলেন রাইট হ্যান্ড। সদগুরুর নিন্দুক ঠাই পায় না কোথাও। জাজমেন্ট তো ধর্মরাজ দেবেন যে দোষটা কার? ওঁনার কাছে কিছুই লুকানো থাকে না। বলবে ড্রামা অনুসারে ভুল করি, কল্প পূর্বেও এমন করেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ভুল করতেই থাকবে। তাহলে নির্ভুল হবে কিভাবে? ভুল হলে ক্ষমা চাইতে হবে। বেঙ্গলে কারো পায়ে পা লাগলে সাথে সাথে তখনই ক্ষমা চায়। এখানে তো একে অপরকে গালাগালি করে। ম্যানার্স খুব ভালো হওয়া উচিত। বাবা তো অনেক শেখান, কিন্তু বোঝে না। তখন ধরে নেওয়া হয় এদের রেজিস্টার খারাপ। নিন্দা করলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা তো আছেই। সেই কর্মের শাস্তি তো ভোগ করতেই হবে। তারপরে এখানে থেকেও যদি বিকর্ম করা হয় তবে তার এক শত গুণ শাস্তি প্রাপ্ত হয়। শাস্তি তো ভোগ করতেই হবে। যেমন বাবা কাশী কলবট (কাশীতে একটা ছোড়া ভর্তি কুঁয়ো ছিল, তাতে পাপ খন্ডনের জন্য ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিত) বিষয়টি বোঝান। সেটা হল ভক্তিমার্গের। এ হল জ্ঞান মার্গের কথা। এক তো আগেকার বিকর্ম আছে, তারপরে এই সময় যা বিকর্ম করা হয় তার দন্ড একশত গুণ হয়ে যায়। খুব কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। বাবা তো প্রতিটি কথা বোঝান। কোনো রকম পাপ করো না, নষ্ট মোহ হও। পরিশ্রম আছে অনেক ! এই মাঝা-বাবাকে স্মরণ করবে না। এঁদের স্মরণ করলে জমা হবে না। এঁনার(ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে শিববাবা আসেন তাই স্মরণ করতে হবে শিববাবাকে। এমন নয় যে এঁনার মধ্যে শিববাবা আছেন তাই এঁনাকে স্মরণ করতে হবে। না, শিববাবাকে ঐ পরমধামে স্মরণ করতে হবে। শিববাবা এবং সুইট হোম (পরমধাম) কে স্মরণ করতে হবে। জিনের মতন বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে - শিববাবা পরমধামে থাকেন, শিববাবা এখানে এসে জ্ঞান প্রদান করেন, কিন্তু শিববাবাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে পরমধামে, এখানে নয়। বুদ্ধি দূরে যাওয়া উচিত, এখানে নয়। শিববাবা তো চলে যাবেন। শিববাবা একমাত্র এনার মধ্যেই আসেন। মাঝার মধ্যে ওঁনাকে দেখা যাবে না। তোমরা জানো এ হল বাবার রথ, কিন্তু এঁনার চেহারা দেখবে না। বুদ্ধি যেন ওখানে ঝুলে থাকে। বুদ্ধি এখানে থাকলে অত মজা অনুভব হবে না। এখানকার যাত্রা কোনো যাত্রা নয়। তোমাদের যাত্রার গন্তব্য স্থল হল পরমধাম। এমন নয় ব্রহ্মবাবাকেই দেখতে থাকবে কারণ, এঁনার মধ্যে শিব আছেন। তাহলে উপরে যাত্রার অভ্যাস হবেনা। বাবা বলেন আমাকে পরমধামে স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ ওই খানে লাগাও। অনেক বুদ্ধিহীন ভাবে যে বাবাকেই বসে দেখি। আরে, বুদ্ধি সুইট হোমে যুক্ত করতে হবে। শিববাবা তো সবসময় রথে বিরাজিত থাকবেন না। এখানে এসে কেবল সার্ভিস করবেন। বাহনে বসে সার্ভিস করে নেমে যাবেন। ষাঁড়ের উপরে বসে সর্বদা যাত্রা সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধি পরমধামে থাকা উচিত। বাবা আসেন, মুরলী পড়িয়ে চলে যান। ব্রহ্মাবাবার বুদ্ধিও ওইখানে থাকে। সঠিক পথ ধরা উচিত। তা নাহলে ক্ষণে ক্ষণে পাট থেকে নীচে নেমে যায়। এখন তো সময় অনেক কম রয়েছে। এঁনার মধ্যে শিববাবা উপস্থিত না থাকলে স্মরণ কেন করা হবে ? মুরলী তো ইনিও অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাও শোনাতে পারেন, এঁনার মধ্যে কখনও আছেন, কখনও নেই। কখনও রেস্ট করেন। তোমরা স্মরণ ওখানে (পরমধামে) করো।

কখনও কখনও বাবা ভাবেন - ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বে আজকের দিনে যে মুরলীটি চলেছিল সেইটিই গিয়ে চালাবো।

তোমরাও বলতে পারো যে কল্প পূর্বে বাবার কাছে যতখানি অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল, ততই প্রাপ্ত করবো। শিববাবার নাম তো অবশ্যই নিতে হবে। যদিও কেউই জানে না কীভাবে নিতে হবে। বাবা নিশ্চয়ই স্মরণে আসবেন। বাবার-ই পরিচয় দিতে হবে। এমন নয়, বসে শুধু ঐনাকে দেখতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - শিববাবাকে স্মরণ করো, তা নাহলে পাপ হবে। অবিরাম বাবাকে স্মরণ করতে হবে, নাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। এ হলো খুব উঁচু লক্ষ্য। মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। এমন নয়, ভোজনে বসে স্মরণ করে, হয়ে গেল শেষ, আর খাওয়া শুরু করবে। না, পুরো সময় স্মরণ করতে হবে। পরিশ্রম আছে। এমনই কি উঁচু পদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে ! তবেই তো দেখো কোটিতে কেবল ৮ রত্ন পাস করে। লক্ষ্য খুব উচ্চ। বিশ্বের মালিক হওয়া, এ কথা তো কারো বুদ্ধিতে থাকবে না। ঐনার বুদ্ধিতেও ছিল না। এখন এটাই ভাবো, কাদের ৮৪ জন্ম হয় ? নিশ্চয়ই যাঁরা প্রথমে আসেন তাঁরা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। এসব হল বিচার সাগর মন্ডন করার বিষয়। বাবা বোঝান - হাত রইবে কাজে, মন বাবার সাথে (হাথ কার ডে, দিল য়ার ডে)। যতই ব্যবসা ইত্যাদিতে থাকো, কিন্তু নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এ হল যাত্রা। তীর্থে গেলাম ফিরে এলাম, এ তা নয়। অনেক মানুষ তীর্থ করে, এখন তো সেখানেও দূষণ বেড়েছে। তা নাহলে তীর্থ স্থানে কখনও বেশ্যালয় থাকে না। এখন কত ভ্রষ্টাচার হয়েছে। সনাথ তো একজনও নেই। কথায় কথায় কটু কথা বলতে আরম্ভ করে দেয়। আজকে যে চীফ মিনিস্টার আছে, কাল তাকেও আসন থেকে নামিয়ে দেয়। মায়ার দাস হয়ে যায়। টাকা পয়সা জমা করে, বাড়ি বানায়, ধন সম্পদের জন্যে চুরি ইত্যাদিও করে। তোমরা এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্যে রেডি হচ্ছে। স্বর্গ-ই স্মরণে আসা উচিত। ধারণাও সেরকম হওয়া উচিত। মুরলী (খাতায়) লিখে রিভাইস করা উচিত। অবসর সময় তো থাকেই। রাত্রে অনেক সময় থাকে। রাত্রে জাগো, তাহলে অভ্যাস হয়ে যাবে। যে প্রকৃত ভাবে বাবাকে স্মরণ করবে তার চোখ আপনা থেকেই খুলে যাবে। বাবা নিজের অনুভব থেকে বলেন। কিভাবে রাত্রে চোখ খুলে যায়। এখন তো ঘুমানোর জন্যে কত পুরুষার্থ করে। হ্যাঁ, স্থূল কাজ করলে শরীর ক্লান্ত হয়। বাবার রথও দেখো কত পুরানো হয়েছে। ভাবো, বাবা পতিত দুনিয়ায় এসে কত পরিশ্রম করেন ! ভক্তি মার্গেও পরিশ্রম করতেন, এখনও পরিশ্রম করেন। শরীরও পতিত, তাই দুনিয়াও পতিত। বাবা বলেন আমি অর্ধকল্প খুব আরামে থাকি, কোনো রকম ভাবনা করতে হয়না। ভক্তি মার্গে খুব বেশি ভাবনা করতে হয় তাই বাবাকে দয়ালু বলা হয় - গায়ন আছে। ওশান অফ নলেজ, ওশান অফ ব্লিস, কত মহিমা করা হয়। সেই বাবা এখন আমাদের পড়ান, অন্য কেউ পড়াতে পারে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কারোর সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেউ খারাপ কিছু বলে দিলে না শোনার ভান করবে। সহিষ্ণু হতে হবে। সঙ্করুর নিন্দা করাবে না।

২) নিজের রেজিস্টার খারাপ হতে দেবে না। ভুল হলে বাবাকে বলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ওইখানে (উপরে) স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা জমার খাতা বৃদ্ধিকারী শ্রেষ্ঠপদের অধিকারী ভব
যেরকম বর্তমান সময়ে সায়েন্সের শক্তির অনেক প্রভাব আছে, অল্পকালের জন্য প্রাপ্ত করাচ্ছে। এইরকম সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা জমার খাতা বৃদ্ধি করো। বাবার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা নিজের মধ্যে শক্তি জমা করো তখন জমা হওয়া শক্তি সময় অনুসারে অন্যদেরকে দিতে পারবে। যারা দৃষ্টির মহত্বকে জেনে সাইলেন্সের শক্তি জমা করে নেয়, তারাই শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হয়। তাদের চেহারার দ্বারা খুশীর আত্মিক ঝলক দেখা যায়।

স্লোগানঃ:- নিজের উপর ন্যাচারাল অ্যাটেনশন থাকলে কোনও প্রকারের টেনশন আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যত যত স্মরণে থাকবে, পবিত্র হবে ততই পারলৌকিক মাতা-পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলে তোমরা সদা সুখী হয়ে যাবে”

*প্রশ্ন:- বাবা সকল বাচ্চাদেরকে কোন্ শ্রীমত দিয়ে কুকর্ম থেকে রক্ষা করেন?

*উত্তর:- বাবা রায় দিচ্ছেন যে - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে যাকিছু ধন-দৌলত ইত্যাদি আছে, সেসব নিজের কাছে রেখে দাও কিন্তু নিমিত্ত হয়ে দেখাশোনা করো। এতদিন তোমরা বলে এসেছো যে ভগবান এইসব কিছু হল তোমার। ভগবান সন্তান প্রদান করেছেন, ধন-দৌলত দিয়েছেন, এখন ভগবান বলছেন এই সবকিছু থেকে বুদ্ধির যোগ বের করে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করো, শ্রীমতে চলো তাহলে কোনও কুকর্ম হবে না। তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

*গীত:- বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নাও...

ওম্ শান্তি । যে বাচ্চারা বলে যে আমার মুখ চলে না, আমি কাউকে বোঝাতে পারি না - তাকে সেন্টারের ব্রাহ্মণীরা কিভাবে শেখাবে, এই শিববাবা বোঝাচ্ছেন। চিত্র দেখিয়ে বোঝানো তো খুব সহজ। ছোটো বাচ্চাদেরকে চিত্র দেখিয়ে বোঝাতে হয় তাই না। এমন নয়, ক্লাসে সবাই এসে বসে আর তোমরা মুরলী পড়া শুরু করে দিলে, না, এমন করবে না। তোমাদেরকে বসে গভীর ভাবে বোঝাতে হবে। বাচ্চারা গান শুনেছে - এক হলেন পারলৌকিক মাতা-পিতা, যাঁকে স্মরণ করতে থাকে - “তুমি মাতা-পিতা...” তিনি হলেন সৃষ্টির রচয়িতা। মাতা-পিতা অবশ্যই স্বর্গই রচনা করবেন। সত্যযুগে স্বর্গবাসী বাচ্চারা থাকে। এখানকার মাতা-পিতা নিজেরাই হল নরকবাসী তো বাচ্চারাও নরকবাসী হয়ে থাকে। গীতে বলা আছে - নিয়ে নাও আশীর্বাদ মাতা-পিতার... তোমরা জানো যে এই সময়ের মা-বাবা তো আশীর্বাদ দেন না। স্বর্গবাসী মাতা-পিতা আশীর্বাদ করেন, যে আশীর্বাদ আবার অর্ধেক কল্প চলে থাকে। পুনরায় অর্ধেক কল্প পরে অভিশপ্ত হয়ে যায়। নিজেও পতিত হয় তো বাচ্চাকেও পতিত বানায়। এটাকে আশীর্বাদ তো বলা হবে না। অভিশাপ দিতে দিতে ভারতবাসী অভিশপ্ত হয়ে গেছে, কতোইনা দুঃখ, এইজন্য মাতা-পিতাকে স্মরণ করতে থাকে। এখন এই মাতা-পিতা (শিববাবা) আশীর্বাদ করছেন। জ্ঞান শুনিয়ে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন। এখানে হল আসুরীক সম্প্রদায়, রাবণ রাজ্য। সেখানে হল দৈবী সম্প্রদায়, রাম রাজ্য। রাবণের জন্মও ভারতে। শিববাবা, যাঁকে রাম বলে থাকো, তাঁর জন্মও ভারতে। তোমরা যখন বাম মার্গে যাও তখন ভারতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। তো ভারতকেই রাম পরমপিতা পরমাত্মা এসে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন। রাবণ আসে, তখন সকল মানুষ পতিত হয়ে যায়। গাইতেও থাকে, রাম গেলো, রাবণ গেলো, যার অনেক পরিবার আছে। রামের পরিবার তো অনেক ছোটো। অন্যান্য সকল ধর্ম সমাপ্ত হয়ে যায়, সকলের বিনাশ হয়ে যায়। কেবলমাত্র তোমরা দেবী-দেবতার থাকবে। তোমরা এখন যারা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো তারাই ট্রান্সফার হয় সত্যযুগে। তো এখন তোমাদের মা-বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে। মা-বাবা তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। সেখানে তো সুখ-ই সুখ। এইসময় কলিযুগে হল দুঃখ, সকল ধর্ম দুঃখী হয়ে গেছে। এখন কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ হবে। কলিযুগে অনেক মানুষ আছে, সত্যযুগে এতো মানুষ থাকবে না। যারা এখন এখানে ব্রাহ্মণ হবে, তারাই আবার সত্যযুগে দেবতা হবে। তারাও ত্রেতা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা বলে যে যীশু খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগ ছিল। বিফোর খ্রীষ্ট, আফটার খ্রীষ্ট। সত্যযুগে তো একটাই ধর্ম ছিল, একটাই রাজ্য ছিল। সেখানে জনসংখ্যাও অল্প সংখ্যক হবে। কেবল ভারত থাকবে, সেখানে অন্য কোনও ধর্ম থাকবে না। পুনরায় সূর্যবংশীই হবে। চন্দ্রবংশীও হবে না। সূর্যবংশীকেই ভগবান-ভগবতী বলা হয়, কেননা তারা হলেনই সম্পূর্ণ।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে পতিত-পাবন তো হলেনই এক পরমপিতা পরমাত্মা। (সৃষ্টিচক্রের চিত্রের প্রতি ঈশারা করে বলছেন) দেখো, বাবা উপরে বসে আছেন। এই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করছেন। এখন তোমরা পড়াশোনা করছো। যখন এই দেবতাদের রাজ্য থাকে তখন অন্য কোনও ধর্ম থাকে না। পুনরায় অর্ধেক কল্প পর বৃদ্ধি হতে থাকে। উপর থেকে আত্মারা নীচে আসতে থাকে, বর্ণ পরিবর্তন হতে থাকে, জীবাত্মাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। সত্যযুগে জনসংখ্যা হবে ৯ লক্ষ, পরে কোটি হবে, তারপরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। সত্যযুগে ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এমন নয়, সকল ধর্মের আত্মারা শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে! কতো অধিক মানুষ আছে। এখানেও ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে কতো পরিশ্রম লাগে! বারংবার শ্রেষ্ঠাচারী হতে হতে পুনরায় বিকারে যাওয়ার কারণে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। বাবা বলছেন আমি এসেছি,

তোমাদের কালো থেকে গোরা বানাতে, তোমরা বারংবার পতিত হয়ে যাও। অসীম জগতের বাবা তো সোজা কথা বলছেন। বলছেন - এখানে কুল কলঙ্কিত করছো, মুখ কালো করছো। তোমরা কি গোরা হবে না? তোমরা অর্ধেক কল্প শ্রেষ্ঠ ছিলে, পুনরায় কলা কম হতে থাকে। কলিযুগের অন্তে তো কলা একদমই শেষ হয়ে যায়। সত্যযুগে কেবল এক ভারত-ই ছিল। এখন তো সব ধর্ম আছে। বাবা এসে পুনরায় সত্যযুগী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্থাপন করছেন।

তোমাদেরও শ্রেষ্ঠাচারী হওয়া উচিত। কে এসে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন? বাবা হলেন গরিবের বন্ধু। এখানে পয়সার কোনো কথা নেই। বেহদের বাবার কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য আসে তবুও লোকেরা বলে তোমরা ওখানে কেন যাও? কত বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা জানো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের কাছ থেকে অনেক বিঘ্ন আসে। অবলাদের উপর অত্যাচার হয়। কিছু স্ত্রীও অনেক হয়রানি করে। বিকারের জন্য বিয়ে করে। এখন বাবা কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞানের চিতায় বসান। এ হলো জন্ম-জন্মান্তরের কন্ট্রাক্ট (শর্ত)। এই সময় হচ্ছে রাবণের রাজ্য। গভর্নমেন্টও কত উদযাপন করে থাকে। রাবণকে দহন করে, খেলা দেখতে যায়। এই রাবণ কোথা থেকে এসেছে? রাবণের জন্ম ২৫০০ বছর হলো। রাবণ সবাইকে শোক বাটিকায় বসিয়ে দিয়েছে। সবাই অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছে। রাম রাজ্যে সবাই সুখে থাকবে। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কোটি সংখ্যক মানুষ মারা গেলে লড়াই তো হবেই না! সরষের মতো সব পিষে যাবে। এখন দেখো তার প্রস্তুতি চলছে। বাবা স্বর্গ স্থাপনা করছেন। এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না। এই জ্ঞান বাবা-ই এসেই দিয়ে থাকেন এবং পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। সন্নতি প্রদানকারী একমাত্র বাবা। সত্যযুগে হয় সন্নতি। ওখানে গুরুর প্রয়োজন পড়ে না। এখন তোমরা এই নলেজ দ্বারা ত্রিকালদর্শী হচ্ছে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে এই জ্ঞান একেবারেই থাকবে না। তাহলে পরম্পরা ধরে এই জ্ঞান এলো কোথা থেকে? এখন কলিযুগের শেষ। বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ কর। স্বর্গের রাজধানী স্থাপনাকারী বাবাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া আর এটা পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতে কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি থাকবে না। কলিযুগের কথাকে সত্যযুগে নিয়ে গেছে। শিববাবা এসেছেন কলিযুগের অন্তিমে। আজ শিববাবা এসেছেন, কাল শ্রীকৃষ্ণ আসবেন। শিববাবা এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্টকে মিশিয়ে দিয়েছে। শিব ভগবানুবাচ - ওঁনার কাছে পড়াশোনা করেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এই পদ প্রাপ্ত করে। ওরা এরপর ভুল করে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখেছে। এই ভুল আবারও হবে। মানুষ যখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাবে তখনই তো বাবা এসে শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলবেন। শ্রেষ্ঠাচারীই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। এই চক্রের উপর বোঝানো তো খুব সহজ। বৃক্ষেও দেখানো হয়েছে - নীচে তোমরা বসে রাজযোগের তপস্যা করছো, উপরে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। তোমরা এখন কান্ডের নীচে বসে আছো, ফাউন্ডেশন তৈরি হচ্ছে। তোমরা জানো এরপর সূর্যবংশীয় কুলে যাব। রাম রাজ্যকে বৈকুণ্ঠ বলা হয় না। বৈকুণ্ঠ বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যকে। তোমাদের কাছে এখন অনেক আসবে। এগজিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ হবে। একে অপরকে দেখে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাবা এসে এসবই বুঝিয়ে বলেন। চিত্র দিয়ে কাউকে বোঝান খুবই সহজ। সত্যযুগের স্থাপনা ভগবান এসেই করেন। তিনি আসেন পতিত দুনিয়াতে। শ্যাম থেকে সুন্দর করে তোলেন। তোমরা হলে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর বংশাবলী। প্রজাও আছে। বাবা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। নিরাকার শিববাবা আত্মাদের বসে বোঝান যে তোমরা আমাকে স্মরণ কর। এটা হলো আত্মিক যাত্রা। হে আত্মারা, তোমরা নিজেদের শান্তিধাম, নির্বাণধামকে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবে। এখন তোমরা সপ্তম যুগে বসে আছ। বাবা বলেন আমাকে আর নিজেদের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গে আসতে পারবে। যে যত স্মরণ করবে আর পবিত্র থাকবে ততই উচ্চ পদ পাবে। তোমরা কত আশীর্বাদ পাচ্ছ - ধনবান ভব, পুত্রবান ভব, আয়ুষ্সহান ভব। দেবতাদের আয়ু অনেক দীর্ঘ হয়। সাক্ষাৎকার হয় এখন এই শরীর ত্যাগ করে তারপর বাচ্চা হতে হবে। সুতরাং এটা বুদ্ধিতে আসা উচিত যে - আমরা আত্মারা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে গর্ভে নিবাস করব। অন্তিম কালে যেমন মতি থাকবে তেমনই গতি হবে। বৃদ্ধ থেকে আমরা গিয়ে বাচ্চা কেন হব না! আত্মা এই শরীরের সাথে থেকেই কষ্ট অনুভব করে। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে কোনো কষ্ট অনুভব হয়না। শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল তো সব শেষ। আমাদের এখন যেতে হবে, মূললোক থেকে বাবা আসেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এটা হলো দুঃখধাম। এখন আমরা যাব মুক্তিধামে। বাবা বলেন আমি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই। যে ধর্মাবলম্বীরা আছে সবাইকেই মুক্তিধামে যেতে হবে। ওরাও পুরুষার্থ করে মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে আমার কাছে চলে আসবে। বাবাকে স্মরণ করে ভোজন করলে তোমরা শক্তি পাবে। অশরীরী হয়ে তোমরা পায়ে হেঁটে আবু রোড পর্যন্ত চলে যাও, কখনও তোমাদের ক্লান্ত লাগবে না। বাবা(ব্রহ্মা) শুরুতে এই প্র্যাকটিস করাতেন। নিজেকে আত্মা মনে করে, অনেক হাঙ্কা হয়ে পায়ে হেঁটে চলে যেতেন। একটুও ক্লান্ত অনুভব হতো না। শরীর ছাড়া তোমরা আত্মা তো সেকেন্ডের মধ্যেই বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পার। এখানে এক শরীর ত্যাগ করে সেকেন্ডের মধ্যে লন্ডনে গিয়ে জন্ম নেয়। আত্মার মতো সূক্ষ্ম আর কোনো জিনিস হয় না। সুতরাং এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিতে

এসেছি। এখন আমাকে (শিব বাবাকে) স্মরণ করো। এখন প্র্যাটিক্যালি তোমরা বেহদের পারলৌকিক বাবার আশীর্বাদ পাচ্ছো। বাবা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম মত দিচ্ছেন। ধন-দৌলত ইত্যাদি সব তোমরা নিজেদের কাছে রাখ, শুধুমাত্র ট্রাস্টি হয়ে চলো। তোমরা বলেও এসেছো- হে ভগবান এসবকিছুই তোমার। ভগবান সন্তান দিয়েছেন, ভগবান এই ধন-দৌলত দিয়েছেন। আচ্ছা, এরপর ভগবান এসে বলছেন এইসব কিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে চল। শ্রীমত অনুসারে চললে বাবা জানতে পারবেন যে তোমরা কোনো কুকর্ম করছ না। শ্রীমত অনুসারে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। আসুরিক মতে চলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাও। ভ্রষ্ট হতে তোমাদের অর্ধেক কল্প লেগেছে। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা হও তারপর ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে, এতেও সময় লাগে তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চলতে-ফিরতে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। ভোজন এক বাবার স্মরণে থেকে খেতে হবে।

২) মাতা-পিতার আশীর্বাদ নিতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। কোনও কুকর্ম করবে না।

বরদানঃ:- অনাসক্ত হয়ে লৌকিকে সন্তুষ্ট করেও ঈশ্বরীয় উপার্জন জমা করে রহস্যযুক্ত ভব কিছু বাচ্চা লৌকিক কার্য, লৌকিক প্রবৃত্তি, লৌকিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্টও করতে থাকে আবার ঈশ্বরীয় উপার্জনের রহস্য জেনে নিজের জন্য বিশেষ লাভও করে। এইরকম একনামী আর ইকোনমি করা বাচ্চারা, যারা সকল খাজানা, সময়, শক্তি আর স্থূল ধনকে লৌকিক থেকে ইকোনমি করে অলৌকিক কার্যে মহান হৃদয়ের সাথে প্রয়োগ করে। এইরকম যুক্তিযুক্ত, রহস্যযুক্ত বাচ্চারাই মহিমার যোগ্য হয়।

স্লোগানঃ:- স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যারা প্রতিটি কর্ম করে তারাই লাইট হাউস (প্রকাশ স্তম্ভ) হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রভাত কালে মন ও বুদ্ধির সহযোগে এই বাবাকে স্মরণ করো এবং তার সাথে ভারতকে দৈবী-রাজস্থান গড়ার সেবা করো"

*প্রশ্নঃ - সূর্যবংশী রাজধানীতে আসার প্রাইজ কিসের আধারে পাওয়া যায়?

*উত্তরঃ - সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ নিতে হলে বাবার সম্পূর্ণ সহায়তাকারী হও আর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। এর জন্য আশীর্বাদ চাইবে না, বরং যোগবলের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বানাবার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে এক ও একমাত্র মোস্ট বিলাভড বাবাকে স্মরণ করো, তবেই সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ পেয়ে যাবে। তার মধ্যেই পীস, পিউরিটি, প্রম্পারিটি...সবকিছু আছে।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । এই ওম্ শান্তি-র অর্থ তো বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকেই। বাবা যা কিছু বোঝান, তা তোমরা ছাড়া জগতের আর কেউই বুঝতে পারবে না। তারা এমন বোধ করবে যেন হঠাৎ করে কেউ যদি মেডিকেল কলেজের ক্লাসে বসে পড়া শুনলে যেমন কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। এই রকম কোনও সংসঙ্গ হয় না, যেখানে মানুষ বসে শুনছে, অথচ কিছুই বুঝতে পারছে না। সেখানে তো পুঁথি-শাস্ত্র ইত্যাদি শোনানো হয়। কিন্তু তোমাদের হলো উচ্চ থেকেও উচ্চতর কলেজ। যদিও এটা কোনো নতুন কথা নয়।

আবারও সেইদিন এসেছে, যখন বাবা বসে বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই সময় ভারতে রাজস্ব তো নেই। তোমরা এই রাজযোগ শিখে রাজারও রাজা হয়ে উঠছো অর্থাৎ তোমরা জানো বিকারগ্রস্ত রাজা যারা আছে তাদেরও আমরা রাজা হব। তোমাদের বুদ্ধি খুলে গেছে। যা কিছু কর্ম তোমরা কর সেটা বুদ্ধিতে থাকে না! তোমরা উত্তরাধিকারী, তোমরা জানো আমরা আত্মারা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তুলি এবং চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ ধারণ করে আমরা চক্রবর্তী রাজা হতে চলেছি। এটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। বিজয় তো আমাদের হবেই। এটা নিশ্চিত। আমরা আবারও এই ভারতকে পুনরায় ডবল মুকুটধারী রাজস্থান বানাচ্ছি। বাবা চিত্র দিয়ে খুব ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেন। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন ফিরে যাব। এরপর আবারও এসে রাজস্ব করব। এ'সবই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা করছে। ব্রহ্মাকুমারীদের এই সংস্থাটিতে কি হয় ? জিজ্ঞাসা করে তাইনা। বি.কে-রা তথক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলে আমরা এই ভারতকে পুনরায় দৈবী রাজস্থান করে তুলছি, শ্রীমৎ অনুসারে। মানুষ তো 'শ্রী' এর অর্থও জানে না। তোমরা জানো শ্রী শ্রী হলেন শিববাবা, ওঁনারই মালা তৈরি হয়। এই সম্পূর্ণ রচনা কার? ক্রিয়েটর তো বাবা তাই না ! সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী যা আছে, সম্পূর্ণ মালা রুদ্র শিববাবার। সবাই নিজেদের রচয়িতাকে জানে কিন্তু তাঁর অ্যকুপেশন (কর্তব্য) সম্পর্কে জানে না। তিনি কবে আর কিভাবে এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে গড়ে তোলেন - এটা কারো বুদ্ধিতে নেই। ওরা তো মনে করে - কলিযুগ এখনও অনেক বছর চলবে।

তোমরা এখন জানো যে আমরা দৈবী রাজস্থান স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষেই দৈবী রাজস্থান হবে এরপর ঋত্রিয় রাজস্থান হবে। প্রথমে সূর্য বংশী কুল তারপর ঋত্রিয় কুলের রাজ্য হবে। তোমাদের চক্রবর্তী রাজা রাণী হতে গেলে বুদ্ধিতে চক্র ঘোরা উচিত তাইনা। তোমরা যে কাউকে এই চিত্র দিয়ে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পার। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সূর্যবংশী কুলের এবং এই রাম-সীতা হলেন ঋত্রিয় কুলের। এরাই তারপর বৈশ্য, শুদ্র বংশী পতিত কুলের হয়ে যায়। এরপর পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে যায়। সিঙ্গল মুকুটধারী রাজাদের চিত্রও তৈরি করা উচিত। এই এঞ্জিভিশন (প্রদর্শনী) খুব ওয়ান্ডারফুল (চমকপ্রদ) হবে। তোমরা জানো ড্রামা অনুসারে সার্ভিসের জন্য এই এক্জিভিশনের খুব প্রয়োজন তবেই তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসবে। নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হচ্ছে - এই চিত্র দিয়ে বোঝান হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এটা তো বোঝান হয়েছে যে সত্যযুগে আত্মার মধ্যে জ্ঞান থাকে সেটাও যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন অনায়াসে ভাবনা আসে যে এখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করতে হবে। এই ভাবনা শেষ সময়ে আসে। বাকি পুরো সময়টাই খুশি-আনন্দে থাকে। প্রথমে এই জ্ঞান থাকে না। বাচ্চাদের বোঝান হয় পরমপিতা পরমাত্মার নাম,রূপ, দেশ, কাল সম্পর্কে কেউ-ই জানে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা এসে নিজের পরিচয় না দেন আর এই পরিচয় খুব গভীর। তাঁর রূপ তো প্রথমে লিঙ্গই বলতে হয়। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে মাটির লিঙ্গ তৈরি করে, পূজা করা হয়। বাবা ও

প্রথমে এটা বলেন নি যে বিন্দু রূপ। বিন্দু রূপ বললে তোমরা বুঝতে পারতে না। যে বিষয়ে যখন বোঝানোর হয় তখনই বুঝিয়ে থাকি। এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে প্রথমে কেন বলো নি যেটা এখন বুঝিয়ে বলছি। না, ডামায় এভাবেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এই এক্টিভিশনের মাধ্যমে সার্ভিস অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোনো উদ্ভাবন (ইনভেনশন) বের হলে সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন বাবা মোটরের উদাহরণ দেন। প্রথমে ইনভেনশন করতে পরিশ্রম করতে হয় তারপর দেখ বড়-বড় কারখানায় এক মিনিটে মোটর তৈরি হয়ে যায়। কিভাবে বিজ্ঞানের (সায়েন্স) আবির্ভাব হয়েছে।

তোমরা জানো যে, কত বড় এই ভারত। কত বড় এই দুনিয়া। তারপর কত ছোট হয়ে যাবে। এটা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে বসাতে হবে। যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা, তাদেরই বুদ্ধিতে থাকবে। বাকিদের তো খাদ্য-পানীয়, পরচর্চা করে, সময় নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা জানো যে ভারতে পুনরায় দৈবী রাজস্থান স্থাপন হচ্ছে। বাস্তবে রাজধানী শব্দটাও ভুল। ভারত দৈবী রাজস্থানে পরিণত হতে চলেছে। এই সময় হল আসুরিক রাজস্থান, রাবণের রাজ্য। প্রত্যেকের মধ্যে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়েছে। কোটি সংখ্যক আত্মা, সবাই হল অ্যাক্টর্স। নিজের-নিজের সময়ানুসারে এসে তারপর আবার ফিরে যায়। তারপর আবারও প্রত্যেকেই নিজের পার্ট রিপিট করতে হয়। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ড্রামা হুবহু রিপিট হয়ে চলেছে। কল্প পূর্বেও যে পার্ট প্লে হয়েছে, সেটাই এখন আবারও প্লে হচ্ছে, এতো কিছু বুদ্ধিতে রাখতে হবে।

কাজকারবারের মধ্যে থাকলে স্মরণ করা মুশকিল হয়ে যায়, সেইজন্যই বাবা বলেন প্রভাত কালের এত মহিমা। ওরা গায় আমার মন প্রভাতে রামকে স্মরণ করে..... বাবা বলেন এখন অন্য কিছু আর স্মরণ করবে না, প্রভাতকালে আমাকে স্মরণ করো। বাবা এখন সম্মুখে বসে বলেন, ভক্তি মার্গে গায়ন করা শুরু করে। সত্যযুগ-ত্রেতায় গায়ন হয় না। বাবা বোঝান - হে আত্মা, নিজের মন-বুদ্ধি দিয়ে প্রভাতে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো। ভক্তরা প্রায়শঃই রাতে জেগে থাকে, কিছু না কিছু স্মরণ করে। এখানকার আচার-অনুষ্ঠান এ'সবই ভক্তি মার্গ থেকে চলতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা বোঝানোর জন্য ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তি পেতে থাকো। ভারত প্রথমে দৈবী রাজস্থান ছিল, এরপর ঋত্রিয় রাজস্থান, তারপর বৈশ্য রাজস্থান হয়। দিনে-দিনে তমোপ্রধান হতে থাকে, নিচে অবশ্যই নামতে হবে। প্রধান হলো চক্র, চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এখন তোমরা কলিযুগে বসে আছ। সামনে সত্যযুগ। এই চক্র কিভাবে ঘুরছে, এর জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জানো কাল (ভবিষ্যতে) আমরা সত্যযুগের রাজধানীতে থাকব। কত সহজ। উপরে ত্রিমূর্তি শিবও আছে, চক্রও আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণও এর মধ্যে এসে যায়। এই চিত্র সামনে থাকলে সহজেই যে কাউকেই বোঝাতে পারবে। ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল, এখন আর নেই। এক মুকুটধারীও কেউ নেই। চিত্রের মাধ্যমেই বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে। এই চিত্র খুব ভ্যালুয়েবল (মূল্যবান)। কত ওয়ান্ডারফুল জিনিস! সুতরাং ওয়ান্ডারফুল রীতিতেই বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষ এবং ত্রিমূর্তির চিত্রও সবাইকে নিজের-নিজের ঘরে রাখতে হবে। কোনো মিত্র-সম্বন্ধ ইত্যাদি কেউ এলে এই চিত্র দিয়েই বোঝান উচিত। এটা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী। প্রতিটি বাচ্চার কাছে এই চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। সাথে যেন ভালো-ভালো গানও থাকে। অবশেষে সেই দিন এসেছে - প্রকৃতপক্ষেই বাবা এসেছেন। আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। চিত্র যে কেউ চাইলেই পেতে পারে। গরিবরা ফ্রি তে পেতে পারে। কিন্তু ওদের বোঝানোর জন্যেও শক্তি চাই। এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের খাজানা। তোমরা হলে দাতা, তোমাদের মতো অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান কেউ-ই করতে পারবে না। এমন দান আর কোথাও হয়না। সুতরাং দান করা উচিত, যে আসবে তাকে বোঝান উচিত। এরপর একে অপরকে দেখে অনেক আসতে থাকবে। এই চিত্র অতি মূল্যবান জিনিস, অমূল্য। যেমন তোমাদেরও অমূল্য বলা হয়। তোমরা কড়িহীন থেকে হীরা তুল্য হয়ে উঠছে। এই চিত্র বিদেশে নিয়ে গিয়ে যদি কেউ বোঝায় তাহলে কামাল হয়ে যাবে। দীর্ঘ সময় ধরে এই সল্যাসীরা বলে আসছে যে আমরা ভারতে যোগ শেখাই। প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের মহিমা করে থাকে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কতজনকে বৌদ্ধ বানিয়েছে, কিন্তু এতে লাভ তো কিছুই নেই। তোমরা তো এখানে মনুষ্যকে বাঁদর থেকে মন্দিরের যোগ্য করে তুলছ। ভারতই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। ভারত গোরা ছিল, এখন কালো হয়ে গেছে। এখানে কত মানুষের বসবাস। সত্যযুগে তো অল্প সংখ্যক হবে তাইনা। সঙ্গম যুগেই বাবা এসে স্থাপনা করেন। রাজযোগ শেখান। সেইসব বাচ্চাদেরই শেখান, যারা কল্প পূর্বেও শিখেছিল। স্থাপনা তো হবেই। বাচ্চারা রাবণের কাছে পরাজিত হয় তারপর রাবণের উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করে থাকে। কত সহজ ব্যাপার। সুতরাং বাচ্চাদের বড় চিত্র তৈরি করে সেটা দিয়েই সার্ভিস করতে হবে। বড়-বড় অক্ষরে লেখা হতে হবে। লেখা উচিত - এখান থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়। যখন দুর্গতি সম্পূর্ণ হবে অবশ্যই বাবা সঙ্গতি দিতে আসবেন তাইনা।

বাবা বুঝিয়েছেন এমন কথা কাউকে কখনো বলবে না যে ভক্তি করবে না। না, বাবার পরিচয় দিয়ে বোঝাতে হবে তবেই তীর লাগবে (উপলব্ধি হবে)। তোমরা জানো মহাভারতের লড়াই কেন বলা হয়? কেননা এই যজ্ঞ অত্যন্ত বড় এবং এই

যজ্ঞের আগুন থেকেই লড়াই শুরু হয়। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এইসব বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মানুষ শান্তির জন্য প্রাইজ পেয়ে থাকে। কিন্তু শান্তি তো হয় না। বাস্তবে শান্তি স্থাপন করতে পারেন একমাত্র বাবা। ওঁনার সাথে তোমরাও সহযোগী হয়ে ওঠো। তোমরা প্রাইজও পেয়ে থাকো। বাবা খোড়াই প্রাইজ পান। বাবা তো হলেন দাতা। তোমরা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রাইজ পেয়ে থাকো। তোমরা এখন পিউরিটি, পীস, প্রসপারিটি (পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি) স্থাপন করছ। কত বড় উপহার। তোমরা জানো যে যত পরিশ্রম করবে, সে সূর্য বংশী রাজধানীর প্রাইজ পাবে। বাবা শ্রীমত প্রদান করেন। এমন নয় যে বাবা, আশীর্বাদ করো। স্টুডেন্টদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যোগবলের দ্বারাই তোমাদের আত্মা পবিত্র হবে। তোমরা সবাই সীতা, অগ্নিকে অতিক্রম করে যাও। হয় যোগবল দ্বারা পার হতে হবে নতুবা আগুনে জ্বলতে হবে। দেহ সহ সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে একমাত্র মোস্ট বিলাভ বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু নিরন্তর স্মরণে থাকা খুব মুশকিল হয়ে যায়। এতে সময় লাগে। গাওয়াও হয়ে থাকে যোগ অগ্নি। ভারতের প্রাচীন যোগ এবং জ্ঞান প্রসিদ্ধ কারণ গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। ওখানে রাজযোগ শব্দটা আছে, কিন্তু রাজ শব্দটি গুপ্ত করে শুধু যোগ শব্দটা নেওয়া হয়েছে। বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না যে এই রাজযোগ দ্বারাই আমি তোমাদের রাজাদেরও রাজা করে তুলব। এখন তোমরা শিববাবার সম্মুখে বসে আছো। তোমরা জানো আমরা সব আত্মারা পরমধাম নিবাসী এরপর আমরা শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করি। শিববাবা পুনর্জন্ম নেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও পুনর্জন্ম নিতে হয়না। বাবা বলেন আমি আসি পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য সেইজন্যই সবাই স্মরণ করে বলে পতিত-পাবন এসো, এটা অ্যাকুরেট শব্দ। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র অর্থাৎ দেবী-দেবতা করে তুলছি সুতরাং এতোটাই নেশা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। বাবা এনার মধ্যে এসে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। এই ফলের বাগানের মালী হচ্ছেন বাবা, আমরা বাবার হাত ধরেছি। এটা সম্পূর্ণ বুদ্ধির বিষয়। বাবা আমাদের ঐ পারে, বিষয় সাগর থেকে ক্ষীরের সাগরে নিয়ে যান। ওখানে (সত্যযুগে) বিষ থাকে না, সেইজন্যই তাকে নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড বলা হয়। ভারত নির্বিকারী ছিল, এখন বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। এই চক্র ভারতের জন্যই। ভারতবাসীরাই চক্র পরিক্রমা করে। বাকি ধর্মাবলম্বীরা সম্পূর্ণ চক্র পরিক্রমা করে না। ওরা তো পরে আসে। এটা বড়ই ওয়ান্ডারফুল চক্র। বুদ্ধিতে নেশা থাকা উচিত। এই চিত্রের প্রতি অ্যাটেনশন থাকা উচিত। সার্ভিস করে দেখাও। বিদেশে চিত্র গেলে নাম প্রসিদ্ধ হবে। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের যে খাজানা পেয়েছো তা দান করতে হবে। নিজের সময়কে খাওয়া-দাওয়া, নিন্দা-চর্চা করে ব্যর্থ নষ্ট করা উচিত নয়।

২) কড়ি তুল্য হয়ে যাওয়া মানুষকে হীরা তুল্য করে তোলার সেবা করতে হবে। বাবার কাছে আশীর্বাদ বা কৃপা চাওয়া উচিত নয়। ওঁনার রায় অনুসারে চলতে হবে।

বরদানঃ:- সেবার দ্বারা প্রাপ্ত মান, পদমর্যাদার ত্যাগী হয়ে অবিনাশী ভাগ্য নির্মাণকারী মহাত্যাগী ভব তোমরা বাচ্চারা যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে থাকো - এই শ্রেষ্ঠ কর্ম অথবা সেবার প্রত্যক্ষফল হলো - সকলের দ্বারা মহিমা হওয়া। সেবাধারী শ্রেষ্ঠ গায়নের আসন প্রাপ্ত করে। মান, পদমর্যাদার আসন প্রাপ্ত করে, এই সিদ্ধি অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধি পথের একটা ধাপ মাত্র, এটা কোনো চূড়ান্ত গন্তব্য (মঞ্জিল) নয়। সেইজন্যই একে ত্যাগ করে ত্যাগী, ভাগ্যবান হয়ে ওঠো, একেই বলা হয় মহাত্যাগী হওয়া। গুপ্ত মহাদানীর বিশেষত্ব হলো ত্যাগেরও ত্যাগী।

স্নোগানঃ:- ফরিস্তা হতে গেলে সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক আত্মার পার্টকে দেখো আর সকাশ দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়াশুনা অত্যন্ত সহজ এবং সস্তা। পদের আধার গরিব কিংবা কে কত বড়লোক তার ওপরে নয়, পড়াশুনার ওপরেই নির্ভর করে। সেইজন্য পড়াশুনার ওপরেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও”

*প্রশ্নঃ - একজন জ্ঞানী আত্মার প্রাথমিক লক্ষণ কি?

*উত্তরঃ - সে সকলের সাথেই খুব মিষ্টি ব্যবহার করবে। কারোর সাথে বন্ধুত্ব আছে, কারোর সাথে শত্রুতা আছে - এটা কোনো জ্ঞানী আত্মার লক্ষণ নয়। বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বাবার শ্রীমং হল - ‘খুব মিষ্টি স্বভাবের হও’। প্র্যাক্টিস করো যে আমি আত্মা এই শরীরটাকে চালাচ্ছি, এখন ঘরে যেতে হবে।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনলো? নিরাকার অসীম জগতের বাবার। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ জ্ঞানের সাগর, তাঁকেই উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবা বলা হয়। পরম শিক্ষক অর্থাৎ জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে এইসবই হলো আমাদের বাবার মহিমা। তাঁর দ্বারা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও ঐরকম অবস্থা হবে। তিনি হলেন সর্বোত্তম বাবা, কোনো সাধু-সন্ন্যাসী নন। অসীম জগতের বাবা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে ইনি হলেন আমাদের অসীম জগতের মাতা-পিতা, পতি ইত্যাদি সবকিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদা এই নেশা থাকে না। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও। ইনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ আর সবথেকে মিষ্টি বাবা, যাঁকে সবাই অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও এত স্মরণ করেনি। ভক্তের ভগবান তো একজনই, তিনি হলেন নিরাকার। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। হয়তো কেউ লক্ষ্মী-নারায়ণকে, কেউ গণেশ ইত্যাদিকে মানে, কিন্তু মুখে সবাই ‘হে ভগবান’- শব্দই উচ্চারণ করে। আত্মারা তাঁকেই স্মরণ করে। দুনিয়ার ভক্তরা হয়তো পার্থিব (শরীর কেন্দ্রিক) জিনিসকে স্মরণ করে, কিন্তু তারা এতই পিতারতা যে নিজের বাবাকেও অবশ্যই স্মরণ করে। দুঃখের সময়ে ঝট করে তাদের মুখ থেকে ‘হে পরমাত্মা’- কথাটাই বেরিয়ে আসে। এটা অবশ্যই জানে যে পরমাত্মা হলেন নিরাকার, কিন্তু তাঁর মহত্ব জানে না। এখন তোমরা তাঁর মহত্ব জেনেছ, তিনি আমাদের সম্মুখে এসেছেন। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমাদেরকে সম্মুখে বসে পড়াচ্ছেন। এই পড়াশুনা কেবল এক রকমের-ই। দুনিয়ার পড়াশুনা অনেক রকমের হয়। কারোর যদি পড়াশুনা করতে ইচ্ছে না করে তাহলে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। এখানে এই পড়াশুনাতে কোনো টাকা খরচ করতে হয় না। ওই গভর্নমেন্টও গরিবদেরকে ফ্রি-তে পড়ায়। এখানে তো এই পড়াশুনা সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক, কোনো ফিজ নেই। বাবাকে দীননাথ বলা হয়। এখানে গরিবরাই পড়ে। এই পড়াশুনা খুবই সহজ এবং সস্তা। দুনিয়াতে যেমন মানুষ আগে ইনসিওর করে নেয়, তোমরাও এখানে সেইরকম ইনসিওর করছো। তোমরা বলো- বাবা, তুমি আমাদেরকে স্বর্গে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেবে। ভক্তিমার্গে এইরকম বলা হয় না যে, হে ভগবান, আমাদেরকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দাও। এখন তোমরা এটা জেনেছ যে আমরা ডাইরেক্ট নিজেকে ইনসিওর করছি। সর্বদা এটাই বলা হয় যে ঈশ্বরই সকল কর্মের ফল দেন। সবাইকেই ঈশ্বর বলে দেয়। সাধু-সন্ত কিংবা যে রিক্সি-সিদ্ধি করে, তাদের সবাইকেই ভগবান-ই সবকিছু দেন। আত্মা বলে, ঈশ্বর-ই হলেন দাতা। কেউ যদি দান-পুণ্য করে, তাহলে সেই কর্মের ফলও ঈশ্বরই দেন।

এই পড়াশুনাতে কোনো খরচ নেই। বাবা বুঝিয়েছেন, গরিবদের ক্ষেত্রেও একই পরিমাণ ইনসিওর হয়। ধনী ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা দিয়ে সেবা করলে সে তার পরিবর্তে এক লক্ষই পাবে। কোনো গরিব ব্যক্তি যদি এক পয়সার সেবা, আর কোনো ধনী ব্যক্তি যদি ৫ হাজার টাকা দিয়ে সেবা করে, তাহলে তাদের সমান প্রাপ্তি হবে। গরিবদের জন্য এটা খুবই সহজ। কোনো ফিজ লাগেনা। গরিব অথবা ধনী সবাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার দাবিদার। পড়াশুনার ওপরেই সব নির্ভর করছে। কোনো গরিব ব্যক্তি যদি ভালো পড়াশুনা করে, তাহলে তার পদ একজন ধনী ব্যক্তির থেকেও উঁচু হয়ে যায়। পড়াশুনার দ্বারা-ই উপার্জন হচ্ছে। খুব সহজ এবং সস্তা পড়াশুনা। কেবল এই মনুষ্যসৃষ্টি রূপী বৃক্ষের আদি মধ্য এবং অন্তকে জানতে হবে। এটা কোনো মানুষ জানে না। কারোর পক্ষেই ত্রিকালদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। সবাই বলে, ঈশ্বর অন্তহীন। মনুষ্য সৃষ্টিকর্তা বৃক্ষের বীজ হলেন পরমাত্মা। এটা হল উল্টো বৃক্ষ। কিন্তু ওরা বলে যে, আমরা যথায়থ ভাবে জানি না। বাবা, অর্থাৎ যিনি নলেজফুল, তিনিই সকল জ্ঞান শোনান। সবকিছু পড়াশুনার ওপরেই নির্ভর করছে। তোমরা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে সবকিছু জেনেছ। তোমরা হলে মাস্টার জ্ঞানের সাগর। সবাই এক রকম হতে পারে না। কেউ বড় নদী, কেউ ছোট নদী। সবাই নিজের পুরুষার্থ অনুসারে পড়াশুনা করছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ইনি

আমাদের বেহদের বাবা। তাঁর সন্তান হওয়ার পরে, তাঁর শ্রীমৎ অনুসরণ করেই চলতে হবে। কারোর কারোর ক্ষেত্রে বলা হয়- এ তো বেচারি অন্যকিছুর বশীভূত। মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়ে উল্টোপাল্টা মত চালায়। এটা তো শ্রীমৎ ভগবানুবাচ, যার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হওয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরই শিববাবার সাথে মিলন করতে যাওয়া উচিত। বাবা বুঝতে পারেন যে এই বাচ্চা যথায় যথায় নিশ্চিত হয়নি। এটা সকলেই বুঝতে পারে যে, আত্মার পিতা তো একজনই। কিন্তু তিনি যে এই শরীরের মধ্যে এসে উত্তরাধিকার দিচ্ছেন - এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন। যখন এটা কারোর বুদ্ধিতে বসবে এবং সে সেটা লিখে দেবে, তখন সেই লেখাটা বাবার কাছে নিয়ে আসতে হবে। তখনই বোঝা যাবে যে এই বাচ্চা ঠিকঠাক বুঝেছে। এতদিন আমরা যতকিছু বুঝেছি সব ভুল। ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তিনি তো অসীম জগতের বাবা। ভারত অবশ্যই প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। লিখতে হবে - সঙ্গমযুগের এই সময়েই পেয়েছিলাম এবং এখন পুনরায় পাচ্ছি। বাবা বরাবর সঙ্গমযুগেই আসেন এবং বি.কে.-দের দ্বারা স্বর্গের রচনা করেন। যখন কেউ কিছু লিখে দেবে তখন তাকে সেই বিষয়ের ওপরে বোঝাতে হবে - তুমি কার কাছে এসেছো, কি নিতে এসেছো?

ঈশ্বরের রূপ তো নিরাকার। তাঁর রূপকে জানে না বলে ব্রহ্মতত্ত্বকেই ঈশ্বর বলে দেয়। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে তিনি হলেন বিন্দুর মতো। এটা কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না যে পরমাত্মা আসলে একটা বিন্দু। আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় - ঙ্গকুটির মাঝে চকমক করে এক অদ্ভুত নক্ষত্র। আত্মাও খুব ছোট। তাই বিচার করতে হবে যে, কে এই ভূমিকা পালন করে। এত ছোট আত্মার মধ্যে কত পার্ট ভরা আছে। কেউ যদি এইসব ব্যাপারে খুব গভীরে বুঝতে চায়, তাহলেই তাকে এইসব বোঝাতে হবে। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা বলছ যে আমরা ৮৪ বার জন্ম নিয়েছি। সেই সমস্ত পার্ট এই ছোট বিন্দুরূপ আত্মার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সেটাকে পুনরায় ওপরে ওঠাতে হবে। এই কথাটা শুনেই মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। কেউই এই বিষয়টা বুঝতে পারে না। আমাদের ৮৪ জন্ম হুবহু রিপিট হয়। এই নাটক পূর্ব-নির্মিত। কিভাবে আত্মার মধ্যে পার্ট ভরা আছে সেটা শুনে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। আমি আত্মা বলছি যে আমি একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। আমাদের এই পার্ট আত্মার মধ্যেই নিহিত আছে এবং সেটা ড্রামা অনুসারে রিপিট হয়। যাদের বুদ্ধি দুর্বল, তারা এইসব বিষয় বুঝতে পারবে না। এটাই মনে রাখতে হবে যে আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে অভিনয় করি, শরীর ধারণ করি। এই বিষয়টা সর্বদা মনে থাকলেই বলা যাবে যে, সে ত্রিকালদর্শী হয়েছে এবং অন্যকেও ত্রিকালদর্শী বানানোর পুরুষার্থ করছে। বোঝানোর জন্যেও বাচ্চাদের মধ্যে সাহস থাকতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে ঘুম ভাঙিয়ে সজাগ করতে হবে। জাগো হে সজনী সকল, এখন নুতন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। তোমরা কি ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের নাম শোনানি? ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। এরা সবাই ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। ব্রহ্মা একা তো করবেন না। প্রজাপিতার সাথে অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও থাকবে। যিনি এদেরকে শিক্ষা দেন, অর্থাৎ এদের বাবাও নিশ্চয়ই কেউ আছেন। এনাকে (ব্রহ্মাকে) তো জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। যদিও ব্রহ্মার হাতেই শাস্ত্র দেখানো হয়, কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা-ই এনার মধ্যে এসে এনার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা শোনান। ব্রহ্মা এইসব সারকথা শোনায় না। তিনি কার কাছে শিখেছেন? তার নিশ্চয়ই কোনো বাবা কিংবা গুরু রয়েছে। প্রজাপিতা তো অবশ্যই মানুষ-ই হবেন এবং তিনি এই দুনিয়াতেই থাকবেন। তিনি প্রজাদের রচনা করেন। তাকে ক্রিয়েটর, জ্ঞানের সাগর কিংবা নলেজফুল বলা যাবে না। পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। ইনি (ব্রহ্মা) হলেন জ্ঞানের কলস। কে কতটা ধারণ করে তার ওপরেই সব নির্ভর করছে। ইনসিওর করবে কি করবে না সেটা তোমার ব্যাপার। বাবা তো খুব ভালোভাবেই ইনসিওর করেন। ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ইনসিওরেন্স ম্যাগনেট। ভক্তিমার্গে সকল আত্মা বাবাকে স্মরণ করে এবং বলে - বাবা, তুমি এসে আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করো। বাবা উত্তরাধিকার দেন। হয় শান্তিধাম, নয়তো সুখধামে পাঠিয়ে দেন। যে এই কল্পে শান্তির উত্তরাধিকার পাবে, সে প্রতি কল্পেই এইরকম শান্তির উত্তরাধিকার নেবে। তোমরা এখন সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। এর জন্য পড়তে হবে এবং পড়াতেও হবে। বাবা যেমন সবথেকে মিষ্টি, তাঁর রচনাও সেইরকম সবথেকে মিষ্টি। স্বর্গ কতই না মিষ্টি! সবার মুখেই স্বর্গের নাম উচ্চারিত হয়। কেউ মারা গেলে বলে যে, সে স্বর্গবাসী হয়েছে। তাহলে এতদিন নিশ্চয়ই নরকে ছিল। এখন স্বর্গে গেছে। তারা মোটেও যায় না, কিন্তু তবুও এইরকম বলে। তোমরা তখন লিখবে- তাহলে এতদিন নিশ্চয়ই নরকে ছিল। এটা তো নরক, তাহলে ওদেরকে এখানে ডেকে এনে থাওয়ানোর চেষ্টা কেন করো? মৃত ব্যক্তিদের আত্মাদেরকে আহ্বান করে। তোমরা এখন সকল আত্মার পিতাকে আহ্বান করছ। সকল আত্মার পিতা এখন তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা হলে গুপ্তসেনা, শিবশক্তি। শিববাবা তো নিরাকার। তোমরা শক্তিসেনারা হলে তাঁর সন্তান। আত্মার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হয়। দুনিয়ার মানুষ শারীরিক শক্তির প্রদর্শন করে, আর তোমরা আত্মিক শক্তির প্রদর্শন করো। তোমাদের শক্তি হল যোগবল। যোগের দ্বারা তোমরা আত্মারা পবিত্র এবং শক্তিশালী হও। তোমাদের মধ্যে মাঙ্গ্যার

জ্ঞানের তলোয়ার সবথেকে ধারালো। এটা কোনো স্থূল খজ্জা/কাটারি কিংবা তলোয়ারের বিষয় নয়।

আত্মা নিজেও জানে যে আমার মধ্যে জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করার ভালো ক্ষমতা রয়েছে, আমি শঙ্খধ্বনি করতে পারি। কেউ কেউ আবার বলে যে আমি শঙ্খধ্বনি করতে পারি না। বাবা বলেন, যারা জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করে, তারা আমার খুব প্রিয়। জ্ঞানের দ্বারা-ই তো আমার পরিচয় দেবে, তাই না? বেহদের বাবাকে স্মরণ করো - এটাও তো জ্ঞান দেওয়া, তাই না? কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। মুখে কিছু বলার দরকার নেই। অন্তরে এটা বুঝতে হবে যে বাবা আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে এখন ফিরে যেতে হবে। আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। ভগবানুবাচ - মন্মনাভব। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার হবেন, তাই না? সাকার কিভাবে বলবে যে আমাকে স্মরণ করো? নিরাকার বলেন - হে আত্মারা, আমাকে স্মরণ করো, আমি হলাম তোমাদের বাবা। আমাকে স্মরণ করো, তাহলে অস্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। তোমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা সকল জীবাত্মাদেরকে, বাবাকে স্মরণ করতে বলছো। বাবাও আত্মাদেরকে বলছেন - মন্মনাভব। তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে তো আমার কাছে আসতেই হবে। তাই দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমি আত্মা এই শরীরকে চালনা করছি - এইটা ভালোভাবে অভ্যাস করতে হবে। এখন আমাকে বাবার কাছে ফেরৎ যেতে হবে। বাবা বলেন - চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে আমাকে স্মরণ করো। যে অশান্তি করে, সে নিজের পদকেই ভ্রষ্ট করে। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। একটা গান আছে - কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয়, ভোলা ভগবান শিব। তোমরা তাঁর সন্তান। তাই তোমরাও ভোলাভালা। তোমরা সবাইকে ফার্স্টক্লাস রাস্তা বলছো যে, বাবাকে স্মরণ করলেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। অন্য কেউ এইরকম চুক্তি করবে না। তাই বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। যাঁর কাছ থেকে এত সুখ পাওয়া যায়, তাঁকেই স্মরণ করা হয়। বলা হয় - হে পতিতপাবন, তুমি এসো। আত্মারা পতিত হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে শরীরও পতিত হয়ে গেছে। আত্মা এবং শরীর উভয়ই পতিত হয়ে গেছে। ওরা তো বলে যে আত্মা নির্লেপ, কখনো পতিত হয় না। কিন্তু না, কেবল পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই কখনো খাদ পড়ে না। বাকি সবার মধ্যে অবশ্যই খাদ পড়বে। প্রত্যেকেই সতঃ, রজঃ এবং তমঃ অবস্থাতে আসতেই হবে। এইসব পয়েন্ট ধারণ করে খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। এমন যেন না হয় যে কারোর সাথে বন্ধুত্ব আছে আর কারোর সাথে শত্রুতা আছে। দেহ-অভিমনে এসে এখানে বসে কারোর থেকে সেবা নেওয়া একেবারেই রং (অনুচিত)। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান স্মরণ (মন্মন) করে ত্রিকালদর্শী হতে হবে আর অন্যকেও বানাতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে তাদেরকে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে সজাগ করতে হবে।

২) ২১ জন্মের জন্য নিজের সবকিছু ইনসিওর করতে হবে। এর সাথে সাথে জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের দায়-দায়িত্বের সকল বোঝা বাবাকে দিয়ে সদা নিশ্চিন্ত থাকা সফলতা সম্পন্ন সেবাধারী ভব যে বাচ্চারা নিজে যত হালকা থাকে ততই সেবাও উর্ধ্বমুখী থাকে নিজেও উপরের দিকে চড়তে থাকে অর্থাৎ উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সেইজন্য সব দায়দায়িত্বের বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে নির্বাক্সাট থাকো। কোনো প্রকারেরই আমিষের বোঝা যেন না থাকে। কেবল স্মরণের নেশাতে থাকো। বাবার সাথে কন্সাইন্ড থাকো, তাহলে যেখানে বাবা রয়েছেন সেখানে সেবা সতঃতই রয়েছে। করাবণহার করাচ্ছেন সুতরাং হাঙ্কা ও থাকবে আর সফলতা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- অসীম জগতের ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে নিশ্চিত জেনে সদা নিশ্চিন্ত থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলো তাহলে তোমাদের সব ভান্ডার ভরপুর হয়ে যাবে, তোমাদের ভাগ্য উন্নত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - এই কলিযুগে কোন্ জিনিসের দেউলিয়া হয়ে গেছে? দেউলিয়া হওয়াতে এ'গুলির কি গতি হয়েছে?

*উত্তরঃ - কলিযুগে পবিত্রতা, সুখ ও শান্তির দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাই ভারত সুখধাম থেকে দুঃখ ধাম, হীরে থেকে কড়িতে পরিণত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ খেলাটি ভারতকে নিয়ে। খেলার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান এখন বাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন। ভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা-ই এই জ্ঞানকে ভালো ভাবে বুঝতে পারবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ। কোন্ ভগবান ? ভোলানাথ শিব ভগবানুবাচ । বাবাও বোঝান, টিচারের কাজও হলো বোঝানো। সঙ্করুর কাজও হলো বোঝানো। শিববাবাকেই সত্য পিতা, ভোলানাথ বলা হয়। শঙ্করকে ভোলা বলা হবে না। তার বিষয়ে তো বলা হয় চোখ খুলতেই সৃষ্টি ভঙ্গ করে দিয়েছেন। ভোলা ভাণ্ডারী শিবকে বলা হয় অর্থাৎ ভান্ডার ভরপুর করেন যিনি। কোন্ ভান্ডার ? ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তির। বাবা তো এসেছেন কেবল পবিত্রতা-সুখ-শান্তির ভান্ডার ভরপুর করতে। কলিযুগে পবিত্রতা-সুখ-শান্তি দেউলিয়া হয়েছে। কারণ রাবণ অভিষাপ দিয়েছে। সবাই শোক বাটিকায় কাল্লাকাটি হাহাকার করে। ভোলানাথ শিব বসে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন অর্থাৎ বাচ্চারা তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । ড্রামার কথা তো আর কেউ জানেনা। মায়া একেবারে অবুঝ করে দিয়েছে। ভারতেরই এ হলো হার-জিত, দুঃখ-সুখের নাটক। ভারত হীরের মতো সলভেন্ট (সমৃদ্ধশালী) ছিল, এখন কড়ির মতো হয়ে গেছে। ভারত সুখধাম ছিল, এখন দুঃখ ধাম হয়েছে। ভারত হেভেন ছিল, এখন হেল বা নরক হয়েছে। নরক থেকে আবার স্বর্গে পরিণত হয় কিভাবে, তারই আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান, জ্ঞানসাগর ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারেনা। বুদ্ধিতে এই কথাটি নিশ্চয়ই থাকা উচিত। নিশ্চয় তাদের থাকে যাদের ভাগ্য উদয় হয়, যারা সৌভাগ্যশালী হবে। দুর্ভাগ্যশালী তো সবাই। দুর্ভাগ্য শালী অর্থাৎ ভাগ্য খারাপ হওয়া। যারা ভ্রষ্টাচারী ছিল, বাবা এসে তাদেরকেই শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন। কিন্তু সেই পিতাকে বোঝা খুব কঠিন কারণ তাঁর কোনো দেহ নেই। সুপ্রীম আত্মা কথা বলছেন। পবিত্র আত্মারা সত্যযুগে থাকে। কলিযুগে সবাই হল পতিত। অনেক মনস্কামনা নিয়ে জগৎ অস্থির কাছে যায়, কিছুই জানেনা, তবুও বাবা বলেন - যে যে যেমন-যেমন ভাবনা নিয়ে পূজা অর্চনা করে তাদের অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর ফল আমি প্রদান করি। জড় মূর্তি কখনও ফল প্রদান করতে পারেনা। ফল প্রদানকারী, অল্পকালের সুখ প্রদানকারী আমি এবং বেহদের সুখদাতাও আমি। আমি দুঃখ দাতা নই। আমি তো হলাম দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা । তোমরা এসেছ সুখধামে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে। এর জন্য অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বাবা বোঝান আদি-তে হলো সুখ, মধ্য-তে ভক্তিমার্গ শুরু হয় অর্থাৎ সুখ পুরো হয়ে দুঃখ শুরু হয়। তারপরে দেবী-দেবতা বাম মার্গে, বিকারী মার্গে গমন করেন। যেখান থেকে ভক্তি শুরু হয়। সুতরাং আদি-তে হয় সুখ, মধ্য দুঃখ শুরু হয়। অন্তে তো অতি দুঃখ থাকে। বাবা বলেন এখন সকলের শান্তি, সুখদাতা হলাম আমি। তোমাদের সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপযুক্ত করছি। বাকি সবাই হিসেব নিকেশ মিটিয়ে শান্তি ধামে চলে যাবে। সাজা তো অনেক ভোগ করবে। টাইবুন্সাল বসে। বাবা বোঝান কাশীতে নিজেকে বলিদান করা হত। কাশী কলবটের কথা বলা হয় তাই না! (কাশীতে একটি কুঁয়া আছে, যেটা ধারালো ছুরিতে পূর্ণ, পাপ করলে ওখানে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দিত, বর্তমানে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে)। এবারে কাশীতে আছে শিবের মন্দির। সেখানে ভক্তি মার্গে ভক্তরা শিববাবার স্মরণে থাকে। তারা বলে - ব্যস্, এবারে আপনার কাছে ফিরবো। চোখের জল ফেলে শিবের কাছে বলি চড়ে তো অল্পকাল ক্ষণ ভঙ্গুর অল্প মাত্রায় ফল প্রাপ্ত করে। এখানে তোমরা আত্মহুতি দাও অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় শিববাবার আপন হও ২১ জন্মের অবিদ্যার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য। জীবঘাত বা আত্মঘাতী হওয়ার ব্যাপারই নেই। জীবিত থেকেই বাবা আমি তোমার হলাম । তারা তো শিবের উদ্দেশ্যে বলিদান দেয় (প্রাণ ত্যাগ করে), মরে যায়, ভাবে আমরা শিববাবার আপন হয়ে যাই। কিন্তু তা তো হয়না। এখানে তো জীবিত অবস্থায় বাবার আপন হয়ে, বাবার কোলে এসে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই শ্রেষ্ঠ দেবতা স্বরূপে পরিণত হতে পারবে। তোমরা এখন পরিণত হচ্ছে। কল্প কল্প তোমরা এই পুরুষার্থ করেছে। এইসব কোনো নতুন কথা নয়।

দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে। তাহলে নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া চাই তাইনা ! ভারত নতুন সুখধাম ছিল, এখন পুরানো দুঃখ ধাম

হয়ে গেছে। মানুষ এতই পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে যে এ কথাটিও বুঝতে পারছে না যে - সৃষ্টি হল একটাই। সৃষ্টি শুধু নতুন ও পুরানো হয়। মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে একেবারেই তুচ্ছ বুদ্ধি করে দিয়েছে, তারজন্যেই তো অকুপেশন না জেনেই দেবতাদের পূজা অর্চনা করতে থাকে, একেই বলে ব্লাইন্ড ফেইথ (অন্ধ বিশ্বাস)। দেবীদের পূজায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে, তাঁদের পূজা করে ভোজন করিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়, তো পুতুলের পূজা হল কিনা। এতে কি লাভ? কত ধুমধাম করে আয়োজন করা হয়, খরচ করা হয়, এক সপ্তাহ পরে যেমন শ্মশানে কবর দেওয়া হয় ঠিক সেইরকম সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ভগবানুবাচ - এ হলো আসুরীক সম্প্রদায়ের রাজত্ব, আমি তোমাদের দৈবী সম্প্রদায়ের বানাই। কারো বিশ্বাস হওয়া সহজ নয় - কারণ বাবাকে সাকারে দেখা যায়না। আগা খাঁ সাকারে ছিলেন তাই ওনার অনেক ফলোয়ার্স ছিল, ওনাকে সোনা হীরে দিয়ে ওজন করা হত। এতখানি মহিমা বাদশাহেরও হয়না। অতএব বাবা বোঝান - একেই অন্ধ শ্রদ্ধা বলা হয়। কারণ স্থায়ী সুখ তো নেই, তাইনা ! অনেক খারাপ লোক থাকে, বড় লোকের দ্বারা বড় পাপ হয়। বাবা বলেন আমি হলাম গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। গরীবের দ্বারা অত পাপ হবেনা। এই সময় সবাই হল পাপ আত্মা। এখন তোমরা বেহদের বাবাকে পেয়েছো তবুও ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে ভুলে যাও। আরে, তোমরা হলে আত্মা, তাইনা ! আত্মাকে কেউ কখনও দেখেনি। জানে আত্মা স্টার সম, দুই ভ্রু-যুগলের মাঝখানে থাকে। যখন আত্মা বেরিয়ে যায় তখন শরীর শেষ হয়ে যায়। আত্মা হলো স্টারের মতো, তো নিশ্চয়ই আত্মার পিতা অর্থাৎ আমাদের পিতা আমাদের মতোই হবেন। কিন্তু তিনি হলেন সুখের সাগর, শান্তির সাগর। নিরাকার সম্পদের উত্তরাধিকার প্রদান করবেন কীভাবে? নিশ্চয়ই ভ্রুকুটির মধ্যখানে এসে বসবেন। আত্মা এখন জ্ঞান ধারণ করে দুর্গতি থেকে সদগতিতে যায়। এখন যে করবে সে পাবে। বাবাকে স্মরণ না করলে উত্তরাধিকারও পাবে না। কাউকে নিজ সম উত্তরাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য করে না তুললে, ধরে নেওয়া হবে পাই-পয়সার পদ পাবে। শ্রেষ্ঠাচারী ও ব্রষ্টাচারী কাকে বলা হয়, এই কথা বাবা বসে বোঝান। ভারতেই শ্রেষ্ঠাচারী দেবতারা ছিলেন। গায়নও করে হেভেনলি গড ফাদার কিন্তু জানেনা যে হেভেনলি গড ফাদার কবে এসে সৃষ্টিকে হেভেন করেন। তোমরা জানো, শুধু পুরোপুরি পুরুষার্থ করছো না। সবই ড্রামা অনুসারে হবে, যার ভাগ্যে যতটুকু আছে। বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো বাবা চট করে বলে দিতে পারেন যে এই আচার-আচরণের দ্বারা। যদি তোমাদের শরীর ত্যাগ হয় তো অমুক পদ প্রাপ্ত করবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা বুঝতে পারে আমরা কতজনের অন্ধের লাঠি হয়েছি অর্থাৎ কতজনকে পথ বলে দিয়েছি? বাবাও বুঝতে পারেন - এই আত্মা ভালো পদ প্রাপ্ত করবে, এই বাচ্চা কিছুই সার্ভিস করেনা তাই সেখানে দাস-দাসী পদ পাবে। সাফাইয়ের কর্মে নিযুক্ত, কৃষকের লালন পালনে নিযুক্ত, মহারানীর শূপারে নিযুক্ত দাস-দাসীরাও তো হয় তাইনা। তারা হলেন পবিত্র রাজা, এরা হল পতিত রাজা। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের মন্দির বানিয়ে তাঁদের পূজা করে। যদিও জানে না কিছুই।

বিরলা মন্দির কত বিশাল। লক্ষ্মী নারায়ণের কত মন্দির বানায়, কিন্তু জানে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণ কে? তাতে তাদের কতটুকু লাভ হয়েছে? অল্পকালের সুখ। জগৎ অশ্বার কাছে যায়, একথা তো জানেনা যে জগৎ অশ্বার লক্ষ্মী রূপ ধারণ হয়। এই সময় তোমরা জগৎ অশ্বার কাছে থেকে সব মনস্কামনা পূর্ণ করছো। বিশ্বের রাজত্ব নিশ্চো। জগৎ অশ্বা তোমাদের পড়াচ্ছেন। তিনিই লক্ষ্মী হবেন। যাঁর কাছে বছর বছর ভিক্ষা চাওয়া হয়। কতটা তফাৎ আছে ! লক্ষ্মীর কাছে প্রতি বছর টাকা পয়সার ভিক্ষা চাওয়া হয়। লক্ষ্মীকে এমন বলা হয়না সন্তান চাই বা সুস্বাস্থ্য চাই। না, লক্ষ্মীর কাছে শুধু ধন চাওয়া হয়। নামই হল লক্ষ্মী পূজা। জগৎ অশ্বার কাছে অনেক কিছু চাওয়া হয়। তিনি সর্ব কামনা পূর্ণ করেন। এখন তোমরা জগৎ অশ্বার কাছে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। লক্ষ্মীর কাছে প্রতি বছর ধন সম্পদ রূপী ফল প্রাপ্ত হয়, তবে তো প্রতি বছর পূজা করে। ভাবে ধনদেবী ধন দেবেন। সেই ধন দিয়ে পাপ কর্ম করে। ধন প্রাপ্তির জন্যেও পাপ করে।

এখন বাচ্চারা তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত করে থাকো, যার দ্বারা তোমরা সম্পদশালী হয়ে যাবে। জগৎ অশ্বার কাছে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সেখানে পাপ হয়না। কত কিছু বোঝার বিষয় রয়েছে। কেউ ভালোভাবে বোঝে, কেউ তো কিছুই বোঝে না, কারণ ভাগ্যে নেই। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে না ফলে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। তারপর পদ ব্রষ্ট হয়ে যায়। সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে - একথা বুঝতে হবে। গড ফাদার হেভেনলি কিংডম (স্বর্গের রাজত্ব) স্থাপন করছেন তারপরে ভারত স্বর্গে পরিণত হবে। একেই বলা হয় কল্যাণকারী যুগ। এ হল বড়জোর ১০০ বছরের যুগ। অন্য সব যুগ হলো ১২৫০ বছরের। আজমির শহরে বৈকুণ্ঠের মডেল দেখানো হয়, দেখানো হয়েছে স্বর্গ কেমন হয়। স্বর্গ তো নিশ্চয়ই এখানেই হবে তাই না ! একটুও যদি শুনে নেয় তাহলেই স্বর্গে আসবে, কিন্তু পড়া না করলে হবে বনবাসী। প্রজাও তো নশ্বর অনুসারে হয়, তাই না ! কিন্তু সেখানে গরিব, ধনী সবারই সুখ থাকে। এখানে তো আছে শুধুই দুঃখ। ভারত সত্যযুগে সুখধাম ছিল, কলিযুগে হয়েছে দুঃখধাম। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হবে। গড হলেন এক। ওয়ার্ল্ডও একটি। নতুন ওয়ার্ল্ড প্রথমে হল ভারত। এখন ভারত পুরানো হয়েছে, পুনরায় নতুন হতে হবে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এইভাবেই রিপোর্ট

হতে থাকে আর এই কথা কেউ জানেনা। সবাই তো একরকম হয়না। পদ মর্যাদা তো ওখানেও থাকবে। সেখানে সিপাহী থাকবে না, কারণ সেখানে ভয়ের কিছুই থাকে না। এখানে তো ভয় আছে, তাই সিপাহী ইত্যাদি রাখা হয়। ভারতকে বিভাজিত করা হয়েছে। সত্যযুগে পার্টিশন হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের একচ্ছত্র রাজত্ব থাকে। কোনো পাপ হয়না। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার কাছ থেকে সদা সুখের উত্তরাধিকার নাও, আমার মতানুযায়ী চলো। সদগতির মার্গ একমাত্র বাবা-ই দেখান। এ হলো শিব শক্তি সেনা, যারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে। তারা তন-মন-ধন সব সেবায় নিয়োজিত করে। বাপুজি (গান্ধীজি) খ্রীষ্টানদের তাড়িয়ে ছিলেন, সেসবও ড্রামায় ছিল। কিন্তু তাতে সুখ প্রাপ্ত হয়নি। এটা পাবে, সেটা হবে । প্রাপ্ত তো হবে শুধুমাত্র বাবার কাছ থেকেই। বাকি সব তো শেষ হয়ে যাবে। বলা হয় বার্থ কন্ট্রোল করো, তার জন্য কত বুদ্ধি খাটানো হয়, কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় না। এখন যদি একটু ছোট খাটো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলেই ফেমিন (আকাল) পড়ে যাবে। একে অপরের সাথে মারামারি লেগে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জীবিত অবস্থায় বাবার কাছে বলি চড়তে হবে অর্থাৎ বাবার আপন হয়ে বাবার শ্রীমং অনুযায়ী চলতে হবে। নিজ সম বানানোর সেবা করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে জগৎ অশ্বা সম সকলের মনস্কামনা পূরণকারী হতে হবে।

বরদানঃ:- সেবাতে সদা সহযোগী হয়ে সহজযোগের বরদান প্রাপ্তকারী বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব ব্রাহ্মণ জীবন হলো বিশেষত্ব সম্পন্ন জীবন। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ সহজযোগী ভব-র বরদান প্রাপ্ত করা। এটাই হলো এই জন্মের সবথেকে প্রথম বরদান। এই বরদানকে বুদ্ধিতে সদা স্মরণে রাখা - এটাই হলো বরদানকে জীবনে নিয়ে আসা। বরদানকে কায়ম রাখার সহজ বিধি হলো - সকল আত্মাদের প্রতি বরদানকে সেবাতে লাগানো। সেবাতে সহযোগী হওয়াই হলো সহজযোগী হওয়া। সুতরাং এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে বিশেষত্ব সম্পন্ন হও।

স্নোগানঃ:- নিজের মস্তকের মণির দ্বারা নিজের স্বরূপ আর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের সাক্ষাৎকার করানোই হলো লাইট হাউস হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ধৈর্য ধরো, এখন তোমাদের দুঃখের দিন পূর্ণ হয়েছে, সুখের দিন আসছে, নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের অবস্থা ধৈর্যশীল থাকে"

*প্রশ্নঃ - কোনো অবস্থাতেই যেন মুহ্যমান অবস্থা না আসে তার সহজ বিধি কী?

উত্তরঃ - ব্রহ্মা বাবার উদাহরণ সदा নিজের সামনে রাখো। তিনি হলেন অগণিত বাচ্চাদের বাবা, কেউ সুপুত্র, তো কেউ কুপুত্র, কেউ সার্ভিস করে, কেউ ডিসসার্ভিস, তবুও বাবা কখনো মুষড়ে পড়েন না, ঘাবড়ে যান না। তাহলে তোমরা বাচ্চারা কেন মুষড়ে পড়ো? তোমরা কোনো অবস্থাতেই মুষড়ে পড়বে না।

*গীতঃ- ধৈর্য ধরো রে মন...

ওম্ শান্তি । ধৈর্য ধরো মন.... কোনো মানুষকে এ কথা বলা হয় না। মন-বুদ্ধি আত্মায় থাকে। এ কথা আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয়। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই আত্মাকে বলতে পারে না যে ধৈর্য ধরো, কারণ অধীরকেই ধৈর্য দেওয়া হয়। যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁকে অধৈর্য বলা যেতে পারে না। এই সময় সব মানুষই অধৈর্য, দুঃখী। সেইজন্য ধীরতা দেওয়ার, সুখ দেওয়ার জন্য বাবা এসেছেন। বাবা বলেন এখন ধৈর্য ধরো। বাবার মহাবাক্য শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই নয়, বাস্তবে তা সারা দুনিয়ার জন্য। সারা দুনিয়া ধীরে ধীরে শুনবে। যে শোনে সেই আসতে থাকে। একমাত্র বাবা-ই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, দুঃখহরণকারী। এ হলো দুঃখের দুনিয়া। বাচ্চারা মনে করে এখনই আমাদের মুক্তি-জীবনমুক্তির দিন অর্থাৎ কলিযুগী পতিত দুনিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তাও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। সকলের ধৈর্য নেই যে এখন আমরা এই দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের সুখধামে যাবো। বাচ্চারা, তোমাদেরও স্থায়ী নিশ্চয় থাকা উচিত। যদি শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো তাহলে এখন আমাদের সুখের দিন আসছে। এর মধ্যে আশীর্বাদ বা কৃপা ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। বাবা বসে পড়ান। সহজ স্বরাজ্য যোগ শেখান। পড়াকে নলেজও বলা হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন। সর্বপ্রথমে অটল নিশ্চয় চাই, তাহলে তা আর কখনোই উপরে নীচে করবে না। গায়নও আছে, আস্থা ছিল পরম ব্রহ্মের নিবাসীর প্রতি, তাঁকে পেয়ে গেছি তাই আর বাকী কি চাইব। এই নিশ্চয় তো আছে যে বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবো। তখন প্রথমেই ধৈর্য স্থায়ী হয়ে যায়। এ হলো অবিনাশী ধৈর্য। এটা সার্ভেন (নিশ্চিত) যে আমরাই শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্য-ভাগ্য স্থাপন করছি, কোনো লড়াই - ঝগড়া ছাড়া। তাহলে উদাস হয়ে পড়ার কী দরকার। তোমাদের ঘরে ১০-১২ টি বাচ্চা থাকতে পারে। কিন্তু বাবাকে দেখো তো হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ বাচ্চা। কোনো কোনো বাচ্চা তো ঝামেলাও (উপদ্রব) করে। কেউ সুপুত্র তো কেউ কুপুত্র, কেউ সার্ভিস করে তো কেউ ডিসসার্ভিস। কিন্তু বাবা কী কখনো ঘাবড়ে যান? তাই বাচ্চাদেরও ভয় পাওয়া উচিত নয়। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। একদিকে রয়েছে হঠযোগ, কর্ম সন্ন্যাসী। তোমাদের হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস। এ হলো রাজযোগ। তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তাহলে এখন নিজেদের সুখধামের ঝাড় (বৃক্ষ) দেখা যাচ্ছে। এ কথা তোমরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারো। তাতে সাক্ষাৎকার হোক বা না-ই হোক। পুরুষার্থ করা হয় ভবিষ্যতের স্ব-রাজধানীর জন্য। লক্ষ্য তো সামনে রয়েছে, তাই না? লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখেছো তো। এরকমও নয় যে সাক্ষাৎকার হলে তবেই মানবো। এতো হল বুদ্ধির দ্বারা বোঝার ব্যাপার। এই নেত্র দ্বারা যা চিত্র দেখেছো পুনরায় আবার তা দেখবে। এ হলো রাজযোগ। বুদ্ধিও বলে চিত্র তো সামনেই রয়েছে, তাহলে আবার সাক্ষাৎকার কী করবো? শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের মালিক। শিববাবা তো পরমধাম নিবাসী। তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারো। এটাই তোমাদের লক্ষ্য। তাহলে আয়নায় দেখো যে সেই দৈব-গুণ আমাদের মধ্যে কতটা এসেছে? বাবা ধৈর্য তো অনেক দেন।

এখন পড়তে হবে। রাজত্বের জন্য জ্ঞান চাই। বাবা তা দিচ্ছেন। আই. সী. এস.-দের (Indian Civil Service) অনেক নেশা থাকে যে আমরা খুব বড় অফিসার হবো। কার্যতঃ ব্যবসা করেও কোটিপতি হওয়া যায়। বাবা তোমাদের ধান্দা শেখান - বিনিময়ের। তোমরা বাবাকে কড়ি দাও, তার বিনিময়ে ২১ জন্মের জন্য বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। এটা এক ধরণের ব্যবসাও আবার পড়াও। শুধু ব্যবসা, কোনো কাজের না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীর জ্ঞানও চাই। স্বদর্শন চক্রধারীও হতে হবে। যত পড়বে ততই উঁচু পদ পাবে। স্বর্গে মালিকও থাকবে তো প্রজা, ভৃত্যও থাকবে। এখনও সকলে বলে - ভারত আমাদের দেশ। কিন্তু রাজা ও প্রজার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। বাবা বলেন - যতটা সম্ভব

উচ্চ থেকে উচ্চ পদ লাভ করো। মাতা-পিতার সমান পুরুষার্থ করো। তোমরা বোঝো যে সবাই তো আর রাজ সিংহাসনে বসবে না। তবুও রেস (দৌড়) করাতে হয়। পুরুষার্থের ক্রমানুসারেই রাজত্ব পাবে। কল্প-পূর্বে যাদের যা পুরুষার্থ ছিল তাই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। আবার যদি কারও পুরুষার্থ ধীর গতিতে হয়, তবে তাকে তীব্র বানানো হয়। তোমাদের পুরুষার্থে অনেক ধীরগতি দেখি। তোমাদের মমত্ব রয়েছে। ড্রাস্টী বানিয়েছি তবুও মমত্ব কেন? তোমরা শ্রীমত অনুসারে চলো। তোমরা প্রশ্ন করো - বাবা, বাড়ি বানাবো? হ্যাঁ, কেন নয়! বানাও, ভালভাবে আরাম করে বসো। বাকী খুব অল্প দিনের জন্য এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া আছে। খুব আরাম করো, বাচ্চাদের বিয়ে দাও। বাবা কোনো ধন নেন না। তিনি তো দাতা। শিববাবা এই সময় বাচ্চাদের থাকার জন্য এই ঘর বানিয়েছেন। আর নিজের থাকার জন্য এই শরীরকে (ব্রহ্মা) নিমিত্ত করেছেন, জীব আত্মাদের থাকার জন্য তো অবশ্যই ঘরের প্রয়োজন। তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য তৈরী করছেন। বাবাও এই ঘরে বসে আছেন, তাই না। এ কথা তোমরা জানো যে - তিনি হলেন আমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা আর ইনি হলেন শরীরের পিতা। তোমাদের দত্তক নিয়েছেন। তোমরা আমাদের সন্তান। তোমরা মাঝা-বাবা বেলো। একেই দত্তক নেওয়া বলে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার এতো বাচ্চা, তো অবশ্যই দত্তক নেওয়াই হবে। তোমাদেরকেও দত্তক নেন। সরস্বতীও হল তাঁর কন্যা। এ হলো অতি গুহ্য কথা। গীতা-ভাগবত ইত্যাদি তোমরা পড়েছো, এই বাবাও (ব্রহ্মা) পড়েছেন। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এখনই শ্রীমত পাওয়া যায়। যা কিছু বলেন তা ড্রামা অনুসারে। তাতে অবশ্য কল্যাণই হবে। যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাতেও কল্যাণই আছে। প্রতিটি কথায় কল্যাণ আছে। শিববাবা হলেন কল্যাণকারী। ওঁনার শ্রীমৎ খুব ভালো। যদি এর উপর কোনো সংশয় থাকে বা শ্রীমতে না চলে নিজের মতে চলে, তবে ধোঁকা খেতে হবে। তাহলে শিববাবা কী করবেন? প্রতিটি পদক্ষেপে রায় নিতে হবে। সুপ্রীম পান্ডা তো বসে আছেন। অনেক বাচ্চার একথা ভুলে যায় কারণ যোগে থাকে না। যোগকে স্মরণের যাত্রা বলা হয়। স্মরণ না করলে মনে করে আমরা রেস্ট নিচ্ছি। যাত্রা পথে কি কেউ রেস্ট নেয়! তোমরাও যদি রেস্ট নাও, স্মরণ না করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে না আর এগিয়ে যেতে পারবে না। স্মরণ না করলে তো সমীপে যেতে পারবে না। আত্মা ক্লান্ত হয়ে যায়। বাবাকে ভুলে যায়। বাবা বলছেন তোমরা যাত্রা-তে চলেছ। রাতে তো তোমরা রেস্ট নাও। এমন নয় যে রাতে তোমরা ঘুমের মধ্যেই যাত্রায় থাকো। না, ওটা বিশ্রাম। যখন জেগে থাকো তখনই যাত্রায় থাকো। ঘুমের মধ্যে কখনো বিকর্ম বিনাশ হবে না। তবে হ্যাঁ তখন কোনো বিকর্মও হয় না। তাই বাবা সব কথাই বুঝিয়ে দেন কিন্তু কেউ বাবার কথা ধারণ তো করুক। বাবা অনেক পয়েন্টস বলেন। ব্যারিস্টারির পয়েন্টস তখন বুদ্ধিতে আসে, যখন কেউ ব্যারিস্টারি পড়ে। যদি ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তাহলে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়। যে যেমন কোর্স করে, তেমনই হয়।

এখানে তো একটাই কোর্স। সদা স্মরণের যাত্রা-তে থাকো। তোমাদের মাথার উপর জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা রয়েছে। তা বিনাশ করার একটাই উপায় - বাবাকে স্মরণ করা। তা না হলে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। মালা তো তৈরী করাই আছে। নয় রত্নের গায়নও আছে। এসব কথা কোথা থেকে এসেছে তা মানুষ জানে না। অষ্টরত্ন আছেন, যারা রুদ্র মালায় আসেন। তাই ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে। স্টুডেন্টস ভালো মতো পড়লে রেজিস্টার দেখে তা মা-বাবাও জানতে পারে। এখানে তো বাবাই টিচার, তাই তিনি সব জানেন। তোমরা বাবার কাছেই পড়ো। তাই তিনি তোমাদের রেজিস্টারও জানতে পারেন। তোমরাও নিজেদের রেজিস্টার জানতে পারো - কতখানি গুণ আমাদের মধ্যে আছে বা আমরা অন্যদের কতটা নিজেদের সমান বানাতে পারি? আমাদের কী এতটা শক্তি আছে যে কেউ সম্মুখে এলে তার শরীরকে পর্যন্ত ভুলে যাবে? বলা হয়ে থাকে, হিম্মত আমাদের মদদ ঈশ্বরের। বাবা অনেক সাহায্য করেন। তোমরাও যোগের দ্বারা সহায়তা দিয়ে থাকো। বাবার চাই পবিত্রতার সাহায্য। সমস্ত পতিত দুনিয়াকে যোগবলের দ্বারা পাবন করতে হবে। যে যত যোগের সহায়তা দেবে বাবা ততই খুশী হবেন। বাস্তবে এই সহায়তা বাবার জন্য না নিজের জন্য? তোমরা যত পড়বে তত উঁচু পদ পাবে। যত স্মরণ করবে ততই আমাকে পবিত্রতার সহায়তা প্রদান করতে পারবে। আমি আসি পতিতকে পবিত্র বানাতে, পবিত্র দুনিয়ার জন্য। পতিত ও পাবন এখানেই হয়। ওটা হলো নিরাকারী দুনিয়া। গায়নও আছে, পতিত-পাবন এসো। বোঝো না যে, পাবন বা পবিত্র দুনিয়া কাকে বলে। সীতাকে রাবণের জেল থেকে, দুঃখ থেকে মুক্ত করে, তারপর তো সুখও চাই। অন্যেরা শান্তি পায় অনেক কিন্তু সুখ পায় অল্প। তোমরা যেমন সুখ অনেক পাও, তেমন দুঃখও অনেক পাও। শেষে যে সব আত্মারা আসে তারা অল্প পার্ট অভিনয় করে ফিরে চলে যায়। অনেকে এক-দুই জন্মও নেয়। একটু সময়ের জন্য আসা-যাওয়া। তোমাদের হল ৮৪ জন্মের ব্যাপার। ওদের এক-দুই জন্মের। তোমরা ৮৪ জন্মকেই জানো, চক্রকে জানার জন্য চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। ওরা তা হতে পারবে না। ওদের জন্য এই জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান তোমাদের জন্য, যারা কল্প-পূর্বেও এই জ্ঞান নিয়েছিলো। এখন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। এখনই পুরুষার্থের সময় আর তোমাদের জন্যই পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। দেবী-দেবতা ধর্ম অনেক সুখ দেবে, এতো সুখ আর কেউ দিতে

পারবে না।

এই অনাদি ড্রামা তৈরী হয়েই রয়েছে। সবাই তো আর হিরো-হিরোইনের পাট পাবে না। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ অনেক প্রকারের মানুষ আছে। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হল দেবী-দেবতা। শ্রেষ্ঠ তাদেরকেই বলা হয়। তারা তো সত্যযুগেই থাকে। তাদের চিত্রও রয়েছে। কিন্তু কীভাবে তাঁরা এমন হয়েছেন তা কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে - কৃষ্ণ সর্বব্যাপী। তাই ভগবানও সর্বব্যাপী। এসব কথা তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। এই লক্ষ্য খুবই ভালো-বোঝাবার জন্য। সবাইকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সবাই সংবাদ পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাচ্ছে। এখন সময়ও অনেক কম। এতক্ষণ বাচ্চারা যাত্রা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মায়ার তুফান সহ্য করতে পারে না। যুদ্ধের ময়দানে মায়া তো অবশ্যই আক্রমণ করবে। ওস্তাদের থেকেও ওস্তাদ হয়ে লড়বে। অত্যন্ত জোরে ঝড় তুফান আসবে। অনেকে বলে যে যখন থেকে জ্ঞানে এসেছি তখন থেকেই বিদ্বান আসছে, কাজে অনেক ক্ষতি হয়েছে। বাবা বলেন মনে কোরো না যেন জ্ঞানে এসেছো বলেই বিদ্বান আসছে। এ তো দুনিয়ায় হতেই থাকে। এতে ভয় পেয়ে যেও না। কখনো শত্রুর দশা, কখনো রাহুর, কখনো অন্য কারোর দশা বসে থাকবেই। চলতে চলতে ছেড়ে দেয়। রাহুর দশা অত্যন্ত কড়া। মায়া একদম খেয়ে নেয়, তাই কালোর থেকেও কালো হয়ে যায়। মায়া থাপ্পড় মেরে একদম কালো মুখ করে দেয়। মায়াও জিতে যাবে। শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই জয় হলে তবেই রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। ওস্তাদ-কে (বাবাকে) ভুলে যায়, তাই তো মায়া থাপ্পড় মারে। এমন রুহানী সাজনকে সজনীরা ভুলে যায়, এও হল ওয়ান্ডার, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যোগবলের দ্বারা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে। স্মরণের যাত্রায় রেস্ট নিও না। স্মরণ যেন এমন হয় যে তোমার সামনে আসা মানুষ যেন তার শরীর পর্যন্ত ভুলে যায়।

২) শ্রীমতের উপর সংশয় প্রকাশ করে নিজের মনমত চালিও না। প্রতি কথায় রায় নেওয়া, এর মধ্যেই নিজের কল্যাণ আছে মনে করে চলতে হবে।

বরদান:- সহযোগের শুভ ভাবনার দ্বারা আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডল বানানো মাস্টার দাতা ভব প্রকৃতি যেমন নিজের বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে অনুভব করিয়ে থাকে - কখনো গরম, কখনো ঠান্ডা, সেই রকমই তোমরা প্রকৃতিজিৎ সদা সহযোগী, সহজযোগী আত্মারা নিজের শুভ ভাবনার দ্বারা আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডল বানানোতে সহযোগী হও। সে এইরকম বা এইরকম করে, এইসব ভেবো না। যেমনই বায়ুমণ্ডল হোক, ব্যক্তি হোক, আমাকে সহযোগ দিতে হবে। দাতার বাচ্চারা সদাই দিয়ে থাকে। তো সে মনের দ্বারা সহযোগী হও কিংবা বাণীর দ্বারা অথবা সম্বন্ধ সম্পর্কের দ্বারা। কিন্তু লক্ষ্য থাকবে সহযোগী অবশ্যই হতে হবে।

স্লোগান:- ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার স্থিতির দ্বারা সকলের ইচ্ছাকে পূর্ণ করাই হলো কামধেনু হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আঙুকারী হও, বাবার প্রথম আঙুকা হলো - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো"

*প্রশ্ন:- আত্মা রূপী পাত্রটি অশুদ্ধ কেন হয়েছে ? তাকে শুদ্ধ করার সাধন (উপায়) কি ?

*উত্তর:- ব্যর্থ কথা শুনে এবং শুনিয়ে আত্মা রূপী পাত্রটি অশুদ্ধ হয়ে গেছে। এই পাত্রটিকে শুদ্ধ করার জন্য বাবার আদেশ হলো হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল..... এক বাবার কাছে শোনো, বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলে আত্মা রূপী পাত্র শুদ্ধ হয়ে যাবে। আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যাবে।

*গীত:- যে প্রীতমের সাথে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে....

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চারা বুঝে নিয়েছে। বাচ্চাদের ক্ষণে ক্ষণে পয়েন্টস দেওয়া হয়। যেমন বলা হয় ক্ষণে ক্ষণে বাবা ও অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখানে কোনো মানুষকে স্মরণ করার কথা নেই। মানুষ তো কোনো মানুষের বা কোনো দেবতারই স্মরণ করাবে। পারলৌকিক পিতার স্মরণ কেউ করাতে পারে না, কারণ পিতাকে কেউ জানেই না। এখানে ক্ষণে ক্ষণে তোমাদের বলা হয় নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। যেমন পিতার সন্তান হলে সবাই বুঝতে পারে এই সন্তান বাবার উত্তরাধিকার (বর্ষা) নিতে এসেছে। তখন সেই সন্তানের পিতা এবং উত্তরাধিকার দুটিই স্মরণে থাকে। এখানেও ঠিক সেই রকমই হয়। বাচ্চারা অবশ্য বাবাকে জানে না, তাই বাবাকে আসতে হয়। যারা বাবার সঙ্গে আছে তাদের জন্যে এ হল স্তানের বর্ষা। বেদ শাস্ত্রে যা স্তান আছে সেসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। জপ, তপ, দান, পূণ্য, সন্ধ্যা গায়ত্রী ইত্যাদি যা কিছু করে সেসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। সন্ন্যাসীরাও হল ভক্ত। পবিত্রতা ছাড়া কেউ শান্তিধামে ফিরে যেতে পারবে না তাই তারা ঘর সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু সমগ্র দুনিয়ার মানুষ তো এমন করবে না। তাদের এই হঠযোগও ড্রামাতে ফিক্সড আছে। বাচ্চারা তোমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিতে আমি প্রতি কল্পে একবার-ই আসি। আমার অন্য কোনো অবতার হয়না। রি-ইনকারনেশন অফ গড। তিনি হলেন উঁচু থেকেও উঁচু। তারপরে রি-ইনকারনেশন অফ জগৎ অশ্বা ও জগৎ পিতাও অবশ্যই হওয়া উচিত। বাস্তবে রি-ইনকারনেশন শব্দটি কেবল বাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। যদিও প্রতিটি বস্তু পুনরায় রি-ইনকারনেট হয়। যেমন এখন ব্রষ্টাচার আছে তো বলা হবে ব্রষ্টাচার রি-ইনকারনেট হয়েছে। পুনরায় ব্রষ্টাচার হয়েছে, পুনরায় শ্রেষ্ঠাচার আসবে। রি-ইনকারনেট তো প্রত্যেকটি বস্তুর হয়। এখন হল পুরানো দুনিয়া, পুনরায় নতুন দুনিয়া আসবে। নতুন দুনিয়া আসার পরে বলা হবে আবার পুরানো দুনিয়া আসবে। এইসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। যখন এখানে বসে থাকো তখন সর্বদা এমন ভাববে - আমি আত্মা, আমাকে পিতা আদেশ করেছেন যে - আমায় (অর্থাৎ পিতাকে) স্মরণ করো। বাচ্চারা ছাড়া তো আর কেউ পিতার আদেশ প্রাপ্ত করেনা। বাচ্চাদের মধ্যেও কেউ আঙুকারী হয়, কেউ আবার অবজ্ঞাও করে। বাবা বলেন - হে আত্মারা, তোমরা আমার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগাও। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন, বাবা ব্যতীত কোনো বিদ্বান - পন্ডিত ইত্যাদি এমন বলবেনা যে - আমি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। তারা আত্মাকেই পরমাত্মা ভেবে নেয়। তারা হল ভুল। তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা এই শরীর দ্বারা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। শরীর ছাড়া তো অ্যাক্ট করা সম্ভব নয়। সর্বপ্রথমে তো নিশ্চয় চাই। নিশ্চয় ব্যতীত কিছুই বুদ্ধিতে বসবে না। প্রথমে নিশ্চয় চাই আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এবং সাকারে হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। সব আত্মারাই হল শিবের সন্তান, তাই শিবকুমার বলা হবে, কুমারী নয়। এই সব কথা ধারণ করতে হবে। ধারণা তখন হবে যখন নিরন্তর স্মরণ করবে। স্মরণ করলেই বুদ্ধি রূপী পাত্রটি শুদ্ধ হবে। ব্যর্থ কথা শুনে শুনে পাত্রটি অশুদ্ধ হয়ে গেছে, এই পাত্রকেই এবার শুদ্ধ করতে হবে। বাবার আদেশ হল আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বুদ্ধি পবিত্র হবে। তোমাদের আত্মায় খাদ বা অশুদ্ধি পড়েছে, এখন পবিত্র হতে হবে। সন্ন্যাসী বলেন আত্মা হলো নির্লিপ অর্থাৎ যার উপরে কোনো লেপ বা প্রভাব পড়ে না। বাবা বলেন আত্মাতেই খাদ পড়েছে অর্থাৎ অশুদ্ধির প্রভাব পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা ও শরীর দুই-ই হল পবিত্র। দুই-ই পবিত্র কেবল সত্যযুগে হয়। এখানে তো হতে পারেনা। তোমরা আত্মারা নম্বর অনুসারে পবিত্র হচ্ছে। এখনও সম্পূর্ণ পবিত্র হও নি। কেউ পবিত্র নয়। সবাই পুরুষার্থ করছে। শেষে নম্বর অনুযায়ী সবার রেজাল্ট বেরোবে।

বাবা এসে সব আত্মাদের আদেশ করেছেন যে - আমাকে স্মরণ করো, নিজেকে অশরীরী ভাব, দেহী-অভিমানী হও। মূল কথাটি এই যে, বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারবে না। প্রথমে এই কথাটি সম্পূর্ণ নিশ্চয় হলে তবে বিজয় প্রাপ্ত করবে।

নিশ্চয় না হলে বিজয় লাভ হবে না। "নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয় বুদ্ধি বিনশন্তী" । গীতায় কোনো কোনো শব্দ খুব ভালো আছে। একেই বলা হয় আটায় যেটুকু লবণ (সেটুকুই সত্য) । বাবা বলেন আমি তোমাদের সব বেদ শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বোঝাই যে এতে কি আছে ? এইসবই হল ভক্তি মার্গের পথ। এসবও ড্রামাতে ফিফ্‌ড আছে। এই প্রশ্ন উঠতে পারেনা যে এই ভক্তিমার্গ কেন বানানো হয়েছে? এটাই হল অনাদি তৈরি করা ড্রামা। তোমরাও এই ড্রামায় বাবার কাছে স্বর্গের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার অনেক বার নিয়েছ আর নিতেও থাকবে। কখনও শেষ হবেনা। এই চক্র অনাদি রূপে পরিক্রমা করতেই থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন দুঃখ ধামে আছ তারপরে শান্তিধাম যাবে, শান্তিধাম থেকে সুখধামে আসবে তারপরে আবার আসবে দুঃখধামে - এইভাবে অনাদি চক্র চলতেই থাকে। সুখধাম থেকে দুঃখধামে আসতে বাচ্চারা তোমাদের ৫ হাজার বছর লাগে। যে সময়ে তোমরা ৮৪ জন্ম নাও। শুধু তোমরা বাচ্চারা-ই ৮৪ জন্ম নাও, সবাই নিতে পারবে না। এই অসীম জগতের বাবা তোমাদের ডায়রেক্ট বোঝাচ্ছেন, আর অন্য বাচ্চারা মুরলী শুনবে বা পড়বে বা টেপ রেকর্ডারে শুনবে। টেপ রেকর্ডারে সবাই শুনতে পারবে না। সুতরাং বাচ্চারা, সর্বপ্রথমে তোমাদেরকে উঠতে-বসতে স্মরণে থাকতে হবে। মানুষ তো রাম নামের মালা জপ করে। রুদ্রাক্ষের মালা বলা হয়, তাই না ! এবারে রুদ্র তো হলেন ভগবান। এই মালাতে আবার মেরু দানা একত্রিত আছে। সে তো বিষ্ণুর যুগল স্বরূপ। তাঁরা কে ? এই মাতা পিতা, যাঁরা বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হন, তাঁদের মেরু দানা বলা হয়। ফুল হলেন শিববাবা, তারপরে মেরু দানা হলেন মাঝা-বাবা, যাঁকে মাতা-পিতা বলা হয়। বিষ্ণুকে মাতা পিতা বলা যাবেনা। লক্ষ্মী-নারায়ণ-কে তাঁদের সন্তানরাই মাতা পিতা বলে ডাকবে। আজকাল তো সব দেবী-দেবতাদের মূর্তির সামনে গিয়ে বলে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব ব্যস, যদি কেউ একজন মহিমা করে তো সবাই তাদের ফলো করা শুরু করে দেয়। এ হল আন-রাইটিয়াস (ভুলে ভরা/অসত্য) দুনিয়া। কলিযুগকে বলা হয় আন-রাইটিয়াস, সত্যযুগকে বলা হয় রাইটিয়াস। সেখানে আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র হয়। সত্যযুগে কৃষ্ণ হয় ফর্সা, আর শেষ জন্মে কৃষ্ণের আত্মা হয়ে যায় শ্যাম। এই ব্রহ্মা-সরস্বতী এই সময়ে শ্যাম বর্ণ। আত্মা কালো হয়েছে তাই তার গহনা অর্থাৎ দেহটিও কালো হয়েছে। সোনায় কিছু খাদ মিশিয়ে গহনা তৈরি করা হয়, ফলে সেই গহনা হয়ে যায় খাদ যুক্ত। সত্যযুগে যখন দেবী-দেবতাদের গভর্নমেন্ট থাকে তখন এই খাদ বা মিথ্যা কিছুই থাকেনা সেখানে তো সোনার মহল তৈরি হয়। ভারত সোনার পাখি ছিল, এখন তো মিশ্রণ হয়েছে। এমন ভারতকে পুনরায় স্বর্গ কেবল বাবা-ই বানাতে পারেন।

বাবা বোঝান, শ্রীমৎ ভগবানুবাচ আছে কিনা। কৃষ্ণ তো দৈবী গুণধারী হয়, দুই হাত, দুই পা আছে যাঁরা। চিত্রে কোথাও নারায়ণকে, কোথাও লক্ষ্মীকে চার ভূজাধারী দেখানো হয়েছে। 'ওম্' শব্দ বলা হয়, ওম্ শব্দের অর্থ বলা হয় - ওম্ অর্থাৎ গড, চারিদিকে গড বিরাজিত । কিন্তু এই কথাটি ভুল। ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা। বাবাও বলেন অহম্ আত্মা কিন্তু আমি হলাম সুপ্রিম, তাই আমাকে পরমাত্মা বলা হয়। আমি পরমধামে বাস করি। উঁচু থেকে উঁচু ভগবান আর তারপরে সূক্ষ্ম বতনে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের আত্মা আছেন। আরো নীচে এলে এই মনুষ্য লোক আছে। ওটা হল দেব লোক, আর তার উপরে হল আত্মাদের লোক, যাকে মূল বতন বলা হয়। এইসব হল বোঝার বিষয় । বাচ্চারা, তোমাদের এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে সম্পদশালী দ্বি-মুকুট ধারী হয়ে যাও। দেখো, শ্রীকৃষ্ণের দুটি মুকুট আছে, তাই না। সেই বাচ্চাটি চন্দ্রবংশীতে এলে আত্মার দুই কলা কম হয়ে যায় । তারপরে বৈশ্য বংশে এলে আরও চার কলা কম হয়ে যাবে। তখন লাইটের মুকুট আর থাকবে না। বাকি রত্ন জড়িত মুকুট থাকবে। তারপরে যারা ভালো দান পুণ্য করে, এক জন্মের জন্যে তারা ভালো রাজস্ব প্রাপ্ত করে। পরের জন্মে ভালো দান পুণ্য করলে আবার রাজস্ব প্রাপ্ত হয়। এখানে তো তোমরা ২১ জন্মের জন্যে রাজস্ব প্রাপ্ত করো, পরিশ্রম করতে হয়। অতএব বাবা নিজের পরিচয় দেন, বলেন - আই এম সুপ্রিম সোল। তাই ওঁনাকে পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা সেই সুপ্রিমকে স্মরণ কর। তোমরা হলে শালিগ্রাম, এ কথাও কেউ জানেনা। তোমরা শিববাবার সন্তান, ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর, তাই তোমাদের পূজা হয়। তারপরে তোমরা দেবতা রূপ ধারণ কর, তখনও তোমাদের পূজা হয়। শিববাবার সঙ্গে তোমরা এত সার্ভিস করো, তার জন্যেই শালগ্রামেরও পূজা হয়। যারা উত্তম থেকেও উত্তম অর্থাৎ সর্বোত্তম কর্তব্য করে, তাঁদেরই পূজা হয় এবং কলিযুগে যারা সংকর্ম করে তাদের স্মরণিকা তৈরি করা হয়। কল্প-কল্প বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের রহস্য বোঝান অর্থাৎ তোমাদের স্ব-দর্শন চক্রধারী বানান। স্ব-দর্শনচক্র বিষ্ণুর হতে পারে না, তিনি তো হলেন দেবতা। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের মধ্যেই আছে। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে, তখন আর এই জ্ঞান থাকবে না। সেখানে তো সবাই থাকে সদগতিতে। তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান এখনই শুনছো, পরে রাজস্ব প্রাপ্ত করবে। স্বর্গের স্থাপনা হয়ে গেলে এই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকবে না।

বাবা-ই এসে নিজের এবং রচনা-র পুরো পরিচয় দেন। সন্ন্যাসীরা মাতাদের নিন্দা করে, কিন্তু বাবা এসে মাতাদের

সম্মানিত করেছেন। বাবা এই কথাও বোঝান যে এই সন্ন্যাসীরা না থাকলে ভারত কাম চিতায় বসে একেবারে ভস্ম হয়ে যেত। যখন দেবী দেবতারা বাম মার্গে গমন করেন তখন সেই সময় এমন বিশাল ভূমিকম্প ইত্যাদি হয় যে সব কিছু মাটির নীচে চলে যায়। অন্য কোনো খন্ড তো থাকে না, শুধু ভারত-ই থাকে। ইসলামী ইত্যাদি তো পরে আসে তখন সত্যযুগের কোনো কিছুই আর এখানে থাকে না। তোমরা যে সোমনাথ মন্দিরটি দেখছ সেটা বৈকুণ্ঠে ছিল না। এই মন্দির তো ভক্তি মার্গে তৈরি হয়েছে, যে মন্দিরটি মহম্মদ গজনী ইত্যাদিরা লুট করেছিল। বাকি দেবতাদের মহল ইত্যাদি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। এমন তো নয় সব মহল গুলি নীচে চলে গেছে সেইসবই আবার উপরে চলে আসবে। না সেসব তো মাটির তলায় নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে যখন খনন কার্য হয় তখন কিছু অবশেষ প্রাপ্ত হয়। এখন তো কিছুই পাওয়া যায়না। শাস্ত্রে এইসব কথা নেই। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সর্বপ্রথম তো এই নিশ্চয় চাই। নিশ্চয়েই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বলে - ভগবান আসবে কিভাবে ? আরে, শিব জয়ন্তী পালন হয় তো নিশ্চয়ই এসেছিলেন কখনও। বাবা বুঝিয়েছেন আমি বেহদের দিন ও রাতের সঙ্গমে আসি। এই কথা কেউ জানেনা যে কোন্ সময় আসি ? তোমরা বাচ্চারা জানো। বাবা এসেই এই জ্ঞান দিয়েছেন এবং দিব্য দৃষ্টি দ্বারা এই চিত্র ইত্যাদি বানিয়েছেন। গীতায়ও কল্প বৃক্ষের কিছু বর্ণনা আছে। বাবা বাচ্চাদের বলেন - তোমরা আমার সঙ্গে এখন আছো, কল্প পূর্বেও ছিলে এবং প্রতি কল্প কল্পে আমরা মিলিত হব। আমি কল্প-কল্প তোমাদের জ্ঞান প্রদান করব। এর দ্বারা এই চক্রটিও প্রমাণিত হয়। কিন্তু তোমরা ছাড়া এই চক্রটি আর কেউ বুঝতে পারবে না। এ হল সম্পূর্ণ সৃষ্টির চিত্র, কেউ নিশ্চয়ই তৈরি করেছে। বাবাও বোঝান, বাচ্চারাও এই চিত্রের বিষয়টি নিয়ে বোঝায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রতিটি পরিস্থিতিতে বিজয় নিশ্চিত জেনে নিশ্চয় বুদ্ধি অবশ্যই হতে হবে। সদগতি দাতা বাবার প্রতি কখনও সংশয় প্রকাশ করবে না।

২) বুদ্ধিকে পবিত্র বা শুদ্ধ করার জন্যে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। ব্যর্থ কথা শুনবে না, শোনাতে হবে না।

বরদানঃ:- অসীমের স্মৃতি স্বরূপের দ্বারা সকল লৌকিক কথার অবসানকারী অনুভবী মূর্তি ভব তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা হলে ডায়রেক্ট বীজ আর মুখ্য দুই পাতা, ত্রিমূর্তির সাথে নিকট সম্বন্ধের কাণ্ড হলে তোমরা। এই উঁচু স্থিতিতে স্থিত থাকো, অসীমের স্মৃতি স্বরূপ হও তাহলে লৌকিকের ব্যর্থ কথা সমাপ্ত হয়ে যাবে। নিজেকে অসীম জগতের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বানাও তাহলে সদা সকল বিষয়ে অনুভবী মূর্তি হয়ে যাবে। যেটা অসীম জগতের পূর্বজ আত্মার অক্যুপেশন, সেটা সর্বদা স্মৃতিতে রাখো। তোমাদের পূর্বজদের কাজ হলো অমর জ্যোতি হয়ে অন্ধকারে উদ্ভাস্ত হওয়া আত্মাদেরকে সঠিক দিশা দেখানো।

স্লোগানঃ:- কোনও কথাতে বিমর্ষ হওয়ার পরিবর্তে আনন্দের অনুভব করাই হলো মত্ত যোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সদা সমর্থ থাকার সহজ বিধি – শুভচিন্তন করো আর শুভ চিন্তক হও"

আজ স্নেহ সম্পন্ন স্মৃতি দিবস। চতুর্দিকের বাচ্চাদের স্নেহের, হৃদয়ের আওয়াজ বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। এই স্নেহ সুখস্বরূপ স্নেহ। এই দিবসকে বাপদাদা স্মৃতি দিবসের সাথে-সাথে সমর্থী দিবস বলে থাকেন। কারণ ব্রহ্মাবাবা তাঁর নিজের সাকার স্বরূপে সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি বাচ্চাদের অর্পণ করেছেন তাদের সাকার রূপে সর্বকার্য করার জন্য। এই দিবসকে সন শোজ্ ফাদারের বরদানের দিন বলা হয়ে থাকে। সাকার রূপে বাচ্চাদের সামনে রেখেছেন আর ফরিস্তা রূপে নিজের বাচ্চাদের এবং বিশ্বের সেবা আরম্ভ করেছেন। এই ১৮-ই জানুয়ারি ব্রহ্মাবাবার সম্পূর্ণ নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপের দিবস ছিল। যেমন, গীতার ১৮ অধ্যায়ের সার – ভগবান অর্জুনকে নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ বানিয়েছেন। তো এটা ১৮-র স্মারক যে, বাচ্চাদের প্রতি ব্রহ্মাবাবা কতই না অতি-স্নেহী থেকেছেন, যার অনুভাবী ছিল বাচ্চার, সেবায় নিমিত্ত বাচ্চাদের তিনি কত স্মরণ করতেন! তোমরা অনুভাবী তো না! তাঁর কোনো মোহ ছিল না, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে প্রেম ছিল। কেননা, মোহ তাকেই বলা যায় যাতে নিজের স্বার্থ থাকে। তো ব্রহ্মাবাবার কোনো স্বার্থ ছিল না, কিন্তু সেবার্থে বাচ্চাদের প্রতি অতি স্নেহ ছিল। যদিও সাথে থেকেছেন, বাচ্চাদের সামনে দেখেছেন, তবুও বাচ্চাদের স্মরণ দেহরূপে তাঁকে আকর্ষণ করেনি। একেবারেই স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় ছিলেন। সেইজন্য বলা হয়ে থাকে স্মৃতি স্বরূপ নষ্টমোহ। কোনো রূপ আমিশ্বভাব ছিল না, দেহবোধের থেকেও নষ্টমোহ। তাইতো এই দিবস এই ভাবে ফলো ফাদারের পাঠ পড়ানোর দিবস হিসেবে রয়েছে।

এই অব্যক্ত দিবস ছিল দুনিয়ার অ-জ্ঞান আত্মাদের পরমাত্ম-কার্যের প্রতি জাগানোর। কারণ মেজরিটি লোক ব্রহ্মাবাবাকে দেখে এটাই ভাবতো কিংবা বুঝতো যে, এদের পরম আত্মা ব্রহ্মা। এই সকল ব্রহ্মাকুমারী, ব্রহ্মাকেই ভগবান মানে। তাছাড়া, ব্রহ্মা সাকারের পাঠ পরিবর্তন করেছেন তো কী ভাবে শুরু করেছে তারা! এখন তো ব্রহ্মাকুমারীদের ভগবান চলে গেছেন আর এই ব্রহ্মাকুমারীদের কার্য আজ নয়তো কাল সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা জানো যে, এনাদের করাবনহার ছিলেন পরম আত্মা, যিনি ব্রহ্মার দ্বারা কার্য করাচ্ছিলেন; তিনি আছেন এবং অন্ত পর্যন্ত থাকবেন। তো এ হলো পরমাত্ম-কার্য, মানবীয় কার্য নয়। তারা তখন এটা বুঝতে পারে ব্রহ্মা বাবার সাকার পাঠ পরিবর্তন হওয়ার পরে, বুঝতে পারে যে, কোনো শক্তি এদেরকে চালাচ্ছে। এমনকি, এখনও বেচারীরা পরমাত্মাকে জানে না। কিন্তু কোনো শক্তি তোমাদেরকে দিয়ে কার্য করাচ্ছে, এটা তারা দেখছে, কিন্তু তা' কোন্ শক্তি? সেটা নিয়ে ভাবছে, যেমনই হোক, অবশেষে তাদের বুঝতে তো হবেই। সুতরাং কার কার্য? ব্রহ্মা বাবার নাকি ব্রহ্মার দ্বারা পরম আত্মার? কার্য কার?

যে বাচ্চারা বাবার সাকার পাঠের পরে এসেছে তারা ভাবে যে, ব্রহ্মা বাবা নিজের সাকার পাঠ এত তাড়াতাড়ি কেন সমাপ্ত করেছেন? আমরাও দেখতাম তো না! আমরা মিলিত হতাম! এভাবে তোমরা ভাবো, ভাবো না? কিন্তু পূর্ব কল্পেরও গায়ন আছে যে, কৌরব সেনার নিমিত্ত হওয়া মহাবীরের কল্যাণ কার দ্বারা হয়েছে? শক্তির দ্বারা হয়েছে, তাই না! তো শক্তির সাকার রূপের পাঠ ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। আর সবাই মানেও যে, মাতৃ শক্তি ব্যতীত এই বিশ্বের কল্যাণ হওয়া অসম্ভব। তো ব্রহ্মা বাবা ফরিস্তা কেন হয়েছে? সাকার পাঠ কেন পরিবর্তন হয়েছে? যদি ব্রহ্মা বাবা ফরিস্তা রূপ ধারণ না করতেন তবে তোমরা এত আত্মা এখানে পৌঁছাতে পারতেন না। কারণ, বায়ুমন্ডলের ত্রান্তি গুলি এই বিশ্ব ত্রান্তির (পূর্ণ পরিবর্তন) কার্যকে লঘু করে তুলেছিল। সুতরাং ব্রহ্মা বাবার ফরিস্তা হওয়া সবচাইতে বেশি ছিল তোমরা সব বাচ্চার ভাগ্য খোলার কারণ। এখন ফরিস্তা রূপে সেবার যে ফাস্ট গতি হয়েছে তা' তোমরা দেখছো তো না! ফাস্ট গতি হয়েছে নাকি কম হয়েছে? ফাস্ট হয়েছে তো না! সুতরাং, ফাস্ট গতি হয়েছে তবে তো তোমরা এখানে পৌঁছেছো। নয়তো তোমরা এখনও গভীর ঘুমে থাকতেন। তো আজকের দিবস সে'রকম নয় যেভাবে লোকে পালন করে – চলে গেলেন, চলে গেলেন! বরং উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে - ফলো ফাদার, আমরাও এইরকম স্মৃতিস্বরূপ হবো। প্র্যাকটিক্যাল পাঠ পড়ার দিবস এটা।

আজ তোমাদের হৃদয় থেকে কারও চোখের জল বেরিয়েছে? বেরিয়েছে নাকি ভিতরে-ভিতরে অল্প এসেছে! দুঃখের তরঙ্গ সামান্য হলেও যার এসেছে সে হাত তোলো। দুঃখ হয়েছে? হয়নি? ব্রহ্মা বাবার তো আজ সেবার সাথী হওয়ার দিন। তোমরা সবাই সাথী নাকি সাক্ষী? সেবাতে সাথী আর মায়ার সমস্ত পরিস্থিতিতে সাক্ষী। মায়াকে ওয়েলকাম করেছে, নাকি ঘাবড়ে যাও-হায়! কী হয়ে গেল! অল্প অল্প ঘাবড়ে যাও? মায়ার অতি সামান্য রূপগুলো তো তোমরাও জেনে গেছো আর মায়াও ভাবে যে, এরা জেনে গেছে, কিন্তু যখন কোনও ভয়ঙ্কর রূপে মায়া আসবে তখন সদা সাক্ষী হয়ে খেলা করো।

যেভাবে ওই কুস্তির খেলা হয়, দেখেছো নাকি দেখাব? এখানে বাচ্চারা করে দেখায় তাই না! সুতরাং মনে করো এটা কুস্তিখেলা, খেলছে, ভালো করে মারো। ঘাবড়ে যেও না। এটা খেলা। তো সাক্ষী হয়ে খেলা করতে মজা আসে আর মায়া এসে গেছে, মায়া এসে গেছে তো ঘাবড়ে যাও। মায়ার এখন একটুও শক্তি নেই। শুধু বাইরের রূপ বাঘের, এমনকি বিড়ালও নয়। শুধু তোমাদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বড় রূপ নিয়ে আসে, তোমরা আবার ভাবো জানি না এবারে কী হবে! তো এটা কখনো ব'লো না - কী করবো, কীভাবে হবে, কী হবে...! বাপদাদা কিন্তু আগেই এই পাঠ পড়িয়েছেন, যা হচ্ছে তা' ভালো আর যা হওয়ার আছে তা' আরও ভালো। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ ভালো আর ভালো। হতে পারে এমন বিষয় যা তোমাদের স্বপ্নেও কখনো হয় না আর কিছু বিষয় এমন হয় যে অজ্ঞান কালে হয়নি, কিন্তু জ্ঞানের পরে হয়েছে। অজ্ঞানকালে কখনো বিজনেস টালমাটাল হয়তো হয়নি আর জ্ঞানে আসার পরে হয়ে গেলো, ঘাবড়ে গেলে - হায়! জ্ঞান ছেড়ে দিই! কিন্তু কোনও পরিস্থিতি যখন আসে তখন সেই পরিস্থিতিতে একটু সময়ের জন্য নিজের শিক্ষক মনে করো। শিক্ষক কী করেন? শিক্ষা দেন তো না! তো পরিস্থিতি তোমাদের বিশেষ দুই শক্তির অনুভাবী বানায় – এক, সহনশক্তি, স্বতন্ত্রভাব, নষ্টমোহ আর দ্বিতীয়তঃ, মোকাবিলা করার শক্তির পাঠ পড়ায় যার দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য তোমরা শিখে নাও যে এটা পরিস্থিতি, এই দুটি পাঠ পড়াতে এসেছে। আর তোমরা নিজেকে যেটা বলতে থাকো যে, আমি তো ট্রাস্টি, আমার কিছু নেই, ঠেকানোর কথা ব'লো না তো! হৃদয় থেকে ব'লো? ট্রাস্টি হয়েছে নাকি একটু গৃহস্থ রয়েছে? কখনো গৃহস্থ হয়ে যাও কখনো ট্রাস্টি হয়ে যাও?

নিউ ইয়ারে বাপদাদাকে দু-চারটে খেলনা দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল, একদিকে করলে ভাই, আরেকদিকে যদি করো তো ফিমেল, একই খেলনা বদলে যেতো। এক সেকেন্ডে ওটা হয়ে যায়, এক সেকেন্ডে ওটা হয়ে যায়। তো তোমরা এইরকম খেলনা নও তো না! এই মুহূর্তে গৃহস্থ, পরমুহূর্তে ট্রাস্টি। অল্প-স্বল্প কখনো কখনো তো হয়ে যায়? তোমরা ঘাবড়ে যাও তো না, তখন মায়া বুঝে যায় যে, এ' ভয় পেয়ে গেছে, মারো প্রবলভাবে। সেইজন্য ঘাবড়ে যেও না। ট্রাস্টি অর্থাৎ প্রথম থেকেই সবকিছু ছেড়ে দেওয়া। ট্রাস্টি মানে সব বাবাকে অর্পণ করে দেওয়া। আমার কী হবে! ব্যস্ বে বে আসে তো না, তখনই গড়বড় হয়। সব ভালো আর ভালো হওয়ারই আছে, নিশ্চিত - একে বলা হয়ে থাকে সমর্থ স্বরূপ। তাহলে, আজকের দিন কীরকম? সমর্থ হওয়ার, নষ্টমোহ হওয়ার। এই দিন শুধু বাবা খুব স্মরণে আসার, গীত গাওয়ার নয়। তো ড্রামাতে ব্রহ্মা বাবার ফরিস্তা রূপে নিমিত্ত হওয়ার কারণ পরমাত্ম-কার্য প্রত্যক্ষ করানোর জন্য। ব্রহ্মা বাবা আছেন নাকি নেই? (আছেন) তাঁকে দেখা তো যায় না।

দেখো, তোমরা যারা পরে এসেছো তারা খুব লাকি। কেন? তোমরা সময়মতো এসেছো যখন সেবার জন্য সমূহ সাধন প্রস্তুত আছে। ৬০ বছর ধরে আছেন যারা তাঁরা মাখন বের করেছেন আর মাখন খেতে তোমরা এসে গেছো। আজ তো হিস্ট্রি শুনে থাকবে, শুনেছো না, এত পরিশ্রম তোমরা যদি করতে তো পালিয়ে যেতে। তাছাড়া, বর্তমান সময় সেবার বায়ুমন্ডল তৈরি হয়ে আছে। এখন হয় প্রেসিডেন্ট, অথবা প্রাইম মিনিষ্টার, নতুবা যে কোনও নেতা, মেজরিটি এটা তো অন্তত মানে যে, কার্য ভালো, আমরা করতে পারি কি না পারি সেটা আলাদা বিষয়। প্রত্যেকের পাট তার নিজস্ব। কিন্তু এটা ভালো কার্য আর এই কাজ পরবর্তীতে আরও বর্ধিত হওয়া উচিত, এটাই তো বলে, তাই না! প্রথমে কী বলতো! বলতো যে, ব্রহ্মাকুমারীদের মুখও দেখো না। শুরুতে যদি নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য যেতেও, তো দরজা বন্ধ করে দিত। সুতরাং তোমরা ভালো টাইমে এসেছো, তাই না! সেবার জন্য অনেক চাপ্স রয়েছে। যত সেবা করতে চাও ততই করতে পারো। এখন সবাই বোঝে যে, সাকার ব্রহ্মার পরেও ব্রহ্মাকুমারীরা সিলভার জুবিলি উদযাপন করে নিয়েছে, গোল্ডেনও উদযাপন করে নিয়েছে, এখন ডায়মন্ড পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কেননা, কোনও বড় গুরু যদি চলে যান তাহলে বিশৃঙ্খলা হয়। এখানে বিশৃঙ্খলা আছে কী? এখানে তো আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তো এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কার্য করানো বাবা পরম আত্মা, নিমিত্ত মাধ্যম ব্রহ্মা বাবা। এখনও মাধ্যম ব্রহ্মা বাবা। এই পাট কিছু আলাদা কিন্তু ড্রামাতে প্রথম মাধ্যম ছিলেন সাকার ব্রহ্মা আর এখন ব্রহ্মা ফরিস্তা রূপে রয়েছে। ব্রহ্মাকে পিতা বলা হবে, রচয়িতা তো ব্রহ্মা, তাই না! এই পাট তো মাঝে মাঝে বাচ্চাদের লালন পালন করার নিমিত্ত। কিন্তু রচয়িতা ব্রহ্মা আর রচনার কার্যে এখনও অন্ত পর্যন্ত ব্রহ্মারই পাট রয়েছে।

তো আজকে সারাদিনে কার কার কাছে মায়া এসেছে? নাতি পুতি কারো স্মরণে আসেনি তো? তো সদা এইরকম সমর্থ থাকো। আর এর সবথেকে সহজ বিধি হলো দুটি শব্দকে স্মরণে রাখো। দুটি শব্দকে স্মরণে রাখতে পারবে তো না? পুরো মুরলী ভুলে গেলেও কিন্তু দুটি শব্দকে স্মরণে রাখো আর প্র্যাকটিক্যাল করে থাকো। সেই দুটি শব্দ, জানোও তোমরা, কোনো নতুন কথা নয়। এক হলো শুভ চিন্তন, যে কোনো নেগেটিভকেও পজেটিভ করো। একে বলা হয় শুভ চিন্তন।

নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে যেতে পারে আর তোমরা সেটাকে বদলে দিতে পারো, কেবল চেক করো যে, কর্ম করার সময়ও শুভ চিন্তন চলতে থাকে? আর দ্বিতীয় হলো সকলের প্রতি শুভ চিন্তক। তো শুভ চিন্তন আর শুভ চিন্তক এই দুয়ের সম্বন্ধ রয়েছে। যদি শুভ চিন্তন না হয়ে থাকে তবে শুভ চিন্তকও হতে পারবে না। সেইজন্য এই দুটি বিষয়ের প্রতি অ্যাটেনশন রাখবে। বুঝেছো? কি করবে? একে ভুলে যেও না। কেননা এখন দেখা গেছে যে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে, লোকজন রয়েছে যারা তোমাদের কথা বাণীর দ্বারা বুঝতে পারবে না, কিন্তু শুভ চিন্তক হয়ে শুভ ভাইব্রেশন দাও, তাহলে তারা বা পরিস্থিতি বদলে যাবে। আর তোমরাও একটি বিষয়ের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা সব কিছুর থেকে মুক্ত হতে চলেছো তোমরা তাই না? মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ৯ টি জিনিসের কথা তোমাদেরকে বলে দিয়েছি এই নয়টি জিনিসের থেকে যদি মুক্ত হয়ে যাও তবে নয় রঙ্গ হয়ে যেতে পারবে। তো আজ বাপদাদা একটি বিষয়ের স্মৃতি স্মরণে এনে দিচ্ছন - যখনই কোনো শারীরিক ব্যাধি হোক, মনের মধ্যে তুফান উঠুক, শরীরে অস্থিরতা উৎপন্ন হোক না কেন, প্রবৃত্তিতে আসুক, সেবাতেও অস্থিরতার পরিবেশের সৃষ্টি হোক না কেন, কোনো প্রকারেরই অস্থিরতাতে মন যেন কখনোই বিমর্ষ হয়ে না পড়ে। উদার হৃদয় হও। বাবার হৃদয় কতো বিশাল! ছোট কি? বাবা হলেন উদার হৃদয়ের আর বাচ্চারা যদি ক্ষুদ্রমনা হয়, অসুস্থ হলো তো কাঁদতে শুরু করে দিলো - ব্যথা, ব্যথা। তো বিমর্ষ হয়ে পড়া কি ওষুধ হলো? তাতে অসুখ চলে যাবে নাকি বাড়বে? যখন হিসাব পত্র এসে গেছে, ব্যথা বেদনা এসে গেছে তাহলে তো হিসাব পত্র এসে গেছে না? কিন্তু বিমর্ষ হয়ে গেলে ব্যাধিকেও বাড়িয়ে দেয়। সেইজন্য সাহসী হও, তবে বাবাও সহায় হবেন। এই রকম নয় যে, কাঁদতেই থাকলে - হায় কি করি, কি করি আর তারপর ভাবতে বসলে যে বাবা সহায় হচ্ছেন কোথায়! তারই সহায় হবেন যে সাহস রাখবে। আগে হলো বাচ্চাদের সাহস তারপরে হলো বাবার সহায়তা।

তো সাহস তো হারিয়ে ফেলেছো আর ভাবতে শুরু করলে যে, বাবা তো সহায় থাকেন না, সময় মতো তো বাবা সাহায্যই করেন না! তো অর্ধেক শব্দকে স্মরণ ক'রো না, বাবা সহায় - কিন্তু কার? তো অর্ধেক শব্দকে ভুলে গিয়ে অর্ধেক শব্দকে মনে রাখো তোমরা যে, কি জানি বাবা বোধ হয় মহারথীদেরই সহায় হন, আমার জন্য তো করেন না, আমাকে তো দেনই না। আগে তোমরা, মহারথীরা হলো পরে। কিন্তু বিমর্ষ হয়ো না আর মনের মধ্যে যদি কোনো জটিলতার সৃষ্টিও হয়, এই রকম সময়ে নির্ণয় শক্তি চাই আর নির্ণয় শক্তি তখন এসে যেতে পারে, যখন তোমাদের মন বাবার তরফে থাকবে। আর যদি জটিলতার মধ্যেই থেকে যাও, তবে হ্যাঁ - না, হ্যাঁ - না, এই জটিলতার মধ্যে থেকে যাবে। সেইজন্য মনের দিক থেকেও বিমর্ষ হয়ো না। আর ধনও কখনো কখনো ওঠা নামা করে, কোটিপতিদের অবস্থাও যদি ওঠা নামা করে থাকে, তাদের তুলনায় তোমরা কি? সেটা তো হওয়ারই। কিন্তু তোমাদের নিশ্চয় দূঢ় যে, বাবার সাথী যে, সৎ যারা, যে কোনো অবস্থাতেই বাপদাদা তাদের ডাল - রুটির ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। দুই - দুই প্রকারের সবজী হয়তো খাওয়াবেন না, ডাল - রুটি খাওয়াবেন। এই রকম অলস বা অমনোযোগীরা পাবে না। এছাড়া সত্য হৃদয়ের অধিকারীদের প্রতি সাহেব সন্তুষ্ট থাকেন। আর পরিবারেও তো মনোমালিন্য হবেই। তোমরা তো বলে থাকো যে, অতি-র পরে অন্ত হতেই হবে। চরম সীমার দিকে যাচ্ছে আর যেতেও হবে, সুতরাং পরিবারের মনোমালিন্য হবে না, সেটা হতে পারে না, হতে হবে! কিন্তু তোমরা ট্রাস্টি হয়ে, সাক্ষী হয়ে বাবার থেকে শক্তি নিয়ে পরিস্থিতির সমাধান করো। গৃহস্থী হয়ে যদি ভাবো তবে আরোই সমস্যার সৃষ্টি হবে। আগে একেবারে ডিট্যাচড ট্রাস্টি হয়ে রাও। 'আমার' নয়। এই 'আমার' ভাব - আমার নাম খরাপ হবে, আমার গ্লানি হবে, আমার সন্তান আর আমার..., আমার শাশুড়ি আমাকে এই এই বলে... এই 'আমার' 'আমার' যখন আসে তখনই সব পরিস্থিতি চলে আসে। 'আমার' যেখানেই আসবে সেখানেই বুদ্ধির অভিমুখ ঘুরে যেতে থাকে, বদলে যেতে থাকে। বুদ্ধি যদি কোথাও জটিলতায় ফঁসে গিয়ে বদলে যায়, তবে বুঝতে হবে তাতে 'আমার' ভাব রয়েছে। এটাকে চেক করো। আর যত সেই জটকে ছাড়ানোর চেষ্টা করবে ততই জট ফঁসে যাবে। সেইজন্য সকল বিষয়ে কী হওয়া যাবে না? বিমর্ষ (দিলশিকস্ত) হয়ো না। কী হবে না? (বিমর্ষ) কেবল মুখে বলা নয়, করতে হবে। ভগবানের বাচ্চারাও যদি বিমর্ষ হয়ে যায় তবে উদার হৃদয়বান কারা হবে আর কেউ হবে কি? তোমরাই তো হবে তাই না? তো কি করবে? এখন সমর্থ হও। আর সন শোজ্ ফাদারের পাঠ পাক্ষা করো। কাঁচা রেখো না, পাকা করো। সকলেই তোমরা সাহসী তাই না? আচ্ছা!

চতুর্দিকের সকল সমর্থ আত্মাদেরকে সকল মায়াজিৎ প্রকৃতিজীৎ আত্মাদেরকে সদা সন শোজ্ ফাদার করে থাকা বাচ্চাদেরকে সদা মন খুশি করে দেওয়া বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণে স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

আজ বিদেশের বাচ্চাদের কথাও খুব মনে পড়ছে। চতুর্দিকে থাকা বাচ্চাদের মনের টান মধুবনে পড়ে রয়েছে। বাপদাদাও সকল বাচ্চাদেরকে সামনে দেখে বিশেষ স্মরণ আর সেবার স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছন।

বাপদাদা নয় রঞ্জের মধ্যে আসার জন্য যে নয়টি বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার ইশারা দিয়েছেন সেগুলি হলো নিম্নলিখিত - ১.

ক্রোধ মুক্ত। ২. ব্যর্থ সংকল্প মুক্ত। ৩. আকর্ষণ মুক্ত। ৪. পরচিন্তন আর পরদর্শন মুক্ত। ৫. অভিমান বা অপমান মুক্ত। ৬. ঝামেলা মুক্ত। ৭. ব্যর্থ কথা ডিস্টার্ব করে থাকা ব্যর্থ বোল এর থেকে মুক্ত। ৮. অপ্রসন্নতা মুক্ত। ৯. বিমর্ষতা মুক্ত।

বরদান:- ডবল লাইট স্থিতির দ্বারা উড়তি কলার অনুভবকারী সর্ব বন্ধন মুক্ত ভব
চলতে ফিরতে এই স্মৃতি যেন থাকে যে ডবল লাইট স্থিতিতে থাকা ফারিস্তা আমি। ফারিস্তা অর্থাৎ যে উড়তে থাকে। লাইট জিনিস সদা উপরের দিকে যায়, নিচের দিকে আসবে না। অর্ধ-কল্প তো নীচেই ছিলে, এখন হলো উড়বার সময়। সেইজন্য চেক করো যে, কোনো বোঝা বা বন্ধন নেই তো? নিজের দুর্বল সংস্কারের, ব্যর্থ সংকল্পের দেহ বোধের বন্ধন বা বোঝা অনেক সময় ধরে যদি চলতে থাকে তবে অন্তিম সময়ে নীচের দিকে নিয়ে আসবে, সেইজন্য বন্ধন মুক্ত হয়ে ডবল লাইট স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো।

স্লোগান:- মনসা সেবা সে-ই করতে পারে, যার কাছে শুদ্ধ সংকল্পের শক্তি জমা রয়েছে।

সূচনা : - আজ অন্তর্জাতীয় যোগ দিবস, তৃতীয় রবিবার। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত সকল ভাই বোন যোগ অভ্যাসে অনুভব করুন যে, আমি দিব্য আকর্ষণ মূর্তি আত্মা বিশ্ব গগনে চকমক করছি। আমার দিব্যতা বা পবিত্রতার থেকে আত্মাদের সাক্ষাৎকার হচ্ছে। নিজের পথ থেকে দিকভ্রান্ত হয়ে যাওয়া আত্মারা পুনরায় সত্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের সুখ ২১ পুরুষ (প্রজন্ম) পর্যন্ত চলতে থাকে, সে হলো স্বর্গের সদা সুখ, ভক্তিতে তীর ভক্তির দ্বারা
অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ পাওয়া যায়"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ শ্রীমতে চলে সদগতি প্রাপ্ত করতে পারো?

*উত্তর:- তোমাদের প্রতি বাবার শ্রীমৎ হলো - এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। একেই বলিহারি যাওয়া বা বেঁচেও মরে থাকা বলা হয়। এই শ্রীমতেই তোমরা শ্রেষ্ঠ'র থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে পারো। তোমাদের সদগতিও হয়ে যায়। সাকার মানুষ কোনো মানুষের সদগতি করতে পারে না। বাবাই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনেছে। গায়ন আছে যে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। এখন ভগবানের নাম কি তা মানুষমাত্রেও জানে না। ভক্ত ভগবানকে ততক্ষণ জানতে পারে না, যতক্ষণ না ভগবান এসে ভক্তদের নিজের পরিচয় দেন। জ্ঞান এবং ভক্তি - একথা তো বোঝানোই হয়েছে। সত্যযুগ এবং ত্রেতা হলো জ্ঞানের প্রালম্ব। এখন তোমরা জ্ঞানের সাগরের থেকে জ্ঞান পেয়ে পুরুষার্থের দ্বারা নিজেদের সদা সুখের প্রালম্ব তৈরী করছো এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে ভক্তি থাকে। জ্ঞানের প্রালম্ব সত্যযুগ আর ত্রেতায়ুগ পর্যন্ত চলে। জ্ঞানের সুখ তো ২১ পুরুষ পর্যন্ত চলে। সে হলো স্বর্গের সদা সুখ। নরকের হলো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, সত্যযুগ আর ত্রেতায়ুগ ছিলো জ্ঞানমার্গ, তখন নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত ছিলো। তাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন তমোপ্রধান ভারত নরক হয়ে গেছে। এখানে এখন অনেক প্রকারের দুঃখ। স্বর্গে দুঃখের নাম - নিশানা থাকে না। সেখানে গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবানকেই ভক্তদের উদ্ধার করতে হবে। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, বিনাশ সামনে উপস্থিত। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করে স্বর্গের স্থাপনা করেন আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ আর বিষ্ণুর দ্বারা পালন করান। পরমাত্মার কর্তব্য কেউই বুঝতে পারে না। মানুষকে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা বলা হয়, পাপ পরমাত্মা বা পুণ্য পরমাত্মা বলা হয় না। মহাত্মাদেরও মহান আত্মা বলা হবে, মহান পরমাত্মা বলা হবে না। আত্মা পবিত্র হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথমের দিকে মুখ্য হয় দেবী - দেবতা ধর্ম, সেই সময় সূর্যবংশীরাই রাজত্ব করতো, চন্দ্রবংশীরা তখন ছিল না, সেখানে এক ধর্ম ছিল। ভারতে সোনা - রূপার মহল ছিল, হীরে - জহরতে ছাদ, দেওয়াল সাজানো থাকতো। ভারত হীরের মতো ছিলো, সেই ভারত এখন কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। বাবা বলেন, আমি কল্পের অন্তে সত্যযুগ আদির সঙ্গমের সময় আসি। মাতাদের দ্বারা ভারতকে আবার স্বর্গ বানাই। এ হলো শিবশক্তি, পাণ্ডব সেনা। পাণ্ডবদের প্রীতি এক বাবার সঙ্গে। বাবা তাদের পড়ান। শাস্ত্র ইত্যাদি হলো সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সে হলো ভক্তি কান্ড। বাবা এখন এসে সবাইকে ভক্তির ফল জ্ঞান প্রদান করছেন। যাতে তোমরা সঙ্গতিতে যাও। সঙ্গতিদাতা সকলের বাবা একজনই। বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাকি মানুষ, মানুষকে মুক্তি - জীবনমুক্তি দিতে পারে না। এই জ্ঞান কোনো শাস্ত্রেই নেই। জ্ঞানের সাগর এক বাবাকেই বলা হয়, তাঁর থেকে তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো এবং তারপরে তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোল কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এ হলো দেবতাদের মহিমা। লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো ১৬ কলা সম্পূর্ণ আর রাম - সীতা হলো ১৪ কলা। এ হলো পড়া। এ কোনো সাধারণ সংসঙ্গ নয়। সং হলো একজনই, তিনি এসেই সত্য বুঝিয়ে বলেন। এ হলো পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়ায় পতিত থাকে না আবার পতিত দুনিয়ায় পবিত্র হয় না। পবিত্র একমাত্র বাবাই বানান। আত্মা বলে শিবায় নমঃ, আত্মা নিজের বাবাকে বলছে নমস্কার। কেউ যদি বলে, শিব আমার মধ্যে আছে তাহলে কাকে নমস্কার করবে? এই অজ্ঞানতা ছড়িয়ে আছে। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের ত্রিকালদশী বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে, সব আত্মারা যেখানে থাকে, সে হলো নির্বাণধাম, সুইট হোম। মুক্তিকে তো সবাই স্মরণ করে, যেখানে আমরা বাবার সঙ্গে থাকি। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করছো। সুখধামে যখন যাবে, তখন বাবাকে স্মরণ করবে না। এখন এ হলো দুঃখধাম, সকলেই দুর্গতিতে আছে। নতুন দুনিয়াতে ভারত ছিলো নতুন। সুখধাম ছিল। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজত্ব ছিলো। মানুষ তো এ কথা জানেও না যে লক্ষ্মী - নারায়ণ এবং রাধা - কৃষ্ণের কি সম্পর্ক? তারা আলাদা রাজ্যের রাজকুমার - রাজকুমারী ছিল। এমন নয় যে দুজনেই নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন ছিল। রাধা অন্য রাজধানীতে ছিল আর কৃষ্ণ তাঁর নিজের রাজধানীর রাজকুমার ছিল। তাঁদের স্বয়ম্বর হওয়ার পরেই লক্ষ্মী - নারায়ণ হন। সত্যযুগে সমস্ত জিনিসই সুখদায়ী, আর কলিযুগে সমস্ত জিনিসই দুঃখদায়ী। সত্যযুগে কারোরই অকাল মৃত্যু হয় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে সহজ রাজযোগ শিখছি -

নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য। এ হলো স্কুল। ওই সংস্কৃত ইত্যাদিতে তো কোনো এইম অবজেক্ট থাকে না। তারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। বাবার দ্বারা তোমরা এই মনুষ্য সৃষ্টি চক্রকে এখন জেনে গেছো। বাবাকেই নলেজফুল, ক্লিসফুল, দয়ালু বলা হয়। মানুষ গেয়ে থাকে - ও বাবা, এসে দয়া করো। হেভেনলী গড ফাদার এসেই এই সঙ্গমে হেভেন স্থাপন করেন।

হেভেনে খুব অল্প মানুষ থাকে। বাকি এতো সব কোথায় যাবে? বাবা সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যান। স্বর্গ কেবল ভারতেই ছিলো আবার ভারতেই থাকবে। ভারত হলো সত্যখণ্ড - এমন গায়ন আছে। এখন তো ভারত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। অর্থের জন্য মানুষ ভিক্ষা পর্যন্ত করে। ভারত একসময় হীরের তুল্য ছিল, এখন কড়ির তুল্য হয়ে গেছে। ড্রামার এই রহস্যকে বুঝতে হবে। তোমরা রচয়িতা বাবাকে আর তাঁর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো। কংগ্রেসীরা গায় - বন্দে মাতরম্ কিন্তু বন্দনা পবিত্রদেরই করা হয়। পরমাত্মা এসেই বন্দে মাতরম্ বলা শুরু করেন। শিববাবা এসেই বলেছেন - নারী হলো স্বর্গের দ্বার। নারী তো শক্তিসেনা। তারাই স্বর্গ রাজ্যের অধিকার দেন। যাকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য বলা হয়। তোমরা শক্তির স্বরাজ্য স্থাপন করেছিলে, এখন আবার তা স্থাপন হচ্ছে। রামরাজ্য সত্যযুগকে বলা হয়। এখনো বলে, যেন রামরাজ্য হয় কিন্তু তা কোনো মানুষ তো করতে পারে না। ইনকরপোরিয়াল গড ফাদারই এসে পড়ান। তাঁরও অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন। অবশ্যই তাঁকে ব্রহ্মার শরীরে আসতে হবে। শিববাবা তো তোমাদের সকল আত্মার বাবা। প্রজাপিতা - এমন গায়নও আছে। পিতা তো বাবাই। ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। আদি দেব আর আদি দেবী, দুজনেই বসে আছেন, তপস্যা করছেন। তোমরাও তপস্যা করছো। এ হলো রাজযোগ। সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ। তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারেন না। গীতা ইত্যাদি যে সব শাস্ত্র আছে, সে সব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। মানুষ পড়ে আসছে তবুও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই যাতে বিনাশ হতে হবে। সায়েন্স কোনো বেদে লেখা নেই। সেখানে তো জ্ঞানের কথা আছে। এই সায়েন্স হলো বুদ্ধির চমৎকার, যা নতুন আবিষ্কার করতে থাকে। সুখের জন্য বিমান ইত্যাদি তৈরী করছে। এরপরে এর দ্বারাই বিনাশ হবে। এই সুখের আবিষ্কার বা দক্ষতা ভারতেই থেকে যাবে। আর দুঃখের সামগ্রী মারণ যন্ত্রে বিনাশের কাজে লাগবে। সায়েন্সের বুদ্ধি তো চলেই আসছে। এই বস্তু ইত্যাদি আগের কল্পেও বানানো হয়েছিলো। পতিত দুনিয়ার বিনাশ তারপর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো, এখন এই দেহের অহংকার ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের যোগ অগ্নিতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। রাবণ তোমাদের অনেক বিকর্ম করিয়েছে। পবিত্র হওয়ার তো একটাই উপায় আছে। তোমরা তো আত্মাই। তোমরা বলেও থাকো - আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, এমন কথা বলো না। তোমরা বলো, আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না। আত্মাই পরমাত্মা - এ কথা বলা অনেক বড় ভুল। এখন হলো তমোপ্রধান ব্যাভিচারী ভক্তি। যে আসে, তাকেই বসে পূজা করে। একের স্মরণকেই অব্যভিচারী বলা হয়। এখন এই ব্যাভিচারী ভক্তিরও অন্ত হতে হবে। বাবা এসে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। সকলকে সুখ প্রদানকারী একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। বাবা বলেন, আমার সাথে অর্থাৎ এই একে এর সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়লে অন্তিম কালে যেমন মতি, তেমনই গতি হবে। আমিই হলো স্বর্গের রচয়িতা। এ হলো কাঁটার দুনিয়া। একে অপরের সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া করতেই থাকে। এখন এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। জ্ঞান অমৃতের কলস আমি মায়েদের মাথায় রাখি। এ হলো জ্ঞান, কিন্তু বিষের সাথে তুলনা করলে এ হল অমৃত। এ কথা বলাও হয় যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করছো? এই শ্রীমতেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই শ্রীমত দেন। কৃষ্ণই এই শ্রীমতে এমন হয়েছেন। এ হলো বোঝার বিষয়। এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বলিহারিও এখনই যেতে হয়। একেই বেঁচেও মরে থাকা বলা হয়। ভক্তিমার্গের কথা হলো আলাদা। সে হলো ভক্তি কান্ড। ভক্তিতে তো অনেক গুরু আছেন কিন্তু সদগতিদাতা এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। সাকার মানুষ অন্য কোনো মানুষকে সদগতি করতে পারে না। সদাকালের জন্য সুখ দিতে পারে না। সদা সুখদাতা হলেন একমাত্র বাবা। এ হলো পার্থশালা। এখানে এইম অবজেক্টও বাবাই বলে দেন। তিনি বলেন, তোমরা এখানে স্বর্গসুখের বর্ষা পাবে। বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। শান্তিধাম, সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম। এই চক্র ঘুরতে থাকে। একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয়। এই ড্রামার চক্র থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না। প্রত্যেকেরই এ হলো বানানো অবিনাশী পাট। বাবা তোমাদের পড়িয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। এরপর যে যতটা পড়বে, তাতে কেউ রাজা হবে, কেউ আবার প্রজা হবে। সূর্যবংশী সাম্রাজ্য তো। সত্যযুগে কেবল সূর্যবংশীই ছিলো আর কেউই ছিলো না। ভারত খণ্ডই উঁচুর থেকেও উঁচু সত্যখণ্ড ছিলো, এখন তা সম্পূর্ণ মিথ্যাখণ্ড হয়ে গেছে, একেই চূড়ান্ত নরক বলা হয়। অর্থের কারণে কতো মারামারি হয়। ওখানে তো কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না, যা পাওয়ার জন্য কোনো পাপ করতে হয়। বাবা-ই এই ব্রষ্টাচারী দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন, এই মায়েদের দ্বারা। এদেরই বাবা বন্দে মাতরম্ বলেন। সন্ন্যাসীরা বন্দে মাতরম্ বলে না। তাদের হলো হদের সন্ন্যাস। এ হলো বেহদের সন্ন্যাস। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা সন্ন্যাস করতে হবে।

শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। এ হলো বাবার নির্দেশ। বাবা আত্মাদের বুঝিয়ে বলেন, তোমরা এই কানের দ্বারা শোনো। শিববাবা এনার শরীরের দ্বারা তোমাদের বোঝান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি কোনো সাধু, সন্ত বা মহাত্মা নন। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার প্রতি সম্পূর্ণ বলিহারি যেতে হবে। দেহের অহংকার ত্যাগ করে যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

২) এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে এই ঈশ্বরীয় পড়াশুনা করতে হবে। এই পূর্ব নির্মিত ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

বরদানঃ:- সদা উৎসাহ উদ্দীপনার ডানায় ভর করে উড়তি কলায় উড়তে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব জ্ঞান-যোগ এর সাথে সাথে সকল সময়, সকল কর্মে, প্রতিদিন নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা বজায় থাকে, এটাই হল মূর্তি কলার আধার। যেমন কার্যই হোক না কেন ঝাড়মোছ করা হোক, বাসন মাজা হোক, যে কোনো সাধারণ কর্মই হোক না কেন তাতেও উৎসাহ উদ্দীপনা যাতে ন্যাচারাল আর নিরন্তর থাকে। উড়তি কলায় যারা থাকে সেইসব শ্রেষ্ঠ আত্মা উৎসাহ উদ্দীপনার ডানায় ভর করে সদা উড়তে থাকবে। তারা কখনো কনফিউজ হয় না। ছোট ছোট বিষয়ে বা কথায় ক্লান্ত হয়ে তারা থেমে যায় না।

স্লোগানঃ:- যে নির্মাণ চিত্র অক্লান্ত এবং সদা জাগ্রত জ্যোতি সে-ই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিজের নিজের রথ (শরীর) আছে। আমি হলাম নিরাকার। কল্পে একবার আমারও রথের প্রয়োজন, তাই আমি অনুভবী বৃদ্ধের (ব্রহ্মার) রথ ধার নিয়ে তাকেই আধার বানাই"

*প্রশ্নঃ - কোন নিশ্চয়ের আধারে এই দেহ ভাবকে অতি সহজেই ভোলা যায়?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমরা তো নিশ্চয়ের সাথে বলেছো - বাবা, আমি তোমার হয়ে গেছি। তো বাবার হওয়া মানাই শরীরের ভাবকে ভুলে যাওয়া। যেমন ভাবে শিববাবা এই (ব্রহ্মার) রথে আসেন আর চলে যান - বাচ্চারা, তোমরাও তেমনি নিজের রথে আসা-যাওয়ার অভ্যাসে অভ্যাসী হও। অশরীরী হবার অভ্যাস কর। যাতে তাতে যেন কোনও অসুবিধা অনুভব না হয়। নিজেকে নিরাকারী আত্মা মনে করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । শিব বাবা বাচ্চাদেরকে এই ব্রহ্মার রথের মাধ্যমে বুদ্ধিয়ে থাকেন। কেননা আমার নিজের কোনো রথ নেই। আমার তো রথের অবশ্যই প্রয়োজন। তোমাদের অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মারই তো নিজের নিজের রথ রয়েছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি সব আত্মাদেরই শরীর রূপী রথ থাকে। যাকে অশ্ব-ও (ঘোড়া) বলা হয়। যদিও বাস্তবে তারা মানুষ-ই। মানুষদেরই তো কিছু বোঝানো সম্ভব। পশুদের কথা পশুরাই বুঝতে পারে। এই দুনিয়া টা হলো মনুষ্য সৃষ্টি-জগৎ, তাই মনুষ্য সৃষ্টির বাবা, তোমাদের অর্থাৎ মনুষ্যদের সামনে বসেই সেসব বোঝাচ্ছেন। অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে যে আত্মা থাকে তাকেই বোঝাচ্ছেন। তিনি সরাসরি জানতে চান- তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের শরীর আছে- তাই তো ? প্রত্যেক আত্মাই যেমন শরীর গ্রহণ করে তেমনি আবার শরীর ত্যাগও করে। লোকেরা বলে আত্মা ৮৪-লক্ষ বার জন্ম নেয়। যা একেবারেই ভুল। যেখানে মাত্র ৮৪-জন্ম নিতে গিয়েই ক্লান্তিতে তোমরা এত হাঁফিয়ে ওঠো, কত যে হয়রানি হয়, সেখানে ৮৪-লক্ষ জন্মের কথা তো ভাবাই যায় না। এসব লোকেদের গাল-গল্পো মাত্র। তাই তো এইভাবে ব্যাখ্যা করে বাবা বোঝাচ্ছেন, আত্মাদের যার যার নিজস্ব রথ থাকে। এদিকে বাবারও তো রথের প্রয়োজন। আমি হলাম তোমাদের অসীম জগতের পিতা। মানুষ গেয়েও থাকে - "পতিত-পাবন, স্ত্রানের সাগর!" তোমরা আর কাউকেই পতিত-পাবন বলবে না। এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণ বা অন্য কাউকেই তা বলা যায় না। পতিত সৃষ্টিকে পাবন (পবিত্র) বানাতে পারেন যিনি, অর্থাৎ পবিত্র সৃষ্টি স্বর্গের রচয়িতা, পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ যা করতে পারেন না। সুপ্রীম ফাদার হলেন তিনিই। বাবা জানেন, তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে পাথর বুদ্ধির থেকে পারস বুদ্ধির হয়ে উঠছে। বাইরের লোকেরা এসবের কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমারও তো রথের প্রয়োজন না? আমি পতিত-পাবন কে অবশ্যই পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। কোথাও যখন প্লেগ রোগের মহামারী শুরু হয়, ডাক্তারকে তো সেই প্লেগ-রোগীর কাছে যেতেই হয়। বাবা বলছেন - তেমনি অর্ধ-কল্প ধরে তোমরাও ৫-বিকারের রোগী হয়ে আছো, তাই তো মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট। এই ৫-বিকারের কারণে আজ তোমরা একেবারেই পতিত হয়ে পড়েছো। আর তাই তো পতিত-পাবন বাবাকে এই পতিত দুনিয়ায় আসতেই হয়, তাই না? পতিতদের ব্রষ্টচারী বলা হয়, আর পাবনদের বলা হয় শ্রেষ্ঠচারী। পূর্বে এই ভারত যখন পবিত্র ছিল - তা ছিল শ্রেষ্ঠাচারী। তখন ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল। তাদেরই মহিমা গেয়ে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন... । সেখানে সবাই সুখী ছিল। এ তো মাত্র কালকেরই কথা। তো বাবা বলেন - তিনি যখন আসবেনই, তবে তা কিভাবেই বা আসবো, কার শরীরেই বা আসবো? সর্বাগ্রে তো আমার প্রয়োজন প্রজাপিতাকে। সূক্ষ্মবতনবাসী প্রজাপিতাকে এখানে কি করে নিয়ে আসা যাবে? তিনি তো ফরিস্তা না! তাকে পতিত দুনিয়ায় নিয়ে আসবো - এটা তো দোষ হয়ে যাবে। তিনি বলবেন - আমি কি দোষ করেছি (এই পতিত দুনিয়ায় আসতে হলো)? বাবা বাচ্চাদেরকে বড়ই মনোরম ভাবে বোঝান। বুঝবে তারাই, যারা বাবার হয়েছেন। প্রতি নিয়তই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে।

বাবা বলেন - আমি তখনই আসি, যখন এই ধরিত্রী পাপে পূর্ণ হয়ে যায়। কলিযুগে মানুষ কতো পাপ করে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকেই জিজ্ঞেস করেন- "বাচ্চারা, তোমরাই বলো, আমি যে আসবো, কার শরীরকেই বা আধার বানাবো? যেখানে আমার প্রয়োজন বৃদ্ধ কোনও অনুভবী রথের। আমি যে রথে নিয়েছি, তিনি তো একদা অনেক গুরুত্ব সংস্পর্শে ছিলেন, যথেষ্ট শাস্ত্রাদিও পড়েছেন। এও লেখা হয়েছে যে তিনি অনেক কিছু পড়েছেন। এখানে অর্জুনের কথা বলা হচ্ছে না। কারণ

আমার কোনও অর্জুন বা কৃষ্ণের রথের প্রয়োজন নেই। আমার তো দরকার ব্রহ্মার রথ। যাকে প্রজাপিতাই বলা হবে। কৃষ্ণকে তো আর প্রজাপিতা বলা যাবে না। তাই বাবার প্রয়োজন ব্রহ্মার রথ, যিনি ব্রাহ্মণ প্রজা রচনা করেন। এই ব্রাহ্মণেরাই কুলশ্রেষ্ঠ-সর্বোত্তম। বিরাট রূপের চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - কিন্তু ব্রাহ্মণ তবে গেল কোথায়? এটাই লোকেদের জানা নেই। উষ্ম থেকেও উষ্ম হলো ব্রাহ্মণদের শিখা। পূর্বে, এই টিকি দেখেই বোঝা যেত ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু প্রকৃত টিকিধারী তো তোমরাই। তোমরাই হলে রাজঋষি। যাদের রয়েছে বিশাল টিকি। ঋষি তাদেরকেই যারা পবিত্র থাকে। তোমরাই হলে রাজযোগী, রাজঋষি। রাজত্ব জন্ম তোমরা তপস্যা করছো। তারা মুক্তির জন্য হঠযোগের তপস্যা করে। তোমরা রাজযোগের জন্য তপস্যা করছো। তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি। শিববাবা তোমাদের পুনর্জন্ম দেন। তাই তোমরা ভারতে জন্ম নিয়ে থাকো। তোমরা জন্ম নিয়েছ না! যদি এইভাবে ভাবতে পার তাহলে শরীরের বোধ সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে যাবে। যেমন শিববাবা নিরাকার এই রথে অবস্থান করেন, তোমরাও নিজেদের নিরাকার আত্মা মনে করো। বাবা বলেন – বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা তো প্রথমে অশরীরী ছিলে তারপর দেবী-দেবতার শরীর ধারণ করেছিলে, এরপর ক্ষত্রিয় শরীর, তারপর বৈশ্য শরীর, অবশেষে শূদ্র শরীর ধারণ করেছ। এখন আবারও তোমরা অশরীরী হও। তোমরা আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকেই বলে থাকো – বাবা, এখন আমরা তোমার হয়েছি, আমাদের ফিরে যেতে হবে। দেহ তো নিয়ে যেতে পারবে না। হে আত্মারা, এখন বাবাকে আর সুইট হোমকে স্মরণ কর। মানুষ বিলেত থেকে ফিরে আসার সময় বলে যে – চলো, নিজের সুইট হোম ভারতে যাই। যেখানে জন্ম নিয়েছিলাম সেখানে ফিরে যাই। মানুষ যখন মারা যায় তখন সে যেখানে জন্ম নিয়েছিল সেখানেই তাকে নিয়ে যায়। মনে করা হয় ভারতের মাটিতেই যখন জন্ম নিয়েছে তখন ভারতেই মাটিতেই তাকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

বাবা বলেন আমার জন্মও (অবতারণ) এই ভারতে। তোমরা তো শিব জয়ন্তী পালন করে থাকো। আমার তো অসংখ্য নাম রাখা হয়েছে। ওরা বলে হর-হর মহাদেব, সবার দুঃখ হরণকারী, সে আমিই, শঙ্কর নয়। ব্রহ্মা সার্বভৌমের জন্য উপস্থিত। যিনি স্থাপনা করেন তিনিই বিষ্ণুর দুই রূপে পালনও করেন। আমার প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষেই আদি দেবের মন্দির আছে। আদি দেব কার সন্তান? কেউ বলবে কি তার পিতা কে ছিলেন? আদি দেব হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ওনার পিতা হলেন শিব। জগত পিতা, জগত অস্থার স্মৃতি স্মারক মন্দিরে বিরাজ করছে। এই আদি দেব ব্রহ্মার রথে বসে বাবা স্তান প্রদান করেন। সব বাচ্চারা মন্দিরের ভিতরে বসে আছে। সবার জন্য তো মন্দির নির্মাণ হবে না। প্রধান হলো ১০৮ এর মালা, সুতরাং মন্দিরের ভিতরে ১০৮ টা কুঠুরি তৈরি করা হয়েছে। ১০৮ এর পূজা করা হয়। প্রধান হলেন শিববাবা তারপর ব্রহ্মা-সরস্বতী যুগল। শিববাবা উপরে ফুল। ওঁনার তো নিজের শরীর নেই। ব্রহ্মা-সরস্বতীর নিজের শরীর আছে। শরীর ধারণকারীদের মালা তৈরি করা হয়। সবাই মালাকে পূজা করে। পূজা সম্পূর্ণ করে তারপর শিববাবাকে প্রণাম করে, তাঁর সামনে মাথা নত করে কেননা উনিই তো সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করেছেন সেইজন্যই পূজা করা হয়। ওরা মালা হাতে বসে রাম-রাম করে। পরমপিতা পরমাত্মার নাম কারো জানা নেই। শিববাবা হলেন মুখ্য তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং সরস্বতী হলেন মুখ্য। বাদবাকি ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা যে যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই তাদের নাম হবে। এগিয়ে যেতে যেতে তোমরা সব দেখতে পাবে। যখন শেষ হবে তখন তোমরা এখানে এসে থাকবে। যারা পাক্সা (সম্পূর্ণ) যোগী হবে তারাই থাকতে পারবে। ভোগী তো সামান্য শব্দ শুনেও শেষ হয়ে যাবে। কিছু মানুষ অপারেশন করা দেখেই আনকনসাস (অজ্ঞান) হয়ে যায়। দেশভাগের সময় কত মানুষ মারা গেছে। ঐ লোকগুলো তো গর্ব করে বলে ওরা লড়াই না করেই রাজ্য অধিগ্রহণ করেছে। কিন্তু এতো মানুষ মারা গেছে যে জিজ্ঞাসা করো না। এখানে সব মিথ্যা মায়া.... এখন সত্য বাবা বসে তোমাদের সত্য শোনাচ্ছেন। বাবা বলেন আমার তো রথ অবশ্যই প্রয়োজন। আমি সাজন যখন বড় সুতরাং সজ্ঞীকেও বড় হতে হবে। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তিনি ব্রহ্মার যুগল নন, ব্রহ্মার কন্যা। ওনাকে জগত অস্থা কেন বলা হয়? কেননা ব্রহ্মা তো পুরুষ, মাতাদের দেখাশোনার জন্য ওনাকে রাখা হয়েছে। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। মাম্মা তো ছিলেন তরুণী, আর ব্রহ্মা বৃদ্ধ। তরুণী সরস্বতী, ব্রহ্মার স্ত্রী হবেন এটা শোভা পায় না। তাকে হাফ পার্টনার বলা যায় না। এখন তোমরা সেটা বুঝতে পেরেছ। সুতরাং বাবা বলেন আমাকে এই ব্রহ্মার শরীর লোন নিতে হয়। অনেকেই লোন নেয়। যখন কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে খাওয়ানো হয় তখন তিনি আত্মাকে আহ্বান করেন তখন সেই আত্মা এসে ব্রাহ্মণের শরীরের আধার নেয়। আত্মা সেই শরীর ছাড়ার পর কি আসে? না, বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে ড্রামায় সাক্ষাৎকারের রীতি নিয়ম প্রথম থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। আত্মাকে এখানেও ডাকা হয়। এমন নয় যে আত্মা শরীর ত্যাগ করে আসবে। না, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবার জন্য এই রথ তো নন্দীগণ। তা না হলে শিবের মন্দিরে ষাঁড় কেন দেখানো হয়? সূক্ষ্মলোকে শঙ্করের কাছে ষাঁড় কোথা থেকে আসবে? সেখানে তো আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর আর ওরা যুগল রূপে দেখিয়েছে। প্রবৃত্তি মার্গ দেখানো হয়েছে।

সেখানে তাহলে জানোয়ার কোথা থেকে আসবে? মানুষের বুদ্ধি কোনো কাজ করে না, যা মনে হয় তাই বলতে থাকে, এতে সময় নষ্ট হয়, এনার্জি নষ্ট হয়ে যায়।

তোমরা বলে থাকো আমরা যারা পবিত্র দেবতা ছিলাম পুনর্জন্ম নিতে-নিতে আমরা পতিত পূজারী হয়ে গেছি। নিজেরাই পূজ্য, নিজেরাই পূজারী হয়ে গেছি। পূজ্য এবং পূজারী ভগবান কিন্তু হন না। ওঁনাকে খোড়াই ৮৪ জন্ম নিতে হয়! মায়া মানুষকে সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধি করে দেয়। হম সো-এর অর্থ এই নয় যে আমি আত্মাই পরমাত্মা। না। আমরাই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। পুনর্জন্ম নিতে থাকবো। কত সুন্দর ব্যাখ্যা। বাবা বলেন আমি যার মধ্যে প্রবেশ করেছি, সে অনেক গুরু করেছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে। ইনি জানেন না, আমিই তোমাদের এর মাধ্যমে বলে থাকি। ব্রহ্মাকেও বলি। সবসময় তো রথে চড়তে পারি না। আমি ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের বলে থাকি। আমার রথের প্রয়োজন পড়ে তাইনা। তোমরা বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো আর আমিও চলে আসি। আমাকে তো সার্ভিস করতে হবে, সুতরাং শ্রী শ্রী শিবের শ্রীমতেই ভারত পবিত্র হয়ে ওঠে। নরকবাসীদের শ্রী শ্রী টাইটেল দেওয়াটা ভুল। পূর্বে শ্রী নাম ছিল না এখন তো সবাইকে শ্রী টাইটেল দিয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিয়েছে। শ্রী শ্রী হলেন শিববাবা। তারপর সূক্ষ্মলোকবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এবং তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ। এটা বোঝার বিষয়। এই নলেজ বড় মজার। কিন্তু কেউ-কেউ পড়তে-পড়তেই গায়েব হয়ে যায়। মায়া হাত ছাড়িয়ে দেয়। দোকানও নশ্বর ক্রমানুসারে আছে। বড় দোকানে অবশ্যই ভালো সেলসম্যান থাকে। ছোট-ছোট দোকানে কম সেলসম্যান থাকে। সুতরাং তোমাদের বড় দোকানেই যাওয়া উচিত যেখানে মহারথী থাকে। মাতাদের তো অনেক সময় থাকে। পুরুষদের কাজকর্ম করতে হয় সুতরাং তারা ব্যস্ত থাকে। মাতারা তো ফ্রি থাকে। খাবার তৈরি করে ব্যস! পুরুষ তোমাদের জন্য বন্ধন তৈরি করে ওরা মাতাদের ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাওয়া আটকে দেয়, কারণ ওরা শুনেছে যে সেখানে গেলে বিষ (বিকার) বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং ওখানে যেতে বাধা দেয়।

শিববাবা এমনই পিচ্ছিল যে তোমরা তাঁকে ঋণে-ঋণেই ভুলে যাও। বাবা সম্পূর্ণ সহজ পথ বলে দেন যে আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে আর তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। স্মরণ না করলে পাপও ভস্ম হবে না আর সঙ্গে করে নিয়েও যাব না। তারপর তো সাজাও ভোগ করতে হবে। ভক্তি মার্গে ছাঁচ পান করে এসেছো। মাখন তো তোমরা সত্যযুগ-ত্রৈতায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছো। নীচে তো ছাঁচ টুকুই পড়ে থাকে। ছাঁচও প্রথমে ভালো পাওয়া যায় এরপর শুধুই জল থাকে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ঘি, দুধের নদী বয়। এখন তো ঘি-এর কত দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রাজঋষি হয়ে তপস্যা করতে হবে। পূজনীয় মালায় আসার জন্য বাবার সমতুল্য সার্ভিস করতে হবে। পাক্ষা যোগী হতে হবে।

২) নলেজ বড় মজার, সেইজন্যই একে রমণীয় ভাবে পড়তে হবে, মুষড়ে পড়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- ভ্যারাইটি অনুভূতির দ্বারা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে থাকা বিঘ্ন জীত ভব প্রতিদিন অমৃতবেলায় উঠে সারাদিনের জন্য ভ্যারাইটি উৎসাহ-উদ্দীপনার পয়েন্টস বুদ্ধিতে ইমার্জ করো। প্রতিদিন মুরলী থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনার পয়েন্টস নোট করো, ভ্যারাইটি পয়েন্টস উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে তুলবে। মনুষ্য আত্মার নেচার এই যে আত্মারা ভ্যারাইটি পছন্দ করে সেইজন্যই স্ত্রানের পয়েন্টস মনন করো বা রুহরিহান করো। ভ্যারাইটি রূপে জিরো থেকে নিজের হিরো পার্টের স্মৃতিতে থাকো, তাহলেই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর থাকবে এবং সব বিঘ্ন সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- নিজের অবস্থাকে এমনই শান্ত-চিত্ত করে তোলো যাতে ক্রোধের ভূত দূর থেকেই পালিয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহের সম্বন্ধে হলো বন্ধন, তাই এতে দুঃখ, দেহী সম্বন্ধে থাকো তাহলে অগাধ সুখ প্রাপ্ত করবে, এক মাতা - পিতার স্মরণ থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ নেশাতে থাকলে মায়াকে জয় করার সাহস এসে যাবে?

*উত্তরঃ - এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা কল্প - কল্প বাবার স্মরণে শত্রু মায়ার কাছে বিজয়ী হয়ে হীরের মতো হয়েছি। স্বয়ং ভগবান আমাদের মাতা - পিতা, এই স্মৃতি বা নেশাতে হিম্মত এসে যাবে। হিম্মতবান বাচ্চারা অবশ্যই বিজয়ী হয়, আর সদা গডলী সার্ভিসে তৎপর থাকে।

*গীতঃ- তোমাকে ডাকতে মন যে চায়....

ওম্ শান্তি। দেবী - দেবতাদের পূজারী, পারলৌকিক মাতা - পিতাকে তো স্মরণ করেই এসেছে, আর ভক্তরাও জানে যে, আমাদের ভক্তির ফল দিতে মাতা - পিতাকে অবশ্যই আসতে হবে। এখন এই মাতা - পিতাকে, তা তো বেচারারা জানেই না। তারা ডাকতে থাকে, এতে সিদ্ধ হয় যে, তাঁর সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। এক হয় লৌকিক সম্বন্ধ, দ্বিতীয় হয় পারলৌকিক সম্বন্ধ। লৌকিক সম্বন্ধ তো অনেক প্রকারের আছে। কাকা, চাচা, মামা আদি - আদি, এ হলো লৌকিক বন্ধন, তাই পরমপিতা পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে। এ তো বাচ্চারা জানেই যে, সত্যযুগে কোনো বন্ধন নেই। বাবাকে ডাকে যে, আমি এখন বন্ধনে আছি, আপনার সম্বন্ধে আসতে চাই। ভক্তদের স্মরণে থাকে যে, আমরা অনেক প্রকার বন্ধনে আছি। দেহের স্মরণ হওয়ার কারণে বন্ধন অনেক। দেহী সম্বন্ধে এক মাতা - পিতাই স্মরণে থাকে। লৌকিক আর পারলৌকিককে স্মরণ করার মধ্যে রাতদিনের ফারাক। এ হলো দেহের বন্ধন, আর ওটা হলো আত্মিক সম্বন্ধ। দেহের সম্বন্ধে সত্যযুগে থাকে, কেননা ওখানে সুখের সম্বন্ধ বলা হবে। এখানে বলা হবে দুঃখের বন্ধন। একে সম্বন্ধ বলা হবে না। এই বিষয় পূর্বে জানা ছিলো না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো, তোমরা অবশ্যই ডেকে থাকতে -- হে মাতা - পিতা এসো। বাবা তো অবশ্যই সবাইকে সুখই দান করবেন, কিন্তু বাবা কি সুখ দান করেন -- এ কেউই জানে না। এখন তোমাদের বাবার সঙ্গেই সম্বন্ধ, তাই তাঁর থেকে সদা সুখ প্রাপ্ত হয়। সুখকে সম্বন্ধ আর দুঃখকে বন্ধন বলা হবে। বাচ্চারা তাই মাতা - পিতাকে ডাকে যে, তুমি এসে এমন মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাও। ওরা ইনডায়রেক্ট ভাবে ডাকে, তোমরা ডায়রেক্ট ডাকো। ওরাও স্মরণ করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। পিতা আছেন, তাই মাতাও অবশ্যই থাকা উচিত। না হলে বাবা কিভাবে ক্রিয়েট করবেন? শিব বাবাকে বাচ্চারা কিভাবে চিঠি লিখে? এমনি করে তিনি তো পড়তে পারবেন না। শিব বাবা তো এনার মধ্যে বসে আছেন, তাই লেখে, শিব বাবা ॐ ব্রহ্মা বাবা। শিব বাবা অবশ্যই কোনো শরীরের আধার গ্রহণ করেন। এমন গেয়েও থাকে - আত্মা - পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল, সন্মুখ তাঁকেই বলা হয়। তিনি হলেন সর্বের সদ্গতিদাতা। তিনি এসে এই শরীরে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি বসে এনাকে ৮৪ জন্মের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিনের মহিমা আছে। প্রথমে হলো পরমপিতা পরমাত্মা রচয়িতা। তিনি ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচনা করেন। বরাবর পরমপিতা ব্রহ্মার রাতকে ব্রহ্মার দিন বানাতে আসেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দিন, তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদেরও দিনই হলো। সত্যযুগ আর ত্রেতাকে দিন বলা হয়। রাত বলা হয় দ্বাপর আর কলিযুগকে। তোমরা বাচ্চারা এখন এসেছো বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে। তাঁর জন্যই গাওয়া হয় -- স্বমেব মাতাশ্চ পিতা.... সখা রূপে এসেও তিনি তোমাদের সখ্যতা দান করেন। মুখ্য হলো তিন সম্বন্ধ -- বাবা, টিচার এবং সন্মুখ। এই সম্বন্ধেই লাভ। বাকি কাকা, চাচা, মামা ইত্যাদি সম্বন্ধের কোনো কথা নেই। তাই সম্পূর্ণ যিনি বাবা, তিনি এসেই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ তৈরী করেন। তোমরা ষোলো কলা সম্পূর্ণ তৈরী হচ্ছে। তোমরা হলে অনুভাবী। দ্বিতীয় অন্য কেউ কিভাবে জানবে। যতক্ষণ না তোমাদের মতো বাচ্চাদের সঙ্গে আসবে, ততক্ষণ তারা কিভাবে বুঝতে পারবে।

তোমরা এখন জানো যে, ভক্তিমাৰ্গেও বন্ধন আছে। তখনই মানুষ স্মরণ করে যখন রাবণ রূপী পাঁচ বিকারের বন্ধনে থাকে। বাবার নামই হলো লিবারেটার (উদ্ধারকর্তা)। ইংরাজি অক্ষর খুবই সুন্দর। মানুষ আত্মাকে লিবারেট (উদ্ধার) করেন, লিবারেট করা হয় দুঃখ থেকে, তিনি মায়ার বন্ধন থেকেও লিবারেট করতে আসেন। তিনি আবার গাইডও। গীতাতেও আছে, মশার সাদৃশ্য সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাই অবশ্যই বিনাশও হবে। এমন মহিমা তো আছে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ করান। যাঁর দ্বারা স্থাপনা করেন, তাঁর দ্বারাই আবার পালনাও হয়। তোমরা এখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তৈরী হচ্ছে। তোমাদের দেহের বন্ধনকে বুদ্ধির দ্বারা ছিন্ন করতে হবে। সন্ন্যাসীরা তো

গৃহত্যাগ করে চলে যায়। তোমরা গৃহস্থ জীবনে থেকে রাজযোগ শেখো। জনকের উদাহরণও আছে। তিনি আবার গিয়েও অনু জনক হয়েছিলেন। অনেক বাচ্চারা বলে, জনকের মতো আমিও নিজের রাজধানীতে থেকে জ্ঞান ধারণ করবো। নিজের ঘরের তো প্রত্যেকেই রাজা, তাই না। মালিককে রাজা বলা হয়। বাবা আছে, তার স্ত্রী, বাচ্চারা ইত্যাদি আছে -- এ হয়ে গেলো জাগতিক রচনা। ক্রিয়েটও করে, আবার পালনাও করে। বাকি সংহার করতে পারে না, কেননা এই সৃষ্টির বৃদ্ধি তো পেতেই হবে। সবাই তো জন্ম দিতেই থাকে। কেবল অসীম জগতের পিতাই আসেন, যিনি নতুন রচনা করেন, আর পুরানো সবকিছুর বিনাশ করান। নতুন সৃষ্টির স্থাপনা আর পুরানোর বিনাশ, সে তো ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মাই করবেন। বাচ্চারা, এই কথা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো। এই কথা তো বড়ই সহজ। নামই রাখা হয়েছে সহজ যোগ বা স্মরণ। ভারতের জ্ঞান বা যোগ (জগৎ) বিখ্যাত।

বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের দৈবী মত প্রদান করছেন যাতে তোমরা সর্বদা আনন্দিত থাকবে। মাতাপিতার দ্বারাই নতুন সৃষ্টির রচনা হয়। এ তো সবাই জানে যে, খুদা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, খুদা কিভাবে এসে নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। তিনি নতুন সৃষ্টিকে অ্যাডপ্ট করেন। মাতা - পিতা তো অবশ্যই আছেন। বাবা আছেন, তাই তিনি নিজেই এনার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন, তাই ইনি বড় মাতা হয়ে গেলেন। এরপর প্রথম নম্বরে সরস্বতীকে অ্যাডপ্ট করেছিলেন। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তাই না। এই মাশ্বা তো হলেন অ্যাডপ্টেড। তোমাদের জন্য তো হলেন মাতা-পিতা। আমাদু জন্য পতিও আবার পিতাও। তিনি প্রবেশ করে যুগলও (স্ত্রী) আমাকেই বানিয়েছেন আর বাচ্চাও বানিয়েছেন। এ তো খুবই রমণীয় কথা, যা সম্মুখে বসে শোনার জন্যই। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারে। সবাই যদি বুঝতে পারতো তাহলে তারা বোঝাতেও পারতো। বোঝাতে না পারলে বুঝতে হবে, সে নিজে কিছুই বোঝেনি। জড় বীজ থেকে কিভাবে ঝাড়ের জন্ম হয় - এ তো যে কেউই চট করে বলতে পারে। এই অসীম জগতের ঝাড়ের জ্ঞান যতক্ষণ না বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই কথা বুদ্ধিতে রাখা উচিত। এ হলো ডবল সম্বন্ধ। ওখানে তো সিঙ্গল সম্বন্ধ থাকে। ওরা পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে না। এখানে এই সব হলো বন্ধন। তোমরা জানো যে, আমরা এই সময় ওই বন্ধনেও আছি। ওই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা পিতার সম্বন্ধে এখন এসেছি। আজকাল তো কতো মত এসে গেছে। মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। জলের জন্য, জমির জন্য লড়াই করতে থাকে। এ আমাদের জগতে আছে, তোমাদের জগতে এমন নেই। মানুষ সম্পূর্ণভাবে জাগতিক হয়ে গেছে। একথা তারা ভুলে গেছে যে, ভারতবাসী সত্যযুগে অসীম জগতের মালিক ছিলো। যারা মালিক ছিলো, তারাই আবার ভুলে যায়। ভুলতে তো অবশ্যই হবে, তবেই তো বাবা এসে আবার বোঝান। তোমরা এখন এইসব কথা জানো। ওখানে হলো বন্ধন। আর এখানে মাতা - পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ। তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে অগাধ সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা বলেন, আমি তোমাদের সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করি। তারপর অভিশাপ কে দেয়? মায়া রাবণ। অভিশাপে থাকে দুঃখ, আর আশীর্বাদে তো সুখ প্রাপ্ত হয়। মানুষ একথা জানে না যে, তাদের দুঃখের উত্তরাধিকার কে দান করে? বাবা সত্যযুগ স্থাপন করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সুখের উত্তরাধিকারই দান করবেন। বাবাকে তো দুঃখ প্রদানকারী বলাই হবে না। দুঃখ তো শত্রু প্রদান করে কিন্তু এই কথা কেউ বুঝতে পারে না। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে। বলা হয়, লক্ষা হরণ করা হয়েছিলো, সোনা নিয়ে আসা হয়েছিলো। এখন সোনা তো শ্রীলঙ্কাতে রাখা নেই। সোনা তো খনি থেকে পাওয়া যায়। কোথাও আবার নদীর তলা থেকেও পাওয়া যায়।

বাচ্চারা জেনে গেছে যে, এ হলো অনাদি ওয়ার্ল্ড ড্রামা। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বসে আছে। যারা বুঝতে পারে না, তাই বোঝাতেও পারে না, তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে! তারা জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে মাথা নত করবে। রাজা - রানী আর প্রজার মধ্যে তফাৎ তো আছে, তাই না। যেমন এই মাশ্বা - বাবা গিয়ে উঁচু পদ পায়। তোমরাও পুরুষার্থ করে এতটাই পড়ো যাতে মাশ্বা - বাবার আসনে বসতে পারো, বিজয় মালার দানা হও। প্রলোভন তো অনেক দেওয়া হয়। এ তো রাজযোগ, তাই না। তোমরা রাজযোগের দ্বারা রাজত্ব তো প্রাপ্ত করে নাও। কম করে পুরুষার্থ অনুসারে প্রজা তো হবেই। সর্বদাই বলা হয় 'ফলো ফাদার'। তোমরা তো বাচ্চা, তাই না। তিনি হলেন ফাদার, তারপর এই ফাদার, এখানে আবার মাদারও আছে। নম্বর ওয়ান তো ফলো করছেই। তোমরা হলে ভাই - বোন। বাবা তো এক হওয়া উচিত। সবাই 'ও গড ফাদার' বলে, তাহলে সবাই ভাই - বোন হয়ে গেলো। এর থেকে বেশী আর কোনো সম্বন্ধ নয়। ভাই - বোন, ব্যস্। আর ওদের বাপ, দাদা, ভাই, বোন তো অনেক আছে। তোমাদের এক বাবা, দাদাও এক। এক প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাঁর দ্বারা এই রচনা করা হয়। তোমরা ভাই - বোনরাই পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করো। বাকিরা ঝড়ে নিজের নিজের জায়গায় থাকবে। ঠিকানা তো আছেই, তাই না। যেখান থেকে আবার নম্বরের ক্রমানুসারে আসে।

এখানে হলো জীবনবন্ধ। আত্মারা প্রথমে ওখান থেকে সুখের দুনিয়ায় আসে, তাই প্রথমে জীবনমুক্ত হয়। সবার প্রথমে ভারতবাসীদের স্বর্গে জীবনমুক্তি হয়। বাবা তোমাদের কতো ভালো ভালো কথা শোনান। আমার তো এক সর্বোত্তম টিচার, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। কন্যারা বলবে, আমার তো এক শিব বাবা.... কন্যাদের এখানে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশান দিতে হবে। এই গভর্নমেন্টের হয়ে গেলে তখন আবার ঈশ্বরীয় সার্ভিসে লেগে যেতে হবে। তখন আবার আসুরী সার্ভিস কিভাবে করবে? প্রত্যেকেরই কর্ম বন্ধন অনুসারে রায় দান করা হয়। দেখা যায়, বের হতে পারে, নাকি নয়। সুন্দর সুবুদ্ধির হলে একমাত্র গডলী সার্ভিসেই থেকে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের হলো গডলী সার্ভিস, নির্বিকারী বানানোর সার্ভিস। আমরা হলাম সেনা। গড আমাদের মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করাতে শেখান। রাবণ হলো পুরানো এবং সবথেকে বড় শত্রু। এ কেবল তোমরাই জানো। তোমরা রাবণকে জয় করে হীরের তুল্য তৈরী হবে। বাচ্চাদের সেই হিম্মত, সেই নেশা থাকা উচিত। মানুষ তো লড়াই করতেই থাকে, সব জায়গায় দেখো ঝগড়া আর ঝগড়া। আমাদের কারোর সঙ্গে কোনো ঝগড়া নেই। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তখন মায়ার আঘাত আসবে না। এরপর আমার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এও কাউকে শোনাতে হবে, তাই না। বাবার পরিচয় দান করে তাঁর সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। তিনি আমাদের মাতা-পিতা। শিব বাবা আছেন, তাহলে বলো, তোমাদের মাতা কে? এও কতো গুহ্য কথা। তোমরা জিস্টেস করো, আত্মার বাবা কে? ওরাও লিখে দেবে যে, পরমাত্মা। আচ্ছা, মাতা কোথায়? মাতা ছাড়া বাচ্চাদের কিভাবে রচনা করা হবে? তখন আবার জগদম্বার প্রতি চলে যাবে। আচ্ছা, জগদম্বাকে কিভাবে রচনা করা হয়েছিলো? এও কেউ জানে না। তোমরা জানো যে, ব্রহ্মার পুত্রী হলো সরস্বতী। তিনিও মুখ বংশাবলী। রচয়িতা তো হলেন বাবাই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমার তো এক সর্বোত্তম টিচার দ্বিতীয় আর কেউ নেই - এই নিশ্চয়ের সাথে মাতা - পিতার সমান পাঠ গ্রহণ করতে হবে। পুরুষার্থে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

২) দেহের বন্ধনকে বুদ্ধির দ্বারা ছিন্ন করতে হবে। দৈবী মতে চলে সদা আনন্দিত থাকতে হবে। ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে।

বরদান:- নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে সহনশীলতার অবতার ভব কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে সহনশীলতার কমতি হয়, তাই কোনো ছোটো কথাও যদি হয় তখন চেহারা শীঘ্র বদলে যায়, তখন ঘাবড়ে গিয়ে হয় স্থান পরিবর্তন করার কথা চিন্তা করবে অথবা যার প্রতি বিরক্ত হবে তাকে পরিবর্তন করে দেবে। নিজেকে পরিবর্তন করবে না, অথচ অন্যের থেকে দূরে সরে যাবে। তাই স্থান অথবা অন্যকে পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তন করে নাও, সহনশীলতার অবতার হয়ে যাও। সকলের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে শেখো।

স্লোগান:- পরমার্থের আধারে ব্যবহারকে সিদ্ধ (প্রমাণিত) করা -- এটাই হলো যোগীর লক্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - কখনো পড়াশুনা মিস করবে না। পড়াশুনার প্রতি শখ তখনই থাকবে যখন জ্ঞানদাতা বাবার ওপরে অটুট নিশ্চয় থাকবে। নিশ্চয় বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চারাই সার্ভিস করতে পারবে”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ কথা শুনে বাপদাদা খুব খুশি হন?

*উত্তরঃ - যখন বাচ্চারা সেবার খবর জানিয়ে পত্র লেখে - বাবা, আজ আমি অমুক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি, তাকে দুই বাবার পরিচয় দিয়েছি... এইরকম সেবা করেছি, তখন বাবা সেইসব পত্র পড়ে খুব খুশি হন। কেবল স্মরণ-ভালোবাসার পত্র লিখলে কিংবা ভালো থাকার খবর দিলে বাবার পেট ভরে না। বাবা তাঁর সহযোগী বাচ্চাদেরকে দেখে খুশি হন। তাই সেবা করার পরে সেবার খবরাখবর জানিয়ে পত্র লিখতে হবে।

*গীতঃ- চলো যাই মা স্বপ্নের সেই গাঁয়ে...

ওম শান্তি । বাচ্চারা জানে যে কাঁটা থেকে ফুলের দুনিয়াতে যেতে হবে। সত্যযুগী দুনিয়াকে তো দিব্য ফুল বলা যাবে। কলিযুগের মানুষ হলো কাঁটার মতো। একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে, বিরক্ত করে। তোমরা বাচ্চারা এখন খুশি হয়ে যাও যে - চলো, এখন আমরা আমাদের সেই দিব্য ফুলের সুখধামে যাই। সেখানে যাওয়ার রহস্যটাও বুঝতে হবে। ভালো করে পড়াশুনা করলে তবেই যেতে পারবে। আগে তো এইটা নিশ্চয় করতে হবে - ‘কে পড়াচ্ছেন?’ এইসব কথা কোনো বেদ শাস্ত্রে লেখা নেই। হয়তো গীতাতে রাজযোগের কথা লেখা আছে। যেহেতু এই পড়াশুনা রাজস্ব পাওয়ার জন্য, তাহলে নিশ্চয় সত্যযুগেই সেই রাজস্ব দেওয়া হবে। প্রথমে তো যিনি পড়াচ্ছেন তার ওপরে নিশ্চয় হতে হবে। ইনি তো কোনো সাধু, সন্ত অথবা মানুষ নন। ইনি হলেন নিরাকার। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সকল আত্মার পিতা। আগের কল্পের মতো যারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার, কেবল তারাই হবে। তোমরা দেখছো যে ফুলের দুনিয়া স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের পুরুষার্থ করছে। যদি কেউ নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে সে ঝট করে পড়াশুনা করতে লেগে পড়বে। শাস্ত্রে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। তবে তার সাথে এটাও লেখা আছে - রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এটা তো তাহলে জ্ঞানের ব্যাপার হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ কৃষ্ণের হাতে কাঠের মুরলী (বাঁশি) দিয়ে দিয়েছে। গায়নও তো রয়েছে না যে - তোমার মুরলীতে ঈশ্বরীয় জাদু রয়েছে। কিন্তু কাঠের মুরলীতে ঈশ্বরীয় জাদু থাকতে পারে না। সে তো মুখ দিয়ে মুরলী বাজানো হয়। কৃষ্ণের কেবল ছোটবেলা দেখানো হয়। নিজেরা খেলাধুলা করছে। এ'সব হলো অত্যন্ত বোঝার মতো বিষয়। এটা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এ হলো রাজযোগ অর্থাৎ যিনি রাজস্ব প্রাপ্ত করান তাঁর সঙ্গে যোগ। তিনি সম্মুখে এসে শিক্ষা দেন। এক্ষেত্রে কাঠের মুরলীর কোনো ভূমিকা নেই। এইসব কথা একেবারে অনুপম। কেউ এটা জানে না যে স্বয়ং নিরাকার ভগবান এসে পড়ান। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও বলা হয় যে তার মুরলীতে ঈশ্বরীয় জাদু আছে। ঈশ্বর তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। কৃষ্ণকে খুদা বলা যাবে না। খুদা তো হলেন খুদা-ই। তাঁকেই জাদুকর বলা হয়। জাদুকর স্বয়ং এসে জাদু দেখান, সাক্ষাৎকার করান। তার সঙ্গে উঁচু পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য পড়ান। মীরাও বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার করেছিল এবং ডান্স করেছিল। কিন্তু রাজযোগ শেখেনি। রাজযোগের কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। মীরাকে শিক্ষা দেওয়ার কেউ ছিল না। তার নাম ভক্ত মালাতেই থাকবে। এটা হল জ্ঞান মালা। রাত-দিনের পার্থক্য। তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা যত বেশি জ্ঞান গ্রহণ করবো, তত উঁচু হবো। ভক্তমালাও অবশ্যই রয়েছে। তার মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। তাদের নাম খুব প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই জ্ঞান কারোর কাছে নেই। তাই বোঝাতে হবে যে বাবা-ই হলেন এই জ্ঞান দেওয়ার অথরিটি। তাঁর উদ্দেশ্যেই বলা হয় যে তিনি ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে তাদেরকে সকল বেদ শাস্ত্রের সারকথা শোনান। শিববাবা কে তো কোনো শাস্ত্র দেওয়া যাবে না, কারন তিনি তো হলেন নিরাকার। তাই তিনি ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান। এই যুক্তি রচনা করা হয়েছে। কিন্তু কেবল তিনিই এইসব কথা বোঝাতে পারেন। দেখানো হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা সারকথা বোঝানো হয়। তাই নিশ্চয়ই অন্য কেউ আছেন যিনি এইসব বোঝান। এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছো যে জ্ঞানের সাগর হলেন শিববাবা, যিনি আমাদের বাবাও, তিনি সম্মুখে বসে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতেই আসেন এবং অন্য কারোর শরীরে আসেন। এটা হলো ব্রহ্মার শরীর। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও প্রয়োজন আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই অবশ্যই বাবা এসে ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করেন। ধর্ম রচনা কিভাবে হয়? এটাও তোমরা জানো। প্র্যাকটিক্যালি তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। তোমরা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বলে থাকো। বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিছো। ফলোয়াররা কখনো উত্তরাধিকার নিতে পারে না। বাচ্চারাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। তোমরা এসে এখন অসীম জগতের বাবার সন্তান হয়েছো। থ্রাইস্টের ফলোয়ার্স বলা হয়, সন্তান বলা হয় না। বুদ্ধের কিংবা গুরু নানকের ক্ষেত্রেও

ফলোয়ার্স বলা হয়, সন্তান নয়। এখানে তোমরা হলে সন্তান। প্রজাপিতাও হলেন বাবা এবং শিববাবাও হলেন বাবা। তিনি হলেন নিরাকার, আর ইনি হলেন সাকার। এই সাকার শরীরের দ্বারাই শিববাবা বাচ্চাদেরকে রচনা করেছেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও কারোর দৃঢ় নিশ্চয় আছে, কারোর নেই। এটা হলো অনেক বড় লটারি।

তোমাদেরকে নিজের শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্ম করতে হবে এবং তার সাথে এই জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। ওই পড়াশুনাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এখানে তো বাবা বলেন, এক ঘন্টা-আধ ঘন্টা অবশ্যই পড়তে বসো। কোনো কারণে কেউ হয়তো রোজ পড়তে না পারলে সেক্ষেত্রে আগে সাত দিবসীয় কোর্স করে, তারপর মুরলীর আধারে চলতে হবে। লক্ষ্যে পড়ে নিয়েছো, এরপর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা, পাতা ইত্যাদিকে বুঝতে হবে। সৃষ্টিচক্রের ছবিতে সেই সবকিছুই আছে। তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের রহস্য বোঝানো হয়েছে। কল্পবৃক্ষের ছবিতে সবকিছু বিস্তারিত ভাবে রয়েছে এবং সৃষ্টিচক্রের ছবিতে নাটশেলে রয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে এটা হলো ভ্যারাইটি মনুষ্য সৃষ্টির ধর্ম। শুরুতে একটাই ধর্ম থাকে, পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি হয়। বৃক্ষ দেখানো হয়েছে এবং কিভাবে স্থাপন হয় সেটাও দেখানো হয়েছে। কত সহজ রহস্য। ড্রামা এবং বৃক্ষের জ্ঞানকে বুঝতে হবে, বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে এবং তারপর অন্যকেও বোঝাতে হবে। দুই বাবার পয়েন্ট তো অবশ্যই বোঝাতে হবে। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে স্বরাজ্য পাওয়া যায়। তাই রাজযোগ অবশ্যই শিখতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা-ই স্বর্গ স্থাপন করেন। একে কৃষ্ণপুরীও বলা হয়। কংসপুরীতে তো কৃষ্ণপুরীর স্থাপন সম্ভব নয়। তাই সঙ্গমযুগ রাখা হয়েছে। কেবল তোমাদের মতো বাচ্চাদের জন্য এটা সঙ্গমযুগ, বাকি সকলের জন্য এটা হলো কলিযুগ। তোমরাই এই সঙ্গমযুগ থেকে এরপর সত্যযুগে যাবে- এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। সঙ্গমযুগের কথা মনে থাকলে সত্যযুগের কথাও মনে থাকবে এবং যিনি সত্যযুগের স্থাপন করেন তাঁকেও মনে থাকবে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। তোমরা বুঝেছো যে এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। অসীম জগতের বাবা তো প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগেই আসেন। গীতাতে ভুল করে দিয়েছে। গীতার সাথে কেবল ভাগবৎ এবং মহাভারতের সম্পর্ক রয়েছে।

বাবা বোঝাচ্ছে - তোমরা সবাই হলে সীতা এবং আমি হলাম রাম। তোমরা এখন রাবণ-রাজ্য রূপী লঙ্কাতে রয়েছো। ওই লঙ্কার (শ্রীলঙ্কা) সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এমন নয় যে ওখানে কোনো রাবণ-রাজ্য ছিল। সত্যযুগে তো লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) ইত্যাদি থাকবে না। ওখানে এখন বৌদ্ধ ধর্ম রয়েছে। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক বিস্তার হয়েছে। এটা তো বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে আগে ভারত সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল, সুখ-শান্তি ছিল, একটাই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। আগে তো এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে হবে যে ইনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। পুরুষার্থ করতে করতে পিছলে গেলে চলবে না। নিশ্চয় না হলে তো পুরুষার্থ করতেই পারবে না। বাবা পড়াচ্ছেন এবং তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের অর্থাৎ সদা-সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যাচ্ছে - এটা তো সার্টেন (সুনিশ্চিত)। স্কুলে যদি কারোর এইম অবজেক্টের ওপরে নিশ্চয় না থাকে, তাহলে সে সেখানে বসে থাকবে না। ওখানে তো অনেক সাবজেক্ট থাকে, মার্জিন থাকে। এখানে তো হলো একটাই সাবজেক্ট। একটা সাবজেক্টের দ্বারাই কত বড় রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যে পড়বে না সে জ্ঞানী আত্মার সামনে মাথা নোয়াবে। প্রজাদের মধ্যেও যে ভালো প্রজা হবে, তার সামনে কম পদের প্রজারা মাথা নোয়াবে। প্রজাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। কেউ গরিব, কেউ বড়লোক। দুইজন কখনো একইরকম হবে না। কতো অদ্ভুত এই ড্রামা! সকল মানুষের ফিচার্স এই ড্রামাতে নিহিত রয়েছে ভূমিকা পালন করবার জন্য। এইসব অতি গুহ্য বিষয়, যেগুলো ধারণ করে অন্যকেও বোঝাতে হবে। সবাই তো বোঝাতে পারবে না। বাবা কতো ভালো ভালো কথা বোঝান। নিশ্চয়ই বিজয় রয়েছে। নিশ্চিত হলে তবেই পড়বে। কেউ তো সংশয়বুদ্ধি হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মায়া হঠাৎ করে তুফান এনে সংশয়ে ফেলে দেয়। সংশয়বুদ্ধি বিনাশিত। চড়তে পারলে বৈকুন্ঠ রসের স্বাদ পাবে, কিন্তু পড়ে গেলে হাড়-গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কত তফাৎ। পড়ে গেলে একেবারে চন্ডাল হয়ে যাবে আর চড়তে পারলে বাদশা হয়ে যাবে। সবকিছু পড়াশুনার ওপরেই নির্ভরশীল। আগে কি কখনো শুনেছো যে নিরাকার শিক্ষক কেমন হয়। এখন শিববাবার কাছ থেকে শুনছো। তোমরা নিশ্চিত হয়েছো যে আমি তোমাদের পিতা, পতিত-পাবন এবং নলেজফুল। নলেজের দ্বারা চক্রবর্তী রাজা হতে হবে - এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। নিশ্চয়ের ক্ষেত্রেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শত্রু সামনেই আছে। তোমরা জানো যে মায়া হলো আমাদের শত্রু, প্রতি মুহূর্তে ধোঁকা দিয়ে দেয়, পড়াশুনার ক্ষেত্রে সংশয় উৎপন্ন করে। সংশয় হলে অনেক বাচ্চাই পড়া ছেড়ে দেয়। পড়া ছেড়ে দেওয়ার অর্থ বাবা-টিচার এবং সদগুরুকেও ত্যাগ করা। দুনিয়ার মানুষ তো গুরু পরিবর্তন করে। অনেকজনকে গুরু করে। এখানে কেবল একজনই আছেন - সদগুরু। ইনি নিজের মহিমা করেন না। নিজের পরিচয় দেন। ভক্তরা গায়ন করে- শিবায় নমঃ, তুমি হলে মাতা-পিতা...। কিন্তু কিছুই জানে না। কেবল বলতে থাকে আর পূজা করতে থাকে। তোমরা এখন জেনে গেছো যে শিববাবা কে? শিববাবার

পরে আছেন ব্রহ্মা এবং সরস্বতী। লক্ষ্মী-নারায়ণ পরে আসেন। আগে তো শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শঙ্কর। বাবা বলেন, আমি আগে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে একে রচনা করি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয় এবং তারপর ব্রহ্মাই বিষ্ণু হয়ে পালন করেন। এইসব পয়েন্ট নোট করতে হবে। তারপর কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। কেউ কেউ তো খুব ভালো বোঝায়। বাবার কথা তো সম্পূর্ণ আলাদা। কখনো শিববাবা বোঝান, কখনো ইনি বোঝান। তোমরা সর্বদা এটাই মনে করবে যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। শিববাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা মনে করো যে শিববাবা এনার দ্বারা যুক্তি সহকারে নূতন নূতন পয়েন্ট শোনাচ্ছেন। তাই বাচ্চাদেরকেও এগুলো বুঝতে হবে। আগে তো নিশ্চিত হতে হবে। সাত দিনেও ভালো ভাবে রঙ লাগা সম্ভব। কিন্তু মায়াও খুব শক্তিশালী। আগে তো এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে বাবা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে নিশ্চয়ই তিনিই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। কৃষ্ণের পক্ষে শেখানো সম্ভব নয়। কৃষ্ণের আগমন তো সত্যযুগে হয়। বাবা কারোর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না। এনার শরীরে প্রবেশ করার পর এনার পরিচয় দেন এবং বলেন যে এনার নাম কেন ব্রহ্মা রাখা হয়েছে। ইনিই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকা পালন করেন। তোমাদেরও খুব ভালো ভালো নাম রাখা হয়েছিল। অনেক বাচ্চার নাম এসেছিল। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না? মুহূর্তের মধ্যে দুই-আড়াই শো জনের নাম এসেছিল। এত নাম তো এখানকার ব্রাহ্মণরা দিতে পারবে না। সন্দেশী নাম নিয়ে এসেছিল। অসীম জগতের বাবা নাম রেখেছিলেন। কত আশ্চর্যের বিষয়। ওয়ান্ডারফুল বাবা, ওয়ান্ডারফুল এইম অবজেক্ট।

তোমরা সেই রাজাদের রাজা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরই চিত্র একেবারে ক্লিয়ার রয়েছে। ত্রিমূর্তির চিত্র অ্যাক্যুরেট (যথাযথ)। ৮৪ জন্ম তো অবশ্যই নিতে হবে। কলিযুগের অন্তিম হলো পতিত এবং সত্যযুগের আদি হলো পবিত্র। বাচ্চাদেরকে সেবার প্রমাণ দিতে হবে - বাবা, আমিও ছোট ছোট পর্চা (হ্যান্ডবিল) ছাপিয়েছি। ওপরে যেন শিববাবা, ত্রিমূর্তি এবং দুই বাবার পরিচয় থাকে। এইসব পয়েন্ট গুলো যেন অবশ্যই থাকে। এইরকম হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে অনেক সেবা করে সার্ভিসের খবরাখবর দিতে হবে। তাহলেই শিববাবা হৃদয়ে স্থান পাবে। কেবল ভালো থাকার চিঠি লিখলে হবে না, সার্ভিস করে সার্ভিসের খবর লিখতে হবে - বাবা, এইরকম এইরকম সার্ভিস করেছি। কেবল স্মরণ ভালোবাসার পত্র লিখলে কি বাবার পেট ভরবে? আজ অমুক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি, আমি স্বামীর সেবা করেছি, সে খুব খুশি হয়েছে, এইরকম ভাবে সেবা করেছি... ইত্যাদি খবর বাবাকে দিতে হবে। দুই বাবার পয়েন্ট হলো মুখ্য। অসীম জগতের বাবা হলেন স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রদাতা। তোমরা কতো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা। বাবা বোঝাচ্ছেন, এরা সবাই হলো অ্যাডাপ্টেড চিলড্রেন। কেবল ধর্মের সন্তান হলেই এতজন সন্তান হওয়া সম্ভব। ওরা হলো ধর্মের ফলোয়ার্স। এখানে তোমরা হলে সন্তান। বাবাও এইরকম বাচ্চাদেরকে দেখে খুশি হন। এরা সবাই আমার সন্তান। এখন অন্তিম সময়ের ভূমিকা পালন করছে। স্বর্গ স্থাপন করার কার্যে সাহায্য করার জন্য আমার সাথী হয়েছে। এটা হলো রুদ্র শিববাবার রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ। শিববাবা কিভাবে স্বর্গ স্থাপন করেন? আগে ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন। এই যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গ স্থাপন হয়। তাই ব্রাহ্মণদেরকেই এই যজ্ঞ সামলাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পড়াশুনা করতে হবে। কখনো কোনো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যাবে না। নিশ্চয়েই বিজয় রয়েছে।

২) বাবার সাথী হয়ে স্বর্গের স্থাপনাতে সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে। যজ্ঞ সামলানোর জন্য পাক্কা ব্রাহ্মণ হতে হবে।

বরদানঃ:-

জ্ঞান স্বরূপ হয়ে কর্ম ফিলোসফিকে চিনে সেই অনুযায়ী চলে কর্মবন্ধন মুক্ত ভব

কোনো কোনো বাচ্চারা জোর করে সবকিছু ত্যাগ করে শারীরিক ভাবে পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু মনের হিসাব-নিকাশ থেকে যাওয়ার জন্য সেই দিকে তাদের টান থেকে যায়। সেইদিকে বুদ্ধি ধাবিত হতে থাকে, এও এক বড় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই কারোর থেকে মনকে সরিয়ে নিতে হলে, প্রথমে নিমিত্ত আত্মাদের দ্বারা ভেরিফাই (যাচাই) করিয়ে নাও। কারণ এ হলো কর্মের ফিলোসফি। জোর জবরদস্তি করে সম্বন্ধ ভেঙে দিলেও মন বারংবার সেই দিকেই ধাবিত হতে থাকে। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ হয়ে কর্মের ফিলোসফিকে চিনতে শেখো এবং ভেরিফাই করিয়ে নাও - তবেই সহজভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

স্লোগান:- নিজের স্বমানের সিটে সেট হয়ে থাকো, তবেই মায়া তোমাদের সামনে স্যারেন্ডার (আত্মসমর্পণ) করে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ সবকিছু ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বলা হবে প্রকৃত সন্তান (মাতেলে), এই পুরানো দুনিয়ার থেকে এখন তোমাদের বুদ্ধি সরে যাওয়া উচিত"

*প্রশ্ন:- বাবার জ্ঞান কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সহজেই বসে যায়?

*উত্তর:- যারা গরীব বাচ্চা, যাদের মোহ নাশ হয়েছে, যাদের বুদ্ধি বিশাল, তাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান সহজেই বসে যায়। বাকি যাদের বুদ্ধিতে থাকে - আমার ধন, আমার পতি... তারা এই জ্ঞান ধারণ করে উঁচু পদ পেতে পারে না। বাবার হওয়ার পরেও লৌকিক সম্বন্ধকে স্মরণ করার অর্থ - কাঁচা বন্ধন (বাবার সাথে Engagement), তাদের নামমাত্র (Stepchildren) সন্তান বলা হয়।

*গীত:- তোমার পথেই আমার মরণ, তোমার পথেই আমার জীবন....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা গীতের অর্থ তো নিজেরাই বুঝে থাকবে। এখন তোমাদের বেঁচে থেকেই এসে বাবার হতে হবে, আর পুরানো দুনিয়া যাকে রৌরব (দুর্বিপাক) নরক বলা হয়, তাকে ভুলতেও হবে আবার ছাড়তেও হবে। এই রৌরব নরকে ভুলে স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পুরানো দুনিয়া বুদ্ধি থেকে সরে যাওয়া উচিত। এর জন্যই পুরুষার্থের প্রয়োজন। এ হলো জন্ম - জন্মান্তরের কর্মবন্ধন। এক জন্মের নয়, জন্ম - জন্মান্তরের কর্ম বন্ধন। কতো পাপ, কার কার সঙ্গে করেছে, সে সব জন্ম নিয়ে ভোগ করতে হয়। তাই এই কর্মবন্ধনের দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। এ হলো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া, পুরানো শরীর, এর থেকে মোহ দূর করতে হবে। গরীবদের মোহ সহজেই দূর হয়ে যায় কিন্তু বিত্তবানদের মোহ সহজে দূর হতে চায় না। তারা মনে করে, আমরা এই স্বর্গেই সুখী আছি, গরীবরা দুঃখে আছে। এমনিতে তো সম্পূর্ণ ভারতই গরীব, কিন্তু এদের মধ্যেও প্রকৃত যারা গরীব তারা চট করে এই জ্ঞান ধারণ করে। তাদের জন্যই বাবা আসেন। গরীবরা অনেক বেশী অবিনাশী উত্তরাধিকার পায়। সব সেন্টারে দেখো, বিত্তবান রা অতি কষ্টেই টিকতে পারে। গরীব ঘরের স্ত্রীরাই এখানে আসে। ধনবানরা তো তাদের পতির থেকে সুখ পায়, তাই তাদের পতির থেকে তাদের বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হয় না। গরীবরাই বেশীরভাগ এই জ্ঞান ধারণ করে। বাবা হলেন গরীবের ভগবান। যেই বাবাকে সকলে স্মরণ করে। ড্রামা অনুসারে কিন্তু ভক্ত ভগবানকে জানে না। ভগবান তো হলেনই ভক্তের রক্ষক। ভক্তির ফল এবং সন্নতি দেন একমাত্র বাবা। বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার কাছে জ্ঞানের কথা শুনছো। এই জ্ঞান সেই বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই বসে, যাদের বুদ্ধি বিশাল, এবং যাদের মোহ নষ্ট হয়েছে। যাদের বুদ্ধিতে - আমার পতি, আমার ধন ইত্যাদি থাকে, তারা উঁচু পদ পেতে পারে না। তারাই পদ প্রাপ্তি করে, যারা রচয়িতা এবং রচনার পরিচয় প্রদান করে। বাবাকে না চিনলে অবিনাশী উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে? সাজনকে শুধুমাত্র সাজন বললে কোনো লাভ নেই। না জানলে, চিনলে সাজনের সঙ্গে কিভাবে বন্ধন হতে পারে? কন্যাদের যখন বিবাহ ঠিক হয়, তখন তাকে পাত্রের চিত্র দেখানো হয়। অমুকের সন্তান, সে এই কাজ করে। আগে দেখানো হতো না, এমনিতেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। তাও পাত্র কী করে তা তো বলাই হতো। এখানে কোনো কোনো বাচ্চা বাবাকে বা তাদের সাজনকে জানেই না, তাহলে বিবাহ বন্ধন কিভাবে হবে? তা হয় পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই। কারোর বাবার সাথে বন্ধন আবার কাঁচা। পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ করেই না, লৌকিক সাজন আর সম্বন্ধীদের মনে করতে থাকে, তাহলে এ হয়ে গেলো কাঁচা বন্ধন। তাদের নামমাত্র সন্তান বলা হয়। পাকা বা দুটদের তো প্রকৃত সন্তান (মাতেলে) বলা হয়। এই প্রকৃত সন্তান খুবই অল্প। ভাঙিতে এতো আসে, কিন্তু তাদের মধ্যে কতো কাঁচা সন্তান বের হয়। নিজের সাজনকে তারা চেনেই না। পারদ যেমন হাতের উপরে স্থির হতে পারে না, তেমনি স্মরণও ততটাই কঠিন। মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। ২৫ - ৩০ বছর ধরে যারা আছে, তারাও সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারে না। তোমরা জানো যে পারলৌকিক সাজন ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মহারাজা - মহারানী বানান। তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন। সজনীদের এতো বোঝানো হয় তবুও বুদ্ধিতে বসে না। বুদ্ধি পুরানো দুনিয়ার বন্ধনে ঘুরতে থাকে। তারা বুঝতেও পারে না যে, আমরা বন্ধনে আছি। সম্বন্ধ তো একজনের সাথেই হওয়া চাই। বাকি সবই হলো বন্ধন। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে - একজনের সাথেই সম্বন্ধ রাখো, তিনিই তোমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের শিক্ষা দেন।

তোমরা জানো যে - অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান কান্ড আর অর্ধেক কল্প ভক্তি কান্ড। জ্ঞান কাণ্ডে তো ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সেখানে হলো সতোপ্রধান, তারপর সতোপ্রধান থেকে নিচে সতঃ, তারপর সতঃ-র থেকে নিচে

রজঃ-তে আসতে হবে। যখন সতঃ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জ্ঞান কান্ড সম্পূর্ণ হয়ে যায়। দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয়। সেখানেও প্রথমে সতোগ্রধান ভক্তি হয়। এরপর ভক্তিও সতঃ - রজঃ - তমঃতে আসে। ব্যভিচারী হওয়ার কারণে ভক্তিও নামতে থাকে। এখন এই কথা জানা বা কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। বাচ্চারা তোমাদের এই রৌরব নরকের থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করে একের সাথেই রাখা উচিত। এক বাবার সাথেই সম্বন্ধ রাখার অভ্যাস করো। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গরীবরা খুব ভালো পরিশ্রম করে। তাই গরীবদের বাহবা। বাবাও গরীবদের প্রতি বলিহারি(সমর্পিত) যান। শুরুতে কতো গোপ ছিলো, কত মাতা ছিলো। তাদের কতজন চলে গেছে বাকি অল্প আছে। মায়েরাও অল্প। হ্যাঁ, কোনো কোনো ধনী ব্যক্তি আবার ঘরেও রয়ে গেছে। যেমন কুইন মাদার, দেবী প্রমুখ। তোমাদের এখন মূল বিষয় বোঝাতে হবে যে, যে ভগবানকে সবাই সবাই স্মরণ করে তার পরিচয় কি? পতিত - পাবন বাবা, যিনি রাজযোগ শিখিয়ে নর থেকে নারায়ণ বানান, তাকে যদি না জানো তাহলে তোমরা পাপ করতে থাকবে, বাবাকে গালিও দিতে থাকবে। সম্মেলন তো অনেকই হতে থাকে। সেখানে বোঝানোর জন্য খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাউকে দরকার। তাদের বোঝানো দরকার যে, তোমরা বেদের মহিমা জানো, কিন্তু এতে তো কোনো লাভ হয় না। লাভ তো এক বাবার থেকেই হয়, যাঁকে আমরা জানি কিন্তু তোমরা জানো না। এসো আমরা তোমাদের বোঝাচ্ছি। বাবাকে না চিনলে কিভাবে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হবে? বাবার এই অবিনাশী বর্ষা হলো মুক্তি - জীবনমুক্তি, গতি - সঙ্গতি। এই অক্ষর বাবাই শোনান। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে রাখা উচিত। আর কোনো জিনিসে এমন লাভ নেই। বাবাকে আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানতে হবে। এতেও অর্ধেক কল্প ভক্তি কান্ড, অর্ধেক কল্প সঙ্গতি, জ্ঞান কান্ড। যদিও সম্মেলন করে তবুও নিজেরাই দ্বিধায় রয়েছে। কিছুই বুঝতে পারে না। তোমাদের সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। যখন অনেকেই পরিচয় পেয়ে যাবে, তখনই বলা হবে বাহাদুরি। ইনি তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য চিত্র সহিত বলেন। মায়েদের খুব নেশা থাকা উচিত। পুরুষ সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে আর নির্দেশ দেন বাবা। মায়েদের বা কন্যাদেরই সব করতে হবে। আজকাল কন্যা এবং মায়েদের মহিমা অনেক বেশী। গভর্নর, প্রাইম মিনিস্টারও মেয়েরা হচ্ছে। একদিকে সেই মায়েরা, আর একদিকে তোমরা, পান্ডবদের মায়েরা। তাদেরই আনন্দ অনেক বেশী কারণ রাজ্য তাদেরই। তোমরা তো তিন পা পৃথিবীও পাও না।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অনেক রহস্যের কথা বুঝিয়ে বলেন। তোমরা এখন স্বর্গের অবিনাশী বর্ষা পাচ্ছে। সাজন তোমাদের সাজান, সাজিয়ে মহারানী বানান। এমন সাজনের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ না রাখা, এ হলো মস্তবড় ভুল। বাচ্চাদের তো অনেক বোঝানো হয়। তোমরা কেবল জ্ঞান আর ভক্তির কনট্রাস্ট বলো। ভারতেই এই গায়ন আছে যে - দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে করে না কেউ। সুখে কেন স্মরণ করবে? এখন সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। তারজন্য সুখের সেই অবিনাশী উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ নেওয়া উচিত। মাতাপিতা জানেন যে প্রত্যেকে কতটা উপযুক্ত। মৃত্যু যখন নিকটে আসবে তখন বলা হবে যে, তোমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করোনি, তাই তোমাদের এমন অবস্থা। এও বলবেন যে তোমরা কি ধরনের প্রজা হবে, কেমন দাস - দাসী হবে, সব বলবেন। আচ্ছা।

কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে যে, আজ আমি খুব সুন্দর মুরলী চালিয়েছি, কিন্তু না, এ তো শিববাবাই এসে সাহায্য করেন। অহংকার হওয়া কখনোই উচিত নয়। যা তোমরা শোনাও তা তো তোমাদের বাবাই শেখান। বাবা না থাকলে তোমাদের মুরলী কিসের। মুরলীধরের সন্তানদের মুরলীধরই হওয়া উচিত, নাহলে উঁচু পদ পেতে পারবে না। যদিও কিছু না কিছু লাভ হয়েই যায়, কেউ যদি সেন্টার খোলে তাহলে অনেক আশীর্বাদ পায়। এত সময় তোমরা পড়া করেছে, তাই নিজেরাই সেন্টার খুলে সেবা করতে হবে। নিজে শিখলে কি অন্যদের শেখাতে পারবে না? ব্রহ্মাকুমারীদের চায়, তাই বাবা বুঝতে পারেন যে, সম্ভবত এদের মধ্যে এতটা জ্ঞান নেই। বাকি, এখানে এসে কি করে? বাবা তো বোঝান -- বাদল এলো, তোমরা রিফ্রেশ হয়ে গেলে অন্য কোথাও বর্ষণের জন্য। না হলে পদ কি করে পাবে? মাশ্বা - বাবা বলো তো সিংহাসনের অধিকারী হয়ে দেখাও। এও কারোর অহংকার আসা উচিত নয় যে আমি বাবাকে দিয়েছি। তোমরা কিছুই দাও না, বাবা তোমাদের কড়ির বদলে হীরে দেওয়ার থেকেও মুক্ত হয়ে যান। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এক এর সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ রেখে বুদ্ধিযোগ অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। এক এর সাথেই পাকা সম্বন্ধের চুক্তি

করতে হবে। বুদ্ধিযোগে বিভ্রান্ত যেন না হয়।

২) বাবার সমান মুরলীধর হতে হবে, আমি ভালো মুরলী চালাই -- এই অহংকার যেন না আসে। বাদল ভরে নিয়ে বর্ষণ করতে হবে। পড়া পড়ে থাকো যদি তবে সেন্টার খোলো।

বরদান:- বাবাকে সামনে রেখে ঈর্ষা রূপী পাপের থেকে বেঁচে যাওয়া বিশেষ আত্মা ভব ব্রাহ্মণ আত্মারা সকলে সমান হওয়ার কারণে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঈর্ষার কারণ হলো সংস্কারের টক্কর হওয়া। কিন্তু এই অবস্থায় বিশেষভাবে ভাববে যে, আমারই সমান কেউ যদি কোনো বিশেষ কাজের নিমিত্ত হয়েছে তবে তাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন কে? বাবাকে সামনে নিয়ে এসো তবে ঈর্ষা রূপী মায়া পালিয়ে যাবে। যদি কোনো বিষয় তোমার ভালো না লাগে তবে শুভ ভাবনার উপরে দিয়ে দাও, ঈর্ষার বশে নয়। নিজেদের মধ্যে রেস করো, ঈর্ষা নয়, তবে বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে মায়ার খেলাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো।

মতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য :

তোমার আসল লক্ষ্য কি :--

সর্ব প্রথমে এটা জানা জরুরী যে তোমার আসল লক্ষ্য কি? সেও খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তবেই পূর্ণ রীতিতে সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারবে। তোমাদের আসল লক্ষ্য হলো - আমি আত্মা সেই পরমাত্মার সন্তান। প্রকৃতপক্ষে আমি কর্মাতীত, এরপর নিজেকে ভুলে যাওয়ার কারণে কর্মবন্ধনে এসে গেছি, এখন আবার তাঁকে মনে আসার কারণে এই ঈশ্বরীয় যোগে থাকার ফলে এখন আমি আমার নিজের দ্বারা কৃত বিকর্ম বিনাশ করছি। তাই আমাদের লক্ষ্য হলো আত্মা হলো পরমাত্মার সন্তান। বাকি কেউ যদি নিজেকে 'আমিই সেই দেবতা' মনে করে সেই লক্ষ্যে স্থির থাকে, তাহলে পরমাত্মার যেই শক্তি তা পেতে পারবে না, আর না বিকর্ম বিনাশ হবে। আর এ তো সম্পূর্ণ জ্ঞান যে, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান, আমি কর্মাতীত, ভবিষ্যতে আমিই সেই দেবী - দেবতার পদ প্রাপ্ত করবো, এই লক্ষ্যে থাকলেই সেই শক্তি পাওয়া যায়। আর মানুষ যে এই সুখ, শান্তি, পবিত্রতা চায়, তাও পূর্ণ যোগে থাকলেই প্রাপ্ত হবে। বাকি দেবতা পদ তো নিজের ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক, নিজের পুরুষার্থ আলাদা আর প্রালঙ্কও আলাদা। তাই এই লক্ষ্যও আলাদা, নিজেকে এই লক্ষ্যে রাখবো না যে, আমি পবিত্র আত্মা অবশেষে পরমাত্মা হয়ে যাবো, তা নয়। আমাদের কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র আত্মা হতে হবে, বাকি আত্মা কখনোই পরমাত্মা হবে না।

এই অবিনাশী জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে :--

এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে। কেউ এই জ্ঞানকে অমৃত বলে, কেউ আবার এই জ্ঞানকে অঞ্জন বলে। গুরু নানক বলেছিলেন, জ্ঞান অঞ্জন গুরু দেন, কেউ আবার জ্ঞান বর্ষা বলেছেন, কেননা এই জ্ঞানেই সমগ্র সৃষ্টি ভরপুর হয়ে যায়। তমোপ্রধান মানুষও সতোপ্রধান হয়ে যায় আর জ্ঞান অঞ্জে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই জ্ঞানকে আবার অমৃতও বলে যাতে মানুষ পাচ বিকারের অগ্নির জ্বালাকে ঠান্ডা করতে পারে। দেখো গীতাতেও পরমাত্মা পরিষ্কার বলেছেন - কামেশু ক্রোধেশু, এতেও মুখ্য হলো কাম, যা হলো পাঁচ বিকারের মুখ্য বীজ। এই বীজ থাকলেই ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার আদির ঝাড় উৎপন্ন হয়, এতেই মানুষের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এখন এই বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হয়, জ্ঞানের ধারণা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন বিকারের বীজ নষ্ট হয়ে যায়। বাকি সন্ন্যাসীরা তো মনে করে, এই বিকারকে বশ করা খুবই কঠিন। এখন এই জ্ঞান তো সন্ন্যাসীদের মধ্যে নেই। তাহলে এমন শিক্ষা কিভাবে দেবে? তারা কেবল এমনই বলে যে - মর্যাদায় থাকো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা কি ছিলো? সেই মর্যাদা তো এখন ছিল হয়ে গেছে, কোথায় সেই সত্যযুগী, ত্রেতাযুগী দেবী - দেবতার মর্যাদা, যারা গৃহস্থ জীবনে থেকে কিভাবে নির্বিকারী প্রবৃত্তির পথে থাকতো। এখন সেই প্রকৃত মর্যাদা কোথায়? আজকাল তো বিকারের উল্টো মর্যাদা পালন করছে, একে অন্যজনকে এমনই শেখায় যে, মর্যাদায় চলো। মানুষের প্রথম দায়িত্ব কি, সে তো কেউই জানে না, ব্যস, কেবল এই প্রচার করে যে মর্যাদায় থাকো, কিন্তু এও জানে না যে, মানুষের প্রথম মর্যাদা কি? মানুষের প্রথম মর্যাদা হলো নির্বিকারী হওয়া, কাউকে যদি এমন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই মর্যাদায় থাকো কি? তখন তারা বলে দেয়, আজকাল এই কলিযুগী সৃষ্টিতে নির্বিকারী হওয়ার সাহস

নেই । এখন মুখে বললেই, মর্যাদায় থাকো বা নির্বিকারী হও, এতে কেউ নির্বিকারী হতে পারে না । নির্বিকারী হতে হলে এই জ্ঞান তলোয়ারের সাহায্যে এই পাঁচ বিকারের বীজকে নির্মূল করতে হবে, তাহলেই বিকর্ম ভঙ্গ হবে । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা খুশীতে তখনই থাকতে পারবে যখন সম্পূর্ণ নিশ্চয় হবে যে আমরা ভগবানুবাচ-ই শুনছি, স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্ন:- ড্রামা অনুযায়ী এই সময়ে সবাই কি প্ল্যান করে আর কিসের জন্যে প্রস্তুতি নেয়?

*উত্তর:- এই সময় সবাই প্ল্যান করে এত বছরে এতখানি আনাজ বা ফসল উৎপাদন করবো। নতুন দিল্লী, নতুন ভারত হবে। কিন্তু প্রস্তুতি নেয় মৃত্যুর জন্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার গলায় মৃত্যুর হার পরানো আছে। কথায় আছে না - মানুষ চায় একরকম, হয় আরেক রকম... বাবার এক রকম প্ল্যান, মানুষের প্ল্যান অন্য রকম।

*গীত:- কেউ যেন আমায় আপন করে হাসতে দিল শিথিয়ে....

ওম্ শান্তি। নিরাকার ভগবানুবাচ ব্রহ্মা তন দ্বারা। এই প্রথম কথাটি পাকা করে নিতে হবে যে এখানে কোনো মানুষ পড়ায় না, নিরাকার ভগবান পড়ান। ঊনাকে সর্বদা পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলা হয়। বেনারসে শিবের মন্দিরও আছে তাইনা! সর্ব প্রথমে আত্মার এই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে বেহদের বাবা আমাদের পড়ান। যতক্ষণ এই নিশ্চয় নেই ততক্ষণ মানুষ কোনো কাজের নয়। কড়ি তুল্য। বাবাকে জানলে হীরে তুল্য হয়। কড়ি তুল্য ও হীরে তুল্য ভারতের মানুষ হয়। বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। প্রথমে যতক্ষণ এই নিশ্চয় নেই যে ভগবান পড়াচ্ছেন, ততক্ষণ তারা এই কলেজে বসেও কিছুই বোঝেনা। তাদের খুশীর পারদ উর্ধ্বে ওঠেনা। তিনি হলেন আমাদের মোস্ট বিলাভেদ পিতা, যাঁকে ভক্তিমাগে ডাকা হয়েছিল যে - পরমাত্মা, দয়া করুন। এই কথা আত্মা বলে, *মানুষ তো বোঝেনা যে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও আমরা কোন্ পিতাকে স্মরণ করি? আত্মা মুখে বলে ইনি আমাদের লৌকিক পিতা, ইনি আমাদের পারলৌকিক পিতা। তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হয়েছ, বাদবাকি সকল মানুষই হল দেহ-অভিমানী। তারা আত্মা, পরমাত্মার বিষয়ে কিছু জানে না। আমরা আত্মারা ঐ পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান - এই স্তান কারো নেই। বাবা প্রথমে নিশ্চয় করান ভগবানুবাচ, "আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। তোমরা দেহ সহ দেহের যা সম্বন্ধ আছে, সেসব ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো"। কোনো মানুষ বা কৃষ্ণ ইত্যাদি এমন বলতে পারে না। এ হলই মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া, মিথ্যা হল সব সংসার। একথাও সত্য নয়। সত্যথন্ডে আবার একটিও মিথ্যা হয়না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যথন্ডের মালিক ছিলেন, পূজ্য ছিলেন। এখন ভারতবাসী ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে তাই নাম-ই হল ভ্রষ্টাচারী ভারত। শ্রেষ্ঠাচারী ভারত হয় সত্যযুগে। সেখানে সবাই সর্বদা হাসি মুখে থাকে, কোনো অসুখ কোনো রুগী থাকেনা। এখানে যদিও বলে অমুক স্বর্গে গেছে। কিন্তু কেউ জানেনা। এই সময়ের রাজ্য হল মৃগ তৃষ্ণার মতন। একটি হরিণের কাহিনী আছে না - জল ভেবে ভিতরে গেল আর পাঁকে আটকে গেল। অর্থাৎ এই সময় হল পাঁকের রাজ্য। যত শৃঙ্গার করা হয় ততই পতন হয়। বলতে থাকে ভারতে আনাজ বেশি হবে, এই হবে সেই হবে....। কিছুই হয়না। একেই বলা হয় - মানুষ চায় এক, হয় আরেক। বাবা বলেন এ কোনো রাজ্য নয়। রাজ্য তো তাকে বলা হবে যেখানে রাজা রানী থাকবে। এটা তো হল প্রজাদের প্রজার উপরে রাজত্ব। এই হল ইরিলিজিয়াস, আনরাইটিআস রাজ্য। ভারতে তো আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন তো ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে। এমন আর কোনো দেশ নেই যে নিজের ধর্মকে জানেনা। বলাও হয় রিলিজন ইজ মাইট অর্থাৎ ধর্ম হল শক্তি। দেবতাদের তো সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব ছিল, এখন তো একেবারেই কাণ্ডাল হয়েছে। বাইরে দেশের কত সাহায্য নিতে হয়। তাদের হল বাহুবলের সাহায্য, তোমাদের হল যোগবলের সাহায্য। তোমরা বাচ্চারা জানো মোস্ট বিলাভেদ হলেন বাবা যাঁর দ্বারা আমরা ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখের বর্ষা প্রাপ্ত করি। সেখানে কখনও দুঃখের, কান্নার কথাই নেই। কখনও অকালে মৃত্যু হয়না। আজকালকার মতন একসাথে ৪-৫ টি সন্তান জন্মও হয়না, একদিকে দেখা খাদ্যের অভাব, বলে বার্থ কন্ট্রোল করো। মানুষ চায় কিছু...। বোঝে নিউ দিল্লী, নতুন রাজ্য। কিন্তু কিছুই নেই। মৃত্যু স্বরূপ হার রয়েছে সবার গলায়। মৃত্যুর পুরো ব্যবস্থা করছে। অবশ্যই ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। বাবা বলেন এটা তো কোনো রাজ্য নয়, এ হল মৃগতৃষ্ণার মতন। দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়। তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী। তোমাদের জন্যে বাবার আদেশ হল এই বিকার গুলিকে পরাজিত করো। আমরা প্রতিজ্ঞা করি - আমরা সদা পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র করব। এই পুরুষ জন পবিত্র থাকতে দেয়না। অনেক গুপ্ত গোপীকারা আহবান করে বলে যে এরা আমাদের ওপর অত্যাচার করে।

তোমরা জানো এই কাম মহাশত্রু তো হলো মানুষকে আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ প্রদানকারী। বাবা বলেন তোমাদের এই

বিকারকে পরাজিত করতে হবে। গীতায়ও আছে ভগবানুবাচ , কাম হল মহাশত্রু। কিন্তু মানুষ বোঝেনা। বাবা বলেন পবিত্র হও তাহলে তোমরা রাজার রাজা হবে। এবারে বল, রাজার রাজা হবে নাকি পতিত হবে ? এই একটি শেষ জন্ম বাবা বলেন আমার জন্যে পবিত্র হও। অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ, পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হয়ে যাবে। অর্ধকল্প তোমরা বিষ পান করে এত দুঃখ দেখেছ, তোমরা এক জন্ম এইসব ছাড়তে পারছো না? এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। এতে যারা পবিত্র হবে আর পবিত্রে পরিণত করবে তারা-ই উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এই হল রাজ যোগ। তোমরা বলো আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী অর্থাৎ আমরা হলাম অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানও। ব্রহ্মা হলেন শিবের সন্তান, তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন শিব। এ হলো ইনকরপরিয়াল গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। তিনি হলেন হেভেন স্থাপনকারী, উত্তরাধিকার প্রদানকারী শিব। তিনি-ই গড ফাদার ব্লিসফুল, নলেজফুল পিতা বসে পড়ান। কিন্তু যখন দেহ অভিমান থাকবেনা তখন বুদ্ধিতে বসবে। ভাগ্যে না থাকলে ধারণা হবেনা। যথাযথভাবে তোমরা হলে জগৎ পিতার সন্তান। ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা রাজ যোগ শিখছে। তোমাদেরই বিশাল স্মরণিক স্থাপিত আছে। কত সুন্দর মন্দির আছে ! সেসবের অর্থ তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। পূজো করে, মাথা নোয়ায়, সব টাকা খরচ করে। এখন একেবারেই কড়ি তুল্য হয়েছে। খাদ্য বস্তু নেই। এখন বলে সন্তান জন্ম দর কমাও। এই বিষয়ে মানুষের শক্তি নেই যে বলতে পারে কাম হল মহাশত্রু। এতো যত বলা হবে জন্ম দর কম করো ততই বেশি সংখ্যায় জন্ম হবে। কারো শক্তি চলবেনা।

বাচ্চারা সর্বপ্রথম তোমাদের এ কথা বোঝাতে হবে যে এ হল গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি, ভগবান হলেন এক। এই একটিই চক্র যা ঘুরতে থাকে। এইসবই হল বোঝার বিষয়। মিত্র-আত্মীয় স্বজন ইত্যাদিদেরও এই রুহানী যাত্রার রহস্য বোঝাতে হবে। দৈহিক যাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর করেছে, এই রুহানী যাত্রা একবার-ই হয়। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। কোনো পতিত এখানে থাকবেনা। এখন বিনাশের সময়। এত যে কোটি কোটি মানুষ আছে, এরা সবাই সত্যযুগে থাকবেনা, সেখানে সংখ্যা খুবই অল্প হবে। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে - যতক্ষণ ই কথা বুঝবেনা ততক্ষণ সুইট হোম এবং সুখধাম স্মরণে আসবেনা। স্মরণ করা তো খুবই সহজ। বাবা বলেন সুইট হোম চলো। আমি ছাড়া তোমাদের কেউ নিয়ে যেতে পারবেনা। আমি হলাম কালের কাল। কত ভালোভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু আশ্চর্য যে এত বছর থাকার পরেও ধারণা হয়না। কেউ তো খুব তীব্র বুদ্ধি হয়ে যায়, কেউ কিছুই বোঝেনা। এর মানে এই নয় যে পুরনোদের এমন অবস্থা তো আমাদের কি হবে ? না, স্কুলে সবাই কি আর এক নম্বর হয়। এখানেও নম্বরের অনুযায়ী আছে। সবাইকে বোঝাতে হবে - বেহদের বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির এটাই হলো সময়। ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখের উত্তরাধিকার পেতে হবে। কত ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা পুরুষার্থ করছে। নম্বরের অনুযায়ী তো হয়।

তোমরা জানো পতিত-পাবন হলেন একমাত্র পিতা। বাকি সবাই হল পতিত। বাবা বলেন সবার সদগতি দাতা হলেন এক, তিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন। তারপরে শুধু ভারত-ই থাকবে, বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে। মানুষের বুদ্ধিতে এইটুকু কথা থাকে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার সহযোগী হও তো আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করব। মানুষের সাহস থাকলে ঈশ্বর সাহায্য করেন (হিস্মতে মর্দা, মদদে খুদা)। গায়ন তো করে ঈশ্বরীয় সেবাধারী (খুদাই খিদমতগার)। বাস্তবে তারা হলো দৈহিক স্যালভেশন আর্মি। তোমরা হলে সত্য প্রকৃত রুহানী স্যালভেশন আর্মি। ভারতের নৌকা যে ডুবে রয়েছে তার উদ্ধারকর্তা হলে তোমরা, ভারত মাতা শক্তি অবতারণা। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। শিববাবা হলেন গুপ্ত তাই ওঁনার সেনাও হল গুপ্ত। শিব শক্তি, পাণ্ডব সেনা। এই হল সত্য নারায়ণের প্রকৃত ব্রতকথা , বাকি সব গুলি হল মিথ্যা কথা কাহিনী তাই বলা হয় সী নো ইভিল, হিয়ার নো ইভিল, আমি যা বোঝাই তাই শোনো।

এ হল অসীমিত বিরাট স্কুল। এই ইউনিভার্সিটির জন্য এই বাড়ী তৈরি হয়েছে, পরে এখানে এসে বাচ্চারা থাকবে। যারা যোগযুক্ত হবে তারা এসে থাকবে। এই চোখ দিয়ে বিনাশ দেখবে। যে স্থাপনা ও বিনাশের সাক্ষাৎকার তোমরা এখন দিব্য দৃষ্টি দ্বারা করছো পরে তো তোমরা এই চোখ নিয়ে স্বর্গে বসে থাকবে। এর জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। যত বাবাকে স্মরণ করবে তত বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে। যদি বিকার গ্রস্ত হবে তাহলে তালা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুল ছেড়ে দিলে তো জ্ঞান বুদ্ধি থেকে একদম বেরিয়ে যাবে। পতিত হলে আর ধারণা হবেনা। পরিশ্রম আছে। এই হলো কলেজ - বিশ্বের মালিক হওয়ার। এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা হলো শিববাবার নাতি-নাতনি। এরা এখন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছে। এই হল রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কস যারা দুনিয়াকে পবিত্র করছে। মুখ্য হল পবিত্রতা। শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল, এখন হয়েছে ব্রষ্টাচারী। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এই দৈবী বৃক্ষের (ঝড়ের) কলম (স্যাপলিং) লাগছে যার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্যিকারের আধ্যাত্মিক স্যালভেশন আর্মি (উদ্ধার সেনা) হয়ে ভারতকে বিকার থেকে স্যালভেজ অর্থাৎ মুক্ত করতে হবে। বাবার সহযোগী হয়ে রুহানী সোশ্যাল সেবা করতে হবে।

২) এক বাবার থেকেই সত্য কথা শুনতে হবে। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল এই চোখ দিয়ে আগামাদিনের সীন দেখার জন্য যোগযুক্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- আপসেট হওয়ার পরিবর্তে হিসাব নিকাশকে খুশি মনে মিটিয়ে ফেলতে পারা নিশ্চিত আল্লা ভব যদি কখনো কেউ কিছু বলে তবে তাতে সাথে সাথে আপসেট হয়ে যেও না। আগে স্পষ্ট করো বা ভেরিফাই করাও যে কোন ভাব থেকে বলা হয়েছে, যদি তোমার কোনো দোষ না থাকে তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাও। এই কথাটা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, ব্রাহ্মণ আল্লাদের দ্বারা এখানেই সব হিসাব পত্র মিটিয়ে ফেলতে হবে। ধর্মরাজপুরীর থেকে বাঁচার জন্য ব্রাহ্মণ কোথাও না কোথাও নিমিত হয়ে যায়, সেইজন্য ঘাবড়িও না। খুশি মনে ক্লিয়ার করো। এতে উন্নতি রয়েছে।

স্লোগানঃ:- "বাবা-ই হলেন সংসার" সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকা - এটাই হলো সহজ যোগ।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য -

"অজপাজপ অর্থাৎ নিরন্তর যোগ অটুট যোগ" (০৪-০২-৫৭)

যখন ওম্ শান্তি বলা হয় তার যথার্থ অর্থ হলো আমি হলাম আল্লা সেই জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সন্তান, আমরাও আকারে পিতা জ্যোতিবিন্দু পরমাত্মার মতন । বাকি আমরা হলাম শালগ্রাম সন্তান সুতরাং আমাদেরও নিজের জ্যোতি স্বরূপ পিতার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে, ওঁনার সঙ্গে যোগ রেখে লাইট মাইটের উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাই তো গীতায় স্বয়ং ভগবানের মহাবাক্য আছে, মন্মনাভব। আমি জ্যোতি স্বরূপ পিতার মতো তোমরা বাচ্চারাও নিরাকারী স্বরূপে স্থিত হও, একেই অজপাজপ বলা হয়। অজপাজপ মানে কোনো মন্ত্র জপ করার পরিবর্তে ন্যাচারাল ভাবে পরমাত্মার স্মরণে থাকা, একেই পূর্ণ যোগ বলা হয়। যোগের অর্থ হল একমাত্র যোগেশ্বর পরমাত্মার স্মরণে থাকা। সুতরাং যে আল্লারা সেই পরমাত্মার স্মরণে থাকে, তাদের যোগী বা যোগিনী বলা হয়। যখন ঐ যোগ অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণে থাকা যাবে তখনই বিকর্মের এবং পাপের বোঝা নষ্ট হবে এবং আল্লারা পবিত্র হবে, ফলে ভবিষ্যতে দেবতা স্বরূপ জন্ম হবে প্রালব্ধ। এখন পুরো নলেজ চাই তবেই পুরোপুরি যোগ লাগতে পারে। অতএব নিজেকে আল্লা ভেবে পরমাত্মার স্মরণে থাকা, এ হলো সত্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারা-ই যোগ যুক্ত হওয়া যায়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষে বিশেষ অ্যাটেনশন দিয়ে সময় আর সংকল্পের খাজানাকে জমা করো"

আজ ত্রিমূর্তি রচয়িতা শিব বাবা বাচ্চাদেরকে তিন ধরনের অভিনন্দন দিচ্ছেন। বাচ্চারা বাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে, তো বাবা রিটার্নে তিনটি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এক, শিব জয়ন্তীর, দুই ডায়মন্ড জুবিলির আর তিন, বর্তমান সময়ে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সেবা করার অভিনন্দন। তো চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে বাপদাদা তিনটি বিষয়ে অভিনন্দিত করছেন। বাবার কাছে সকলের হৃদয়ের উৎসাহ উদ্দীপনাময় সেবার সমাচার পৌঁছাতে থাকে। এই অলৌকিক জয়ন্তী সমগ্র কল্পে আর হয় না, কেননা সমগ্র কল্পে তা সে দেব আত্মাই হোক, মহাত্মাই হোক, সাধারণ আত্মাই হোক না কেন, আত্মারাই কিন্তু আত্মাদের জয়ন্তী পালন করে থাকে। আর এই সঙ্গম যুগে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা কার জয়ন্তী পালন করতে এসেছো? পরম আত্মার আর পরমাত্মা বাবা বাচ্চাদের জয়ন্তী পালন করেন। সত্য, ত্রেতাতেও পরমাত্মা তোমাদের জয়ন্তী পালন করবেন না আর না তোমরা পরমাত্মার জয়ন্তী পালন করবে। তবে কতখানি পদম্ পদম্ পদম্ গুণ ভাগ্যবান আত্মা তোমরা! এইরকম কখনো নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল? ভাবতে পারোনি তো? কিন্তু আজ সাকার রূপে পালন করছে তোমরা। তাহলে কতখানি খুশির তো না? দেখো, দেশের হোক কিংবা বিদেশের অথবা মধুবনের, যারাই এই গ্রুপে বসে রয়েছে কতখানি লাকি তোমরা! মনের মধ্যে কোন্ গীত গুঞ্জনিত হতে থাকে? বাঃ আমার ভাগ্য! আর বাবাও গীত গেয়ে থাকেন বাঃ বাচ্চাদের ভাগ্য! বিশেষ সেবার গ্রুপ বসে রয়েছে না! সবদিক থেকেই বিশেষ তোমরা তো না! তো বিশেষ সেবার বিশেষ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্তকারী আত্মা তোমরা। সুতরাং বাবাও এইরকম শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হন। বাচ্চারা বেশি প্রফুল্লিত হয় নাকি বাবা হয়ে থাকেন? উভয়েই। নাকি বাবা বেশি হয়ে থাকেন? তোমরা বেশি হয়ে থাকো। আচ্ছা।

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের সেবাধারী ডায়মন্ডের মালাকে দেখছেন। তোমরা সকলে মালাতে রয়েছে তো না? বাবার গলায় ডায়মন্ড হয়ে ঝলমল করতে থাকা মালার দানা তোমরা নাকি অন্য কেউ? তোমরাই তো না? অন্যরা নয় না? লোকে বলে থাকে যে ১০৮ এর মালা কিন্তু বাপদাদার গলায় তোমরা সকলে ডায়মন্ডের কত লম্বা মালা? ১০৮ তো তোমরা নিচে যারা বসে আছো তারাই হয়ে যাবে। পিছনে যারা বসে আছো তারও তো তাতে রয়েছে না? আগে হলো পিছনে যারা রয়েছে। দেখো এও হলো ত্যাগেরই প্রত্যক্ষ ফল যে বাপদাদা পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে বেশি অভিনন্দিত করেন আর বেশি করে থাকেন নিচে যারা রয়েছে তাদেরকে।

বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্বকে দেখে থাকেন। তারা যদিও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, পুরুষার্থী তারা, কিন্তু এইরকম একটিও বাচ্চা নেই যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই। সকলের মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে। সব থেকে প্রথম বিশেষত্ব হলো কোটির মধ্যে কতিপয়ের লিস্টে তো আছে তো না! আরও একটি বিশেষত্ব হলো এটাই যে, বড় বড় তপস্বী মহান আত্মারা, ১৬১০৮ জগৎ গুরু হোক, শাস্ত্রবাদী কিস্বা মহামণ্ডলেশ্বর যতই থাকুক না কেন, কিন্তু বাবাকে তারা জানে না আর বাবার সকল বাচ্চারা বাবাকে জেনে নিয়েছে। তো বাবাকে জানা এটা কত বড় বিশেষত্ব! হৃদয় থেকে 'আমার বাবা' তো তোমরা বলে তাই না! আমার বলা অর্থাৎ অধিকারী হয়ে গেছে না? তাহলে একে কি বলা হবে? যে বাবাকে পরখ করে নিয়েছে, চিনে নিয়েছে, তো এই চিনে নেওয়া হলো বুদ্ধির বিশেষত্ব, পরখ করবার শক্তি তো রয়েছে তার মধ্যে। সুতরাং তোমাদের সকলের পরখ করবার শক্তি হলো শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা। আজ বিশেষভাবে উদযাপন করতে এসেছো তো না? আজ হলো উদযাপন করবার দিন নাকি আজও শুনবার দিন? শুনতেও হবে? আচ্ছা।

তো শিবরাত্রি বলা হয় কিন্তু তোমাদের জন্য এখন কি? তোমাদের জন্য রাত্রি নয় তাহলে কি? অমৃত বেলা? তোমরা তো রাত্রি থেকে বেরিয়ে গিয়েছো নাকি একটু একটু রাত্রি এখনো আছে? বিদায় নিয়ে নিয়েছে? কোনো প্রকারের অন্ধকার নেমে আসে নাকি সমাপ্ত হয়ে গেছে? অমৃতবেলা হলো সর্বদা বরদানের সময়, তো তোমরা রোজ বরদান পাও তো না? তো তোমরা বলবে বাবা আসেন রাত্রিতে কিন্তু আমাদের জন্য অমৃতবেলা গোল্ডেন মর্নিং, ডায়মন্ড মর্নিং হয়ে গেছে। তো এইরকম বরদানী স্বরূপে নিজেকে দেখে থাকো? মায়া বরদানকে ভুলিয়ে দেয় না তো? মায়া আসে? কখনো কখনো তো আসে? মায়া তো লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত আসবে। এমনিই চলে যাবে না। কিন্তু মায়ার কাজ হলো আসা আর তোমাদের কাজ হলো দূর থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া। সে আসবে আর তোমরা তাড়াবে এমন নয়। সেই সময় এখন পার হয়ে গেছে।

মায়া আসবে আর তোমাদেরকে বিচলিত করে দেবে আর তোমরা তাকে তাড়াবে, টাইম তো চলে গেছে না! কিন্তু সাইলেন্সের সাধনের দ্বারা তোমরা দূর থেকেই চিনতে পেরে যাও যে এ হলো মায়া। এর পিছনেও টাইম ওয়েস্ট ক'রো না। আর মায়াও তো দেখে যে চলো আসতে তো দিচ্ছে, সুতরাং অভ্যাস হয়ে যায় চলে আসার। যেমন কোনো পশুকে, কোনো জানোয়ারকে যদি ঘরের মধ্যে আসার অভ্যাস করে দাও, তারপর বিরক্ত হয়ে গিয়ে তাকে যদি তাড়াতে চাও, কিন্তু তার তো অভ্যাস হয়ে গেছে না! আর বাবা পূর্বেও বলেছিলেন যে, কোনো কোনো বাচ্চা তো মায়াকে চা জলখাবারও খাইয়ে থাকে। কোন্ চা জলখাবার খাওয়ায়? সেটা জানো তো না? কি করি, কিভাবে করি, এখনো তো পুরুষার্থী আমি, এখনো তো সম্পূর্ণ হইনি, শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবো - এই সংকল্প হলো চা-জলখাবার। সেও দেখে যে চা জলখাবার তো পেয়ে যাচ্ছি। কাউকে যদি চা জলখাবার খাওয়াও তো সে যাবে না বসে থাকবে? তাহলে যখনই কোনো পরিস্থিতি আসবে তখন কেন, কি, কীভাবে, কখনো কখনো তো হতেই থাকে, এখন কাছেই কে হলো তাহলে, সকলের কাছে আছে - এটাই হলো মায়াকে আদর যত্ন করা। খানিকটা নোনতা খাবার, কিছুটা মিষ্টি খাবার খাইয়ে থাকো আর তারপরে কি করে থাকো? তারপর বিরক্ত হয়ে বলে থাকো এখন বাবা তুমি একে তাড়াও। আসতে দিচ্ছে তোমরা আর তাড়াবেন বাবা, কেন? কেন আসতে দাও তাকে? মায়া বারবার কেন আসে? সব সময়, সব কাজকর্ম করার সময় ত্রিকালদর্শীর সিটে সেট হও না তোমরা। ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ পাস্ট, প্রেজেন্ট, আর ফিউচারকে যে জানে। অতএব কি, কেন তখন করতে হবে না। ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে আগে থেকেই জানতে পেরে যাবে যে, এই সব ব্যাপার তো আসবেই, হবে, সেটা নিজের দ্বারাই হোক, অন্যদের দ্বারাই হোক, মায়ার দ্বারাই হোক কিম্বা প্রকৃতির দ্বারা, সকল প্রকারের পরিস্থিতি তো আসবেই, আসতেই হবে। কিন্তু স্ব-স্থিতি হলো শক্তিশালী, সুতরাং পর-স্থিতি তার কাছে কিছুই নয়। পর-স্থিতি বড় নাকি স্ব-স্থিতি বড়? নাকি কখনো স্ব-স্থিতি বড় হয়ে যায়, কখনো পর-স্থিতি? তো এর সাধন হলো - এক তো আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি কালকে চেক করে, বুঝে তারপর যেটা চাও করো। কেবলমাত্র বর্তমানকে দেখো না। কেবল বর্তমানকে দেখো বলেই কখনো পরিস্থিতি উঁচুতে হয়ে যায় আবার কখনো স্ব-স্থিতি উঁচুতে হয়ে। জগতেও বলা হয়ে থাকে যে, আগে ভাবো তারপরে করো। আর যদি ভেবেচিন্তে না করো, তবে পরে ভাবলে সেটা অনুশোচনার রূপে বদলে যায়। এটা না করে যদি এটা করতাম, সুতরাং পরে চিন্তা করা অর্থাৎ অনুশোচনার রূপ আর আগে থাকতে চিন্তা করা এটা হলো জ্ঞানী আত্মার গুণ। দ্বাপর - কলিযুগে তো অনেক প্রকারের অনুশোচনাই করতে থাকো তাই না? কিন্তু এখন সঙ্গমে অনুশোচনা করা অর্থাৎ জ্ঞানী তু আত্মা নয় সে। নিজেকে এই রকম বানাও যাতে নিজের মধ্যেও, এমনকি মনের মধ্যেও এক সেকেন্ডও অনুশোচনা না হয়।

তো এই ডায়মন্ড জুবিলীতে বিশেষ ভাবে সারাদিনে এক হলো সময় আর দ্বিতীয় হলো সংকল্প - এই দুটি খাজানার উপরে অ্যাটেনশন রাখা। এমনিতে তো খাজানা অনেক রয়েছে, কিন্তু বিশেষ এই দুটি খাজানার উপরে অ্যাটেনশন দাও। প্রতিদিন কতখানি শ্রেষ্ঠ আর শুভ সংকল্প জমা করেছে? কেননা সমগ্র কল্পের জন্য জমা করবার ব্যাঙ্ক এখন খুলতে হবে। সত্যযুগে এই ব্যাঙ্কের জমা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ব্যাঙ্কও থাকবে না, অন্য ব্যাঙ্কও থাকবে না। তোমাদের কাছে এত ধন থাকবে যে, কারো কাছ থেকেই কিছু নেওয়ার প্রয়োজনই হবে না। ব্যাঙ্কে কেন রাখা হয়? এক তো সেক্ষি আর দ্বিতীয় হলো সুদ পাওয়া যায়। কেউ কেউ খুব চতুর হয়, সুদের সাহায্যেই চলতে থাকে। আর এই সময় সে যদি চতুর হয়, তবে তো ভালো, তারা জমা করে থাকে তাই না? কিন্তু সুদকে কোথায় নিয়োজিত করবে সেটাই হলো দেখার। তো সত্যযুগে না এই ব্যাঙ্ক থাকবে, না রুহানী খাজানা জমা করবার ব্যাঙ্ক থাকবে। দুটো ব্যাঙ্কের কোনোটাই থাকবে না। এই সময় এক এর পদমণ্ডল করে দেওয়ার ব্যাঙ্ক রয়েছে, কিন্তু এক জমা করবে তবে তো পদম পাওয়া যাবে, এই রকম নয়। হিসাব রয়েছে। তো ডায়মন্ড জুবিলীতে সত্যিকারের ডায়মন্ড হতেই হবে, এটা তো পাক্কা তাই তো? নাকি কখনো সংকল্প আসে যে, কি জানি হতে পারবো কি পারবো না? জানা নেই, এই রকম তো মনে আসে না? যেটাই হোক না কেন, ত্যাগও যদি করতে হয়, তপস্যা যদি করতে হয়, নির্মানও যদি হতে হয়, যা কিছুই হয়ে যাক, হতে অবশ্যই হবে। বলা, হ্যাঁ বাবা নাকি না বাবা? (হ্যাঁ বাবা) দেখবে, হ্যাঁ বলাটা তো অত্যন্ত সহজ। হা জী হওয়া এটাতে অ্যাটেনশন দিতে হবে। সবার প্রথম ত্যাগ হলো এই 'আমি' শব্দের। এই 'আমি' শব্দ হলো অনেক পুরানো, কিন্তু আজকাল এটার অত্যন্ত রয়্যাল রূপ হয়ে গেছে। এই 'আমি' শব্দ সমাপ্ত হলে ভাষাতে 'বাবা - বাবা' শব্দ এসে যাবে। বলতে গেলে দেখো সাধারণ কথা, আমি তো এটার জন্য যোগ্য, তো যোগ্য যেহেতু অতএব সেই অনুযায়ী আমার স্যালভেশন (সুযোগ সুবিধা) বা সেবা পাওয়া উচিত। আমি এটার যোগ্য, আমিই করে থাকি, তো এটা কি রাইট? করো ঠিকই। তাহলে কেন লোকে বলে না যে আমিই করেছি! আমি রং, আমি রাইট, বলার সময় তো এ'গুলি চলে আসে না যে, আমিই এটা করি?... তুমি করো না, বাবাই সব কিছু করেন! বাবা হলেন করাবনহার, কিন্তু করনহার তো তোমরা না? তো 'আমি' বলাটা রং কেন হলো? এমনিতে যখন আমি শব্দের প্রয়োগ করো তখন বাস্তবে 'আমি' শব্দ কিসের পরিপ্রেক্ষিতে আসে? আত্মার নাকি শরীরের? আমি কে? আত্মা না? শরীর তো নয়? সুতরাং যদি দেহী অভিমानी হয়ে, আমি আত্মা - এই স্মৃতিতে থেকে 'আমি' শব্দকে ইউজ করো তবে সেটা হলো

রাইট। কিন্তু আমি শব্দ বডি কনশাস এর রূপে যদি ইউজ করে থাকো তবে সেটা হলো রং। সারাদিনে এই 'আমি' শব্দ অনেক বেশি বার আসবে আর আসবেও। সুতরাং অভ্যাস করো - যখনই 'আমি' শব্দ বলবে তো আমি কে? বাস্তবে 'আমি' হলো আমি আত্মা। শরীরকে 'আমার' বলা হয়। তো 'আমি' শব্দ যদি আত্মা অভিমাত্রী হয়ে বলা, তবে আত্মার বাবা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে আসবে। বলার দরকার হবে না। আমি হলো আমি আত্মা - একে অভ্যাসে পরিণত করো। যেমন এটা উল্টো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিল আর ন্যাচারাল হয়ে গেছিল, তো যখনই আমি শব্দ বলছো তখন নিজের নাম রূপ স্মৃতিতে চলে আসে। আমি কে? আমি অমুক। এটা ন্যাচারাল হয়ে গেছে না? ভাবতে হয় না। তো উল্টো ভাব থেকে 'আমি' শব্দকে তোমরা ইউজ করে থাকো বলেই সেই কারণেই তার রেজাল্টে পরিশ্রম বেশি আর প্রাপ্তি কম হয়ে থাকে। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে থাকে, আমি তো অনেক সেবা করছি, অনেক পরিশ্রম করছি, কিন্তু প্রাপ্তি সেই তুলনায় ততটা হচ্ছে না। এর কারণ কি? বরদান সকলের জন্যই এক, ৬০ বছরের যে তার জন্যও এক, তো এক মাসের যে তার জন্যও এক। খাজানা সকলের জন্যই এক রকম। পালনাও সকলের জন্য এক রকম, দিনচর্যা, মর্যাদা সকলের জন্য এক রকম। অন্য রকমের তো নয় না? এইরকম তো নয় যে বিদেশের বাচ্চাদের জন্য মর্যাদা এক রকম, ইন্ডিয়ান বাচ্চাদের জন্য আরেক রকম। এইরকম তো নয় না? নাকি একটু একটু তফাৎ আছে? নেই না? সবকিছুই যখন এক তবে কেউ সফলতা পাচ্ছে, কেউ কম পাচ্ছে - কেন? কারণ কি? বাবা কম সহায়তা করেন কি? কাউকে বেশি দেন, কাউকে কম দেন, এইরকম কি? তা তো নয়। তাহলে কেন হয়ে থাকে? তাহলে কি দাঁড়ালো? তাহলে তোমাদের নিজেদের কোথাও গলদ রয়েছে? হয় বডি-কনশাস জাত আমিত্ব এসে যায়, না হলে কখনো কখনো সাথীদের কারো সফলতা দেখে ঈর্ষাও চলে আসে। সেই ঈর্ষা বশতঃ অন্তর থেকে যে সেবা করা উচিত, সেটা বুদ্ধি দিয়ে করতে থাকো অন্তর দিয়ে করো না। আর ফল তো প্রাপ্ত হয় অন্তর থেকে সেবার। অনেক সময়ই বাচ্চারা বুদ্ধিকে ইউজ করে থাকে কিন্তু হৃদয় আর বুদ্ধিকে মিলিয়ে করে না। বুদ্ধি রয়েছে, তাকে কাজে লাগানো ভালো কথা, কিন্তু কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয়। যে অন্তর থেকে করে, অন্তর থেকে করে যে তার হৃদয়ে বাবার স্মরণও সদাই থাকে। কেবল বুদ্ধি থেকে করলে কিছু সময় তার বুদ্ধিতে স্মরণে থাকেবে যে - হ্যাঁ বাবাই করছেন, হ্যাঁ বাবাই করিয়ে থাকেন। কিন্তু কিছু সময় পরেই পুনরায় সেই আমিত্ব চলে আসে। সেইজন্য বুদ্ধি (mind) আর হৃদয় দুয়ের ব্যালেন্স রাখো।

তো তোমাদেরকে বলা হলো যে ডায়মন্ড জুবিলীতে কি করতে হবে? বিশেষ করে সঞ্চয়ের খাতা জমা করো। এই রকম নয় যে, সারাদিনে আমি সেই রকম কোনও কথা বলিনি তো? কাউকে দুঃখ দিইনি, কারো সাথে কোনো প্রকারের মনোমালিন্য হয়নি অর্থাৎ নষ্ট করে ফেলিনি। এটা তো ভালো কথা যে নষ্ট করে ফেলিনি। কিন্তু জমা করেছে কি? সেবা করলেও নিজের আত্মিক গুণের (কুহানিয়তের) দ্বারা সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করেছে? বা সফলতা জমা করেছে? তো সেবাতে সময় দিয়েছো সেটা তো ভালো কথাই। কিন্তু সেবা কোন্ বিধিতে করেছে? কেউ কেউ বলে যে, আমি তো সারাদিন সেবাতে এত বিজি থাকি যে, নিজের কথাই মনে থাকে না। বিজি থাকো এটা তো খুবই ভালো কথা। কিন্তু সেবার প্রত্যক্ষ ফল জমা হয়েছে? নাকি কেবল পরিশ্রমই করেছে? সেবাতে ৮ ঘন্টা দিয়েছো, কিন্তু সেই ৮ ঘন্টা সেবাতে জমা হয়েছে? সময় জমা হয়েছে? নাকি আধ ঘন্টা জমা হয়েছে, আধ ঘন্টা দৌড়াদৌড়িতে আর ভাবতে চলে গেছে? শুভ সংকল্প, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সংকল্প জমা হয়ে থাকে। তো সারাদিনে জমার খাতা নোট করো। যখন জমার খাতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তখন স্বতঃতই ডায়মন্ড হয়েই যাবে। এখনও সময় আর সংকল্প - না ভালোতে, না মন্দতে হয়ে থাকে। তো মন্দতে হয়নি, সেটার থেকে তো বেঁচে গেছো, কিন্তু ভালোর ঘরে কি জমা হয়েছে? বুঝেছো? সময়কে, সংকল্পকে বাঁচাও। এখন যত বেশী সঞ্চয় করবে, জমা করবে, তবে সমগ্র কল্প সেই অনুসারে রাজস্বও করবে এবং পূজ্যও হবে। দ্বাপর থেকে যদিও তোমরা সাকার রূপে তো অবতরণের কলাতে আসতে থাকো, কিন্তু তোমাদের জমা করে থাকা খাতা তোমাদের জড় চিত্রের পূজা করিয়ে থাকে। অতএব সকলে এটা নোট করবে তবে বুঝতে পেরে যাবে যে কতটা সময় ব্যর্থ বা সাধারণ হয়ে থাকে? সাধারণ সংকল্প কতখানি হয়ে থাকে? কিন্তু একটি অ্যাটেনশন রাখবে - মনে করো যদি আজকে জমার খাতা খুব কম হয়েছে, কম দেখে হতাশ হয়ে যেও না। বরং বুঝবে যে আমার জমা করবার আরও এখনও চান্স রয়েছে। নিজের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এসো। নিজের সাথে নিজে রেস করো, অন্যদের সাথে নয়। নিজের সাথে নিজের রেস করো যে, আজকে যদি ৮ ঘন্টা জমা হয় তবে কালকে যেন ১০ ঘন্টা হয়। হতাশ হয়ে যেও না। কেননা এখনো তবুও জমা করবার সময় রয়েছে। এখনো টু লেট এর বোর্ড লাগেনি। ফাইনাল রেজাল্টের টাইম এখনো অ্যানাউন্স হয়নি। লৌকিকে যেমন পেপারের ডেট ফাইনাল হয়ে যায়, ভালো পুরুষার্থী কি করে? হতাশ হয়ে যায় নাকি তার পুরুষার্থে অগ্রসর হয়? তো তোমরাও হতাশ হয়ে যাবে না। আরোই উৎসাহ উদ্দীপনায় এসে দূত সংকল্প করো যে আমাকে আমার জমার খাতা বৃদ্ধি করতেই হবে। বুঝেছো? আচ্ছা।

চতুর্দিকে জয়ন্তীর অভিনন্দন দিয়ে থাকা বাচ্চাদেরকে, সদা বাবার সাথে সাথে থাকা কন্সাইন্ড রূপধারী বাচ্চাদেরকে, সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা নিজেকে এবং অন্যদেরকে অগ্রচালিত করা বাচ্চাদেরকে, চতুর্দিকের সেবায় অগ্রসর হওয়া সত্যিকারের সেবাপ্রার্থী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার পদম - পদম - পদম গুণ অভিনন্দন। স্মরণের স্নেহ-সুমনের সাথে বাবারও বাচ্চাদেরকে অভিনন্দন, স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার করছেন। দেখছেন যে সকল দিক থেকে অভিনন্দন আর অভিনন্দনের হৃদয়ের গীত বাজছে। তো এইরকম অভিনন্দন নেওয়া এবং অভিনন্দন দেওয়া দুয়েরই সঙ্গম যুগের বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- প্রতিটি বিষয়ে কল্যাণ মনে করে অচল, অটল মহাবীর হয়ে ওঠা ত্রিকালদর্শী ভব
যে কোনো বিষয়েকে এককালের দৃষ্টিতে দেখো না। ত্রিকালদর্শী হয়ে দেখো। কেন, কি এর পরিবর্তে সর্বদা
এই সংকল্পই যেন থাকে যে যেটা রয়েছে তাতেই কল্যাণ রয়েছে। যেটা বাবা বলছেন সেটাই করতে থাকো,
তারপরে বাবা জানেন আর বাবার কাজ জানে। যেমন বাবা চালাবেন সেই রকম চলো, তাতেই কল্যাণ
নিহিত রয়েছে। এই নিশ্চয় থাকলে কখনোই বিচলিত হবে না। সংকল্প আর স্বপ্নেও ব্যর্থ সংকল্প আসবে না,
তখনই বলা হবে অচল অটল মহাবীর।

স্নোগান:- তপস্বী সে-ই যে শ্রীমতের ইশারা অনুসারে সেকেন্ডে পৃথক আর প্রিয় হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া মন্ত্র- যন্ত্র কাজে আসবে না, সেইজন্য তোমরা সকলের সঙ্গে নিজের বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো"

*প্রশ্ন:- ভক্তির কোন্ কথা জ্ঞান মার্গে চলতে পারে না ?

*উত্তর:- ভক্তিতে ভগবানের থেকে কৃপা অথবা আশীর্বাদ চেয়ে থাকে, জ্ঞানমার্গে আশীর্বাদ বা কৃপার কোনো কথা নেই। এ হলো পড়াশোনা, বাবা টিচার হয়ে তোমাদের পড়াচ্ছেন। ভাগ্যের আধার (ভিত) পড়াশোনার উপরেই রয়েছে। যদি বাবা কৃপা করেন তবে তো সারা ক্লাসই পাশ করে যাবে সেইজন্য জ্ঞানমার্গে কৃপা বা আশীর্বাদের কথা নেই। প্রত্যেককে নিজের-নিজের পুরুষার্থ করতে হবে।

*গীত:- আমি হলাম একটি ছোট্ট শিশু.....

ওম্ শান্তি । এই আহ্বান (ডাক) হলো ভক্তিমার্গের জন্য, ছোট আর বড়'র কারণ বোঝানো হয়েছে যে ভক্ত তো যজ্ঞ, জপ, তপস্যা ইত্যাদি করে, মনে করে এর মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের রাস্তা পাওয়া যাবে। তারপর ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা, আমিও হলাম ঔঁনার প্রতিরূপ, আমার মধ্যেও ঈশ্বর রয়েছেন, এমন বলা তো মিথ্যা, তাই না ! তিনি কোনো দুঃখ সহ্য করেন না। ভগবান হলেন আলাদা জিনিস, তাই না ! এটাই মানুষের ভুল যার কারণে দুঃখ ভোগ করছে। তোমাদের মধ্যেও কোনো বিরলতমই বাবাকে জানে। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। বাবা তো বারবার বলেন, তোমাদের শ্রীমৎ দেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এ হলো শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ মত। বাবার শ্রীমতের দ্বারা মানুষ নর থেকে নারায়ণ, পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায়। এই সময়ের এই যে পতিত মানুষ রয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ মৎ নেই। ভগবানও বলেছেন যে এ হলো ব্রষ্টাচারী আসুরিক সম্প্রদায়। বাবা বলেন তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখ দেবে। তোমরা অনেক সুখ পেয়েছো, এ হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। এরকম নয় যে ভগবান কেন বানিয়েছেন ? এ তো হলো অনাদি ড্রামা, তাই না ! জ্ঞান মানে দিন, ভক্তি মানে রাত। জ্ঞানের দ্বারা এখন তোমরা স্বর্গবাসী হতে চলেছো, ভক্তির দ্বারা নরকবাসী হয়েছো। কিন্তু মানুষ প্রস্তুতবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বোঝেনা। ক্রোধ কত ভয়াবহ। কত বোমা বানাতে থাকে, মনে করে বিনাশ অবশ্যই হবে। তাহলে এ তো ব্রষ্টাচারী বুদ্ধি হয়ে গেল, তাই না ! কলিযুগকে বলা হয়ে থাকে রাবণ রাজ্য। রাবণই ব্রষ্টাচারী বানায়। বাবা এসে অর্ডিন্যান্স বের করেন যে এখন ব্রষ্টাচার বন্ধ করো। নাস্তার ওয়ান ব্রষ্টাচার হলো একে-অপরকে অপবিত্র করে দেওয়া। এ হলো বেশ্যালয়। কলিযুগীয় ভারতকে বেশ্যালয় বলা হয়ে থাকে। সকলেই বিষের (বিকার) মাধ্যমে জন্ম নেবে। সত্যযুগকে বলা হয় শিবালয়। শিব বাবার স্থাপন করা পবিত্র ভারত। লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদিদের বলা হয়ে থাকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী.... তাহলে এই প্রশ্ন উঠতে পারে না যে বাচ্চারা কিভাবে জন্ম হয় ? বাচ্চারা, যখন তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে পারো তাহলে যোগবলের দ্বারা (জন্ম) কেন হতে পারে না। বাবা বলেন -- তোমরা যোগবলের মাধ্যমে, শ্রীমতানুসারে স্বর্গের মালিক হতে পারো তাহলে ওখানে যোগবলের দ্বারা সন্তানেরও জন্ম হবে। বাহুবলের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির উপর রাজ্য করতে পারবে না। ওদের হলো বাহুবল, তোমাদের হলো যোগবল। তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হও। সর্বশক্তিমান বাবা স্বয়ং বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু কারোর কারোর বুদ্ধিতে দাঁড়ায় না। সেইসময় হ্যাঁ-হ্যাঁ করে তারপর ভুলে যায়।

অবশ্যই ভগবান, অসীম জগতের বাবা রাজযোগ শিখিয়ে, জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের শূঙ্গার করছেন। তারপরেও বুদ্ধিতে বসে না তখন বলা হবে যে ওদের ভাগ্যে নেই, সেইজন্য চেষ্টা করে না। টিচার তো সকলকেই পড়ায় তারপর কেউ অনেক পড়াশোনা করে, কেউ অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। টিচারকে খোড়াই বলবে যে আশীর্বাদ করো। পড়ায় আশীর্বাদ, কৃপা করা চলে না। জ্ঞানমার্গে বাবা তোমাদের নমস্কার করেন। কৃপা বা আশীর্বাদ চাওয়া উচিত নয়। বাবার কাছে বাচ্চা আসলে তখন সে মালিকই হয়ে যায়। বাবা বলেন এ হলো মালিক, কৃপার কোনো কথা নেই। বাবার ধনসম্পদ তা বাচ্চার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এছাড়া বাচ্চাদের শুধরে দেওয়া, তা হলো টিচারের কাজ। টিচার বলবে পড়ো। পড়াশোনা করা তোমাদের কাজ। কি কৃপা করবে ? গুরুরও দায়িত্ব হলো রাস্তা বলে দেওয়া, সঙ্গতির মার্গের। আশীর্বাদের কথা নেই। ইনি হলেন অদ্বিতীয় বাবা, টিচার, গুরু। তিনের থেকেই কৃপা চাওয়ার কথা নেই। অবুঝ মানুষদের বাবা বসে বোধশক্তি প্রদান করেন। এ তো হলোই ঔঁনার আশীর্বাদ। এছাড়া এর ওপর চলা বাচ্চাদের কাজ। গাওয়া হয়েছে -- শ্রীমৎ ভগবানুবাচ।

তিনি হলেন উষ্ণ থেকেও উষ্ণ তাহলে ঔঁনার মতও উষ্ণ হবে, তাই না ! শ্রীমতানুসারে তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হতে চলেছো পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। তোমরাও বুঝতে পারো যে আমরা কত নশ্বর পেয়ে পাশ করবো। স্কুলে স্টুডেন্ট তো বুঝতে পারে, তাই না! -- আমরা সম্পূর্ণ পড়াশোনা করিনি সেইজন্য আমরা অনূর্গণ হয়ে যাব। বাবাও রেজিস্টারের মাধ্যমে বুঝে যান যে এ অনূর্গণ হয়ে যাবে। ইনিও হলেন অসীম জগতের অদ্বিতীয় পিতা, টিচার, গুরু। তিনিও জানেন, বাচ্চারাও জানে যে আমরা পড়ি না। না পড়লে তখন অবশ্যই কম পদপ্রাপ্ত হবে। এমন পুরুষার্থও করে না যে আচ্ছা আমরা তীব্র গতিতে পড়াশুনা করবো। অবশ্য কতই না মাথা কুটতে থাকে, বোঝায় তবুও কিছুই করে না। শ্রীমতানুসারে না চলার জন্য কম পদ পাবে। যে বাচ্চা হয় সে ডিনায়েস্টিতে তো চলে আসবে। সেখানেও অনেক পদ রয়েছে, তাই না ! দাস-দাসীও হয়। বাচ্চারা জানে যে না পড়লে, না পড়লে তখন দাস-দাসী হবো। কিন্তু সেও রয়্যাল থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের হীরে-জহরতের মহল থাকবে, তাহলে দাস-দাসীও সেখানেই থাকবে, তাই না ! তারপর ভবিষ্যতে নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ পেতে পারে। প্রজাতেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। ভক্তি মার্গে মানুষ ইনশিওর করে, তাই না ! ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। মনে করো কেউ হসপিটাল বানিয়েছে তাহলে পরজন্মে ভালো, নিরোগী শরীর প্রাপ্ত হবে। অল্পকালের জন্য ফল তো প্রাপ্ত হয়, তাই না ! কেউ পার্টশালা খুলেছে তখন পরজন্মে ভালো পড়াশোনা করবে। ধর্মশালা খুলেছে তখন পরজন্মে থাকার জন্য ভালো ঘর-বাড়ি প্রাপ্ত হবে। তাহলে এ তো ইনশিওর করা হলো, তাই না ! প্রত্যেকে নিজেকে ইনশিওর করে। এখন তোমাদের হলো ডাইরেক্ট ঈশ্বরের সঙ্গে। ওটা তো হলো ইনডাইরেক্ট, এ হলো ডাইরেক্ট ইনশিওর করা। বাবা এসব কিছুই হলো তোমারই, আমরা হলাম ট্রাস্টি। এর বদলে তুমি আমাদের ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য দিয়ে দেবে। এ হলো ডাইরেক্টলি বাবার কাছে ইনশিওর করা, ২১ জন্মের জন্য। বাবা বলেন নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ সব সত্যযুগে ট্রান্সফার করে দাও। যেমন লড়াই লাগলে তখন আবার ছোট-ছোট রাজারা বড় রাজাদের কাছে নিজেদের ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখে। তারপর লড়াই যখন সমাপ্ত হয়ে যায় তখন আবার বড়দের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নেয়। বাবা হলেন এইসব বিষয়ের অনুভবী, তাই না ! বাবাও জানেন, এই দাদাও জানেন। বোঝা উচিত, আমাদের দাদার দ্বারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা পড়ান। হেভেনলি গডফাদার হলেন সেই বাবা, ইনি নন, ইনি হলেন দাদা(বড় ভাই)। প্রথমে অবশ্যই দাদুর হতে হবে। বাবা আমরা হলাম তোমার, তোমার থেকে আমরা উত্তরাধিকার নেব। আর সবদিক থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করা, এতে পরিশ্রম আছে।

বাবা বলেন, এখন আর গুরু ইত্যাদিদের মন্ত্র কোনো কাজে আসবে না। কোনো মনুষ্যমাত্রেরই মন্ত্র এখন কাজে আসবে না। আমি তোমাদের বলছি -- আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিজয় হবে। তোমাদের মাথার উপরে অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। এখন আমাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। প্রথমে তো এই নিশ্চয় থাকা চাই, তাই না ! নিশ্চয় না থাকলে তখন বাবা বুদ্ধির তালাও খোলেন না, ধারণাও হয় না। বাবার হয়ে গিয়েছে তাহলে উত্তরাধিকারীরও দাবিদার হয়ে গেছে। বুদ্ধিতে বসে না। কোনো-কোনো নতুনও পুরোনোর থেকে তীব্রগতিতে এগিয়ে যায়। বাবা তো ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। যে যত পড়বে ততই উপার্জন করবে। এই গডফাদারলি নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, নলেজের দ্বারা। মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান খোড়াই আছে ! এখন তোমরা অর্থাৎ আমার বাচ্চারা আসুরীয় সম্প্রদায় থেকে দৈবী সম্প্রদায়, ব্রহ্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে চলেছে। শ্রীমৎ ব্যতীত কেউই শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারে না। নাহলে আবার অন্তিমে সাজাভোগ করে ফিরে যাবে। অবশ্যই অল্পবিস্তর যে শোনে সেও স্বর্গে যাবে কিন্তু একদমই সাধারণ প্রজাতি। পদমর্যাদা তো নশ্বরের অনুক্রমে হয়ে থাকে, তাই না ! ওখানে এরকম গরীব থাকবে না যে কারোর রুটিও প্রাপ্ত হবে না। এখানে যেমন গরীব রয়েছে ওখানে তেমন হয় না। সুখ সকলেরই থাকে। কিন্তু এরকম মনে করা উচিত নয় -- আচ্ছা, ঠিক আছে প্রজাতি তো প্রজাই হবো। এ হলো দুর্বলতা, তাই না ! প্রথমে তো পাক্ষা নিশ্চয় চাই। এ হলো নিরাকার ভগবানুবাচ। ভগবান বলেন -- আমার তো মনুষ্য বস্ত্র(শরীর) নেই। আমার নাম হলো শিব। বাকি যে সকল দেবতারা বা মানুষেরা রয়েছে, সকলের শরীরের উপর নামকরণ হয়, আমার নাম শরীরের উপর নয়। আমার নিজস্ব শরীর নেই। শরীরধারীকে ভগবান বলা হয় না, মানুষ বলা হয়। মানুষকে ভগবান মেনে নেওয়ার জন্যই ভারতবাসী অবুঝ হয়ে গেছে। নাহলে ভারতবাসী তো অত্যন্ত চতুর (সেয়ানা) ছিল। প্রথমে ভারতে বস্ত্র ইত্যাদি অত্যন্ত রিফাইন (মিহি), ভালো তৈরি হতো। এখন তো ওই রকম জিনিস তৈরি হতে পারে না। তাহলে স্বর্গে সায়েন্সও সুখের জন্যই ছিল। এখানে তো সায়েন্স সুখ- দুঃখ দুয়ের জন্যই রয়েছে। অল্প সময়ের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়, দুঃখ হলো অপার। সমগ্র দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে তাহলে দুঃখই তো হলো, তাই না ! সকলেই গ্রাহী-গ্রাহী করবে। ওখানে তো সাইন্সের দ্বারা সুখই সুখ থাকে, দুঃখের নাম-নিশান নেই। সেও যার ভাগ্য খুলে যায় সে-ই বুঝতে পারে। ভাগ্যে সুখ না থাকলে তখন বুঝতেও পারে না। ব্যারিস্টারও নশ্বরের অনুক্রমে হয়ে থাকে, তাই না! কেউ তো এক-একটি কেসের জন্য ১০-২০ হাজার টাকা নেয়। কোনো ব্যারিস্টারকে দেখো পরার জন্য কোটও থাকে না। এখানেও এরকম আছে, তাই না !

হয় রাজার-রাজা হয় অথবা পাই-পয়সার প্রজা হয়। সেইজন্য বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন -- ভারতই হলো এইসময় সবথেকে গরীব, ভারতই আবার ঐশ্বর্যশালী হয়। দান সর্বদা গরীবদের দেওয়া হয়ে থাকে। ধনবানেরা এতখানি নিতে (জ্ঞান) পারে না। গরীব জনসাধারণই এই জ্ঞান নেবে। ধনবানের দান করা, এইরকম নিয়ম নেই। তোমরা হলে গরীব, তাই না ! তোমাদের মাশ্রু ছিলেন সব থেকে গরীব, তিনি পরে বিশ্বের মহারানী হয়ে যান। ড্রামাই এরকমভাবে তৈরি হয়ে রয়েছে। গরিবেরা বেশি করে (জ্ঞান) নেয়, কারণ তারা হলো দুঃখী, তাই না ! ধনবানেরা হলো অত্যন্ত সুখী। তারা তো বলে -- আমাদের জন্য তো এটাই স্বর্গ, মোটর-গাড়ি, পয়সা ইত্যাদি আছে। যাদের কাছে পয়সা নেই, নরকে রয়েছে তোমরা তাদের জ্ঞান দান করো -- এমনও বলে থাকে। এখন তোমাদের এ হলো গডফাদারলি সার্ভিস। তোমরা হলে ভারতের প্রকৃত সার্ভেন্ট। ওই সোশ্যাল ওয়ার্কাররা হলো শরীর-সম্বন্ধীয়। মানুষকে সামান্য সুখ দেয়। এরা তো সমগ্র সৃষ্টিকে পরিস্কার করে পবিত্র-সুখী করে দেয়। এরা তন-মন-ধন দ্বারা ভারতের সেবা করছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের পুরানো ব্যাগ-ব্যাগেজ ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার করতে হবে, ইনশিওর করে ট্রান্সিট হয়ে দেখাশোনা করতে হবে।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে পড়াশোনা করতে হবে। গরিবদের জ্ঞান দান করতে হবে। ভারতকে পবিত্র করার প্রকৃত রুহানী (আধ্যাত্মিক) সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের প্রত্যেকটি কর্ম এবং বাণীর দ্বারা চলতে-ফিরতে প্রতিটি আত্মাকে শিক্ষা প্রদানকারী মাস্টার শিক্ষক ভব

যেমন আজকাল ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী হয়, তেমনই তোমরাও হলে ভ্রাম্যমান মাস্টার শিক্ষক। সর্বদা নিজের সামনে স্টুডেন্টদের দেখো, একলা নও, সর্বদা স্টুডেন্টদের সামনে রয়েছে। সর্বদা স্টাডিও (পড়াশোনা) করছো আর করাচ্ছোও। যোগ্য শিক্ষক কখনো স্টুডেন্টদের সামনে অমনোযোগী হবে না, অ্যাটেনশন (মনোযোগ) রাখবে। যখন তোমরা শোও, ওঠো, চলাফেরা করো, খাও, প্রত্যেকটি সময় মনে করো আমরা কলেজে বসে রয়েছি, স্টুডেন্টদের দেখছি।

স্লোগানঃ:- আত্ম-নিশ্চয়ের দ্বারা নিজের সংস্কারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করাই হলো শ্রেষ্ঠ যোগ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - খুব বড় বিচিত্র ওস্তাদ পেয়েছো তোমরা। একমাত্র ঔঁনার শ্রীমত অনুসারেই যদি চলতে থাকো তোমরা, তবে ডবল মুকুটধারী দেবতা হতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - পড়াশোনায় যেন কখনোই ক্লান্তি না আসে - তার জন্য সহজ পুরুষার্থ কি?

*উত্তরঃ - এই পড়াশোনার মধ্যে কখনও যদি নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান-এর বিষয় আসে, তাতে যেন সমান স্থিতি থাকে। তাকে খেলা ভাবলে তবে কখনোই ক্লান্তি আসবে না। সবচেয়ে বেশী নিন্দা তো হয় কৃষ্ণের। লোকে কতই না কলঙ্ক লাগায় তার নামে, তারাই আবার তার পূজাও করে। অতএব এই গালি-গালাজ কোনও নতুন ঘটনা নয়, এর জন্য যেন এই জ্ঞানের পড়াশোনায় যেন ক্লান্তি না আসে। বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত পড়াবেন, ততক্ষণ পড়তে থাকো।

*গীতঃ- বনমালী রে তুমিই হলে আমার জীবনের আশ্রয়..

(বনমালী রে, জীনে কা সাহারা তেরা নাম রে, মুঝে দুনিয়াবালো সে ক্যা কাম রে)

ওম্ শান্তি । এটা কে বলেছে? কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে একথা? তা কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো।

যাদেরকেই গোপ-গোপী বলা হয়। তো তারা তাদের বাবা গোপীবল্লভকে স্মরণ করেছে এই রকম বাবা পরমপিতা পরম আত্মা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। পূর্বে কখনো নিশ্চয়ই এসেছিলেন তবেই তো তাঁকে স্মরণ করা হয়। পরে তাদের প্রশস্তি গাওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে যেমন - খ্রীস্ট এসেছিলেন, খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন করে কোথাও চলে যাননি তিনি। তাদেরকে পালনাও অবশ্যই করতে হয়, আবার পুনর্জন্মে তাকে আসতে হয়। কিন্তু যে ধর্ম স্থাপন করে গেছে তার প্রতিবছর বার্ষিক পালন করা হয়। ভক্তি মার্গে তাদেরকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। সেই রকমই আজকাল দশহারা উৎসবও পালন করে পালন করা হয়। পালন যখন করা হয় তবে অবশ্যই কিছু শুভ তাতে রয়েছে। যারা কোনো ভালো কাজ করে যায়, তবেই তো উৎসব পালন করা হয়। দীপমালার উৎসবও পালন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়। যারা একসময় ছিল তাদেরই আবার উৎসব পালন করা হয়। এখন ভারতবাসীদের তো এটা জানা নেই যে এই রাখি উৎসব ইত্যাদি কেন পালন করা হয়? কি হয়ে থাকবে? খ্রীস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি কে তারা জানে যে এরা ধর্ম স্থাপন করতে এসেছিলেন। এই সময় সকলে হলো আসুরিক সম্প্রদায় আর তোমরা। হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। এখন বাবা রাম এসে দৈবী শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন। অথবা এই ভাবে বলা যায় যে, পরমপিতা এসে স্বর্গের উদঘাটন করছেন অথবা ফাউন্ডেশন স্থাপন করছেন। ওপেনিং সেরিমনিও বলা যেতে পারে। ভারতে শ্রেষ্ঠাচারী মহারাজা মহারানীরা ছিলেন ডবল মুকুটধারী ছিলেন। পবিত্রতার রাজমুকুট ছিল আর রত্নজড়িত রাজমুকুট ছিল। বিকারী রাজাদের কেবল রত্নজড়িত রাজমুকুট থাকবে। দ্বিমুকুটধারীদের পূজা সিঙ্গেল মুকুটধারীরা করে থাকে। কিন্তু কখন তারা এসেছিলেন, কিভাবে তারা রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলেন এ কথা কারোরই জানা নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণ এত শ্রেষ্ঠ দ্বিরাজমুকুটধারী দেবী দেবতা ছিলেন, তাদেরকে এইরকম শ্রেষ্ঠ কে বানিয়ে ছিলেন - এ'কথা বাবা এসে বোঝান। এখন দশহারা পালন করা হয়, তোমরা জানো যে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছিল যে কারণে দশহারা পালন করা হয়। রাবণকে দহন করা হয় কিন্তু সে তো কোনো পোড়ানোর জিনিস নয়। এখন তার রাজত্ব সমাপ্ত হতে চলেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাম রাজ্য স্থাপন না হবে ততদিন পর্যন্ত এই ব্রষ্টাচারী রাজ্য চলবে। রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে রাম রাজ্য স্থাপন হয়েছিল, তারই সেরিমনি পালন করা হয়। রাবণকে জ্বালানো হয়, এতে প্রমাণ হয় যে বরাবর ব্রষ্টাচারী আসুরিক রাজ্য ছিল। ব্রষ্টাচারেরও গ্রেডস (পর্যায় বা মাত্রা) থাকে। ব্রষ্টাচার দ্বাপর থেকে শুরু হয়। প্রথমে দুই কলা থেকে ব্রষ্টাচার শুরু হয় এরপর ৪ কলা, তারপর ৮ কলা, ১০ কলা বৃদ্ধি পেতে-পেতে ১৬ কলা ব্রষ্টাচার হয়ে যায়। এখন পুনরায় ১৬ কলা ব্রষ্টাচারকে পরিবর্তন করে ১৬ কলা শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলা হলো একমাত্র বাবার কাজ।

বাবা বোঝান, এই সময় হলো রাবণ রাজ্য, রাম রাজ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। এখন সেই রাজ্য ব্রষ্ট হতে গেছে। শ্রেষ্ঠাচারী ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। সেই রাজ্যই এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন — আমি এসেছি ব্রষ্টাচারী রাজ্যকে শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্য করে তোলার জন্য। এখানে যাদব কুলও আছে, কৌরব কুলও আছে। যাদব কুলেও অনেক ধর্ম আছে। যারা

শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী ধর্মের ছিল সেই ধর্ম এখন ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এরপর বাবা এসে শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখান। ভক্তি মার্গে তো উৎসব পালন করে এসেছে। নিশ্চয়ই ভগবান এসেছিলেন, ৫ হাজার বছর আগের কথা। বাবা এসে ভ্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী করেছিলেন। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলা বাবারই কাজ, এরপর এর পালনা করার জন্য তোমাদের উপর থেকে পাঠিয়ে দেন। তোমরা যে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছো, তাকে গিয়ে প্রতিপালন করো। এটা কেউ বলেনা, অটোমেটিক্যালি ড্রামা অনুসারে হয়ে থাকে। তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে গেলে তারপর সৃষ্টিও সতোপ্রধান শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে। এখন তো ৫ তত্বই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কত উত্থালপাতাল হতেই থাকে। মানুষ কত দুঃখী হয়ে পড়ে। কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। সত্যযুগে কোনো উপদ্রব নেই। উপদ্রব হয় নরকে। উপদ্রবও প্রথমে দুই কলা ধারণকারী ছিল, এখন ১৬ কলা হয়ে গেছে। এ'সবই বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর বিষয় এবং খুবই সহজ, কিন্তু না নিজেরা বোঝে, না বোঝাতে পারে। এই রাবণকে জ্বালানো দ্বাপর থেকে শুরু হয়। এমন খোড়াই বলবে যে ৫ হাজার বছর ধরে চলছে। ভক্তি মার্গ শুরু হলেই এই উপদ্রবও শুরু হয়ে যায়। এখন পুনরায় রাবণ রাজ্যের বিনাশ, রাম রাজ্যের স্থাপনা কিভাবে হয় সেটা তোমরা জানো। মানুষ জানে না যে রাবণ কি। বাবা বলেন লক্ষ্মা বলে কিছু ছিল না। সত্যযুগে লক্ষ্মা বলে তো কিছু থাকে না। সেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে। যমুনার উপকণ্ঠে তারা বাস করে। আজমীরে বৈকুণ্ঠের মডেল দেখানো হয় কিন্তু মানুষ তার কোনো অর্থই বোঝে না। সোনার মহল তৈরি করতে ওখানে দেবী লাগে না। মেশিনে দ্রুত সোনা গলিয়ে টাইলস ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো এই যে সায়েন্স, যার দ্বারা বিনাশ হয়, সেটাই পরে গিয়ে তোমাদের কাজে আসবে। এখন এই এরোপ্লেন ইত্যাদি খুশির জন্য তৈরি করে, এর দ্বারাই বিনাশ হবে। সুতরাং এই এরোপ্লেন যেমন সুখের জন্য, তেমনি দুঃখের জন্যও। অল্প সময়ের জন্য সুখ। ১০০ বছরের মধ্যেই এই সব আবিষ্কার হয়েছে। সুতরাং ১০০ বছরের মধ্যেই এতো কিছু হয়েছে। এইবার তোমরা বিচার করো যখন বিনাশ হবে তারপর নতুন দুনিয়াতে কত অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত জিনিস তৈরি হয়ে যাবে। ওখানে ঝট করে সোনার মহল তৈরি হয়ে যায়। ভারতে সোনা রূপা দিয়ে কত মহল নির্মাণ হয়েছে। ওখানে বড় বড় রাজ দরবার তৈরি করা হয়। রাজকীয় মানুষরা সেখানে মিলিত হয়। একে পান্ডব সভা বলা যাবে না। একে বলা হবে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীর সভা। প্রিন্স-প্রিন্সেস সবাই এসে সেখানে বসবে। যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন প্রিন্স-প্রিন্সেস মহারাজাদের বড় সমাবেশ হতো। সব রাজারা মুকুট পরে বসতো। বাবা যখন নেপালে যেতেন ওখানে রাণা (রাজা) ফ্যামিলির সমাবেশ হতো। বড় মুকুটধারী রাজারা সেখানে বসত। তাদের মহারাজা-মহারানী বলা হতো এবং তাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে ছিল। রানীরা সেখানে বসত না, তারা পর্দার আড়ালে থাকত। বড় জাঁকজমকের সাথে তারা বসত। আমি বলতাম এ তো পান্ডব রাজ্য। ওরা নিজেদের সূর্যবংশী বলতো। এখানেও সিংগল মুকুটধারী ছিল। এর আগে ডবল মুকুট ছিল। ওরাও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অনেক কথা লিখেছে – অমুককে অপহরণ করেছে, এই করেছে। কিন্তু এমন তো হয়নি।

পাস্টে হয়ে যাওয়া উৎসব গুলোই আবার পালন করে চলেছে। রাবণ রাজ্যের অবসান হওয়া এবং রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও ওরা প্রতি বছর উৎসব পালন করে। সুতরাং এতে এটাই প্রমাণ হয় যে আসুরিক রাবণ রাজ্য ৫ হাজার বছর আগেও ছিল। বাবা এসে, রাবণ রাজ্যের বিনাশ করিয়েছিলেন। সেই মহাভারতের যুদ্ধই এখন সামনে। রাবণ বলে কিছু নেই। মন্দোদরীকে রাবণের স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তার ১০ মাথা দেখানো হয়নি। রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর ৪ ভূজ দেখানো হয়েছে। দুই ভূজ লক্ষ্মীর, দুই নারায়ণের। তেমনই রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয় - ৫ বিকার রাবণের, ৫ বিকার মন্দোদরীর। বিষ্ণু চতুর্ভূজও অর্থপূর্ণ ভাবেই দেখানো হয়েছে। পূজাও মহালক্ষ্মীর করে থাকে। মহালক্ষ্মীর কখনও দুই ভূজ রূপে দেখানো হয় না। দীপাবলির দিন লক্ষ্মীকে আহ্বান করে। কেন, নারায়ণকে আহ্বান করা হয় না, তিনি কোন্ অপরাধ করেছেন? লক্ষ্মীকে ধন তো নারায়ণই দিয়ে থাকেন তাইনা। তিনি তো হাফ পার্টনার। তাহলে নারায়ণ কি অপরাধ করেছেন? বাস্তবে ধন লক্ষ্মীর কাছে পাওয়া যায় না, ধন পাওয়া যায় জগদম্বার কাছে। তোমরা জানো জগৎ অম্বাই লক্ষ্মী হন। ওরা তাদেরকে আলাদা-আলাদা করে দেখিয়েছে। জগৎ অম্বার কাছেই প্রতিটি জিনিস চেয়ে থাকে। কোনো রকম দুঃখ হলে, সন্তান মারা গেলে জগৎ অম্বাকে বলে রক্ষা করো, সন্তান দাও, রোগ থেকে মুক্ত করো। অনেক রকম ইচ্ছা প্রকাশ করে। লক্ষ্মীর কাছে একটাই ইচ্ছা প্রকাশ করে - - শুধুই ধন। ব্যস্। জগৎ অম্বা সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন। ধনবান তো ইনিই করে তোলেন। এই সময় তোমাদের সব ইচ্ছা পূরণ হয়। তিনি কোনো ধন দেন না, শুধুই পঠন-পাঠন করান - যার মাধ্যমে তোমরা কি থেকে কি হয়ে ওঠে এরপর লক্ষ্মী হলে ধনবান হয়ে ওঠে। এই সময় তোমাদের মধ্যে শক্তি আছে যার দ্বারা তোমরা সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারো। জগৎ অম্বা দান করেন, লক্ষ্মী খোড়াই দান করে। ওখানে দান করা নেই। অনাহার নেই। সেখানে কেউ-ই কাঙাল নয়। সত্যযুগে রাবণ হয়না। এখানে রাবণকে

জ্বালানো হয়। দশহরার পরে দীপাবলি উদযাপন করা হয়, খুশির উৎসব পালন করা হয়। কেননা রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে রাম রাজ্য স্থাপন হবে সুতরাং খুশি তো হবেই। প্রতিটি ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। তোমাদের আত্মা আলোকিত হয়ে ওঠে। যা কিছু জিনিস সঙ্গম যুগে আছে সেইসব সত্যযুগে থাকবে না। তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী, ওখানে তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করে থাকো। এই সম্পূর্ণ নলেজ তোমরা ভুলে যাও। সঙ্গম যুগে হয়েই থাকে স্থাপনা আর বিনাশ। একবার স্থাপনা হয়ে গেলেই ব্যাস। এইসব উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান আছে। অজ্ঞানী মানুষ তো কিছুই বোঝে না। তারা কিছুই না করে অনেক কিছু করে। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছো সত্যযুগে এইসব বিষয়ে কথা হয়না। শাস্ত্রে নারদের কথা উল্লেখ আছে। তোমাদেরও জিজ্ঞাসা করা হয় — তোমরা উত্তরে বলো বাবা আমরা লক্ষ্মীকে বরণ করবো অথবা নারায়ণকে বরণ করবো। সুতরাং বাবা বলেন নিজের মধ্যে দেখো কোনো বিকার নেই তো। যদি ক্রোধ ইত্যাদি থাকে তাহলে কিভাবে বরণ করবে? তবে হ্যাঁ, এখন সম্পূর্ণ তো কেউ হয়নি। কিন্তু হতে হবে, এই ভূতগুলো তাড়াতে হবে তবেই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। বড় বিচিত্র ওস্তাদ পেয়েছো। বাবা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর সুতরাং যে এসে বাবার সন্তান হয় তাকেও তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন, ডবল মুকুটধারী দেবতা করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষেই তোমরা হচ্ছে। দেবতাদের দুটো মুকুট থাকে। তোমরা এসেছো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে। উত্তরাধিকার নিতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। পয়েন্টস তো অনেক বের হতেই থাকে। যদি পড়াশোনা না করো তাহলে অন্যদের কিভাবে বোঝাবে? ড্রামা হুবহু রিপিট হয়ে চলেছে। এই নলেজ তোমরা এখন বুঝতে পারছো এরপর এটা হারিয়ে যাবে। এই যে লক্ষ্য ইত্যাদি দেখানো হয়, সেইসব কিছুই নেই। রাবণের জন্ম কবে হয়েছিল? লিখিত আছে দ্বাপর থেকে দেবতার বাম মার্গে যেতে শুরু করলে বিকারী হওয়া শুরু হয়ে যায়। ভক্তিও প্রথমে অব্যাভিচারী ছিল তারপর ব্যাভিচারী হয়ে যায়। এখন তো মনুষ্য নিজের পূজা করতেই লেগে পড়েছে। বাবা বলেন আমি আসি ব্রহ্মাচারী দুনিয়ার বিনাশ আর শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া স্থাপন করতে। নিশ্চয়ই প্রথমে স্থাপনা করবেন তারপর বিনাশ করবেন। আমাদের পার্ট কল্লে-কল্লে জন্ম। ব্রহ্মাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলার জন্যেও সময় লাগে। যতক্ষণ বাবা বসে পড়বেন, পড়তে হবে। কল্প পূর্বেও যে যতটুকু পড়েছিল তারাই এসে পড়বে। অনেক বাচ্চারা চলতে-চলতে বলে - ব্যস, আমি আর চলতে পারব না। আরে, নিন্দা, স্তুতি মান-অপমান এসব তো হবেই। তোমরা পড়াশোনা কেন ছেড়ে দাও ! সবচেয়ে বেশি নিন্দা তো শ্রীকৃষ্ণের হয়েছে। কত কলঙ্ক লাগানো হয়েছে। তারপরেও এমন শ্রীকৃষ্ণকে কেন পূজা করে? বাস্তবে গালি তো এনাকে (ব্রহ্মা) শুনতে হয়। সম্পূর্ণ সিন্ধু জুড়ে তার নিন্দা হয়েছে কিন্তু কিছুই তো করতে পারেনি। এ'সবই হলো খেলা। নতুন কিছু নয়, কল্প পূর্বেও গালি খেয়েছিলেন, নদীও পার করেছিলেন। তোমরা সিন্ধু থেকে বেরিয়ে এই পারে চলে এসেছো না ! শ্রীকৃষ্ণ তো ছিল না, এই দাদার আসা-যাওয়া ছিল। তোমরা জানো এখন আমরা রাজ্য পাই এবং আবারও হারাই। এটাও একটা খেলা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সকলের মনোকামনা পূর্ণকারী কামধেনু (জগদম্বা) হতে হবে। দান করতে হবে।

২) নিন্দা-স্তুতিতেও স্থিতি সমান রাখতে হবে। এসব হলেও পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একে খেলা মনে করে পার করতে হবে।

বরদান:- নিজের শক্তি স্বরূপের দ্বারা অলৌকিকতার অনুভবকারী জ্বালা রূপ ভব এখনও পর্যন্ত বাবা শিখা রূপে সবাইকে আকর্ষণ করেছেন, বাবার কর্তব্য চলছে, বাচ্চাদের কর্তব্য গুপ্ত। যখন বাবা নিজের শক্তি স্বরূপে স্থিত হবেন তখন সম্পর্কে আসা আত্মারা অলৌকিকতার অনুভব করবে। ভালো ভালো বলে যারা তারাও ভালো হওয়ার প্রেরণা তখনই পাবে যখন সংগঠিত রূপে তোমরা জ্বালা স্বরূপ, লাইট হাউস হবে। তোমাদের মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ যখন স্টেজে উপস্থিত হয়ে যাবে তখন সকলে পতঙ্গের মতো তোমাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে।

স্নোগান:- নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে যোগ অগ্নিতে তপ্তকারীই সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ওঠে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাম্বারা - তোমরা অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, এতেই জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য, তিনটিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এ হলো একেবারে নুতন পাঠ"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমে জ্ঞান এবং যোগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও চলতে থাকে -- তা কিভাবে?

*উত্তরঃ - বাস্তবে যোগকে ভক্তিও বলা যেতে পারে, কেননা বাম্বারা, তোমরা অব্যভিচারী স্মরণে থাকো। তোমাদের এই স্মরণ হলো জ্ঞান সহিত, তাই একে যোগ বলা হয়। দ্বাপর থেকে কেবল ভক্তি থাকে, জ্ঞান থাকে না, তাই সেই ভক্তিকে যোগ বলা হয় না। সেখানে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। এখন তোমরা জ্ঞানও প্রাপ্ত করো, যোগও করো, আর তোমাদের অসীম জগতের এই সৃষ্টির প্রতি বৈরাগ্যও আছে।

*গীতঃ- কেউ আপন বানিয়ে....

ওম্ শান্তি। অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন - শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আসলে কোনও পড়া নয়। কারণ ওখানে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। শাস্ত্র থেকে দুনিয়ার বিষয়ে কিছু জানা যায় না। আমেরিকা কোথায় আছে, কে আবিষ্কার করেছিল - এইসব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। বলা হয় অমুক ব্যক্তি আবিষ্কার করেছিল। থাকার জন্য অন্য জায়গা খুঁজতে গেছিল। জনসংখ্যা অনেক হয়ে যাওয়াতে থাকার জন্য অন্য জায়গার প্রয়োজন ছিল। ওইগুলো সবাই বইতে পড়েছে, ঐগুলোকে এডুকেশন বলা হয়। তোমাদের ক্ষেত্রে এডুকেশন হল এইগুলো। একে আশ্রম অথবা ইনস্টিটিউট অথবা ইউনিভার্সিটি বলতে পারো। এর মধ্যে সবকিছুই রয়েছে। দুনিয়ার পড়াশুনার মানচিত্রগুলো আলাদা। শাস্ত্র থেকে জ্ঞানের আলো পাওয়া যায় না। পড়াশুনা করলে জ্ঞানের আলো পাওয়া যায়। তোমরাও পড়াশুনা করছ। বৈকুণ্ঠ কাকে বলা হয়? এটা না আছে দুনিয়ার পড়াশুনাতে, আর না আছে কোনো শাস্ত্রে। এসব হল নুতন জ্ঞান যেগুলো কেবল বাবা-ই বলেন। মানুষ তো বলে দেয় যে স্বর্গ-নরক সব এখানেই। বাবা এসেই বোঝান যে স্বর্গ-নরক কাকে বলা হয়? এইসব বিষয় না আছে শাস্ত্রে, না আছে এডুকেশনে। তাই নুতন কথা হওয়াতে মানুষ সংশয় প্রকাশ করে। বলে- এইরকম কথা তো কখনো শুনিনি, এগুলো একেবারে নুতন এবং ওয়ান্ডারফুল বিষয় যেগুলো কেউ কখনো বলেনি। এইগুলো সত্যিই নুতন কথা। দুনিয়ার কোনো শিক্ষাবিদ বা সন্ন্যাসী এইসব বলতে পারবে না। তাই পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। তিনি এই সীমাহীন (বেহদের) সৃষ্টির ইতিহাস-ভূগোল বোঝান এবং বিস্তারিতভাবে স্বর্গ-নরকের জ্ঞান দেন। এইগুলো সব হল নুতন কথা। এই পড়াশুনার মধ্যে সবকিছুই রয়েছে - জ্ঞানও আছে, যোগও আছে, পড়াশুনাও আছে আর ভক্তিও আছে। যোগকে ভক্তিও বলতে পারো, কারণ একজনের সাথে যোগ করাকে স্মরণ করা বলা হয়। ভক্তরাও স্মরণ করে, পূজা করে, গান করে। কিন্তু ওই ভক্তিকে যোগ করা বলা যাবে না। যেমন মীরা কৃষ্ণের সাথে যোগ লাগাত, তাঁকে স্মরণ করত। ওটা হল ভক্তি। তার বুদ্ধিতে কোনো এইম অবজেক্ট ছিল না। কিন্তু এটাকে তোমরা জ্ঞানও বলতে পারো, আবার ভক্তিও বলতে পারো। এখানে যোগ করা হয় অর্থাৎ কেবল একজনকেই স্মরণ করা হয়। সত্যযুগে তো জ্ঞান-ভক্তি কিছুই থাকবে না। সঙ্গমযুগে জ্ঞান এবং ভক্তি দুটোই আছে। দ্বাপরযুগ থেকে কেবল ভক্তি করা হয়েছে। কাউকে স্মরণ করাকে ভক্তি করা বলা হয়। এখানে জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি তিনটেই আছে। সবকিছু বুঝতে পারা যায়। ওরা কেবল ভক্ত, তন্ত্রের সাথে যোগ করে। কিন্তু ওরা অনেকের সাথে যোগ করে, তাই ওরা হল ভক্ত। তোমাদের যোগ হল অব্যভিচারী। এখানে স্বয়ং জ্ঞানের সাগর বসে থেকে শিক্ষা দেন। তাঁর সাথেই যোগ লাগতে হয়। দুনিয়ার মানুষ তো আত্মাকেই জানে না। আমরা জানি। পরমপিতা পরমাত্মা বাবার সঙ্গে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হলে আমরা বাবার কাছে চলে যাব। ওরা তো হনুমানকে স্মরণ করে এবং হয়তো সাক্ষাৎকারও হয়ে যায়। ওটা হল ব্যভিচারী। এটা হল অব্যভিচারী যোগ। কেবল বাবা-কেই স্মরণ করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য একসাথেই আছে। কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে এইগুলো সব আলাদা আলাদা। ভক্তি আলাদা বিষয়, জ্ঞান বলতে কেবল শাস্ত্রের জ্ঞান আর বৈরাগ্য কেবল সীমিত বিষয়ের ওপর। এখানে তো সবকিছুই সীমাহীন। আমরা সেই অসীমের পিতাকে জেনেছি এবং তাঁকেই স্মরণ করি। ওরাও হয়তো শিবকে স্মরণ করে, কিন্তু তাতে বিকর্ম বিনাশ হবে না। কারণ ওরা তাঁর অকুপেশন জানে না। ওদের কাছে বিকর্ম বিনাশ করার জ্ঞানটাই নেই। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়। দুনিয়াতে কাশী-কলবটের প্রচলন আছে। সেক্ষেত্রেও ওদের বিকর্ম বিনাশ হয়। কারণ ওরা কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তাই বলে তোমাদের মতো এইরকম ধীরে ধীরে কর্মাতীত হয়ে যায় না। ওদের বিকর্মগুলো তো শাস্ত্রের দ্বারা বিনষ্ট হয়, ক্ষমা করা হয় না। সুতরাং এটা হল পড়াশুনা, জ্ঞান এবং যোগ। এর মধ্যে সবকিছুই রয়েছে। কেবল বাবা-ই সবকিছু শেখান। এটাকে আশ্রম কিংবা ইনস্টিটিউট বলা হয়। খুব সুন্দর ভাবে লেখা

আছে। আগে ‘ওম্ মন্ডলী’-নামটা ভুল ছিল। এখন বোধবুদ্ধি হয়েছে। এই নামটা খুব সুন্দর। যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝানো যাবে যে তুমিও ব্রহ্মাকুমার। বাবা হলেন সকলের রচয়িতা। তিনি সবার আগে সূক্ষ্মবতন রচনা করেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শঙ্কর হল সূক্ষ্মবতনবাসী। নূতন সৃষ্টির রচনা করার জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অবশ্যই প্রয়োজন। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা তো এখানে আসতে পারবে না। তিনি হলেন সম্পূর্ণ অব্যক্ত। কিন্তু এখানে তো সাকার ব্রহ্মাকে প্রয়োজন। তিনি কোথা থেকে আসবেন? মানুষ তো এই কথাগুলোই বুঝতে পারে না। ছবিতেও দেখানো হয়েছে যে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মা এলেন কোথা থেকে? দত্তক নেওয়া হয়। যেমন কোনো রাজা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে সে কাউকে দত্তক নেয়। (শিব) বাবাও এনাকে দত্তক নেন এবং তাঁর নাম রাখেন - ‘প্রজাপিতা ব্রহ্মা’। ওপরে (সূক্ষ্মবতনে) যে ব্রহ্মা আছে, সে তো নীচে আসতে পারবে না। নীচে যিনি আছেন, তাঁকেই ওপরে যেতে হবে। উনি হলেন অব্যক্ত, আর ইনি হলেন ব্যক্ত। এই রহস্যটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। কারণ এটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করে। বলে - দাদাকে কখনো ব্রহ্মা, কখনো ভগবান, কখনো কৃষ্ণ বলা হয়। কিন্তু এনাকে (ব্রহ্মা বাবা) তো ভগবান বলা যাবে না। তবে কৃষ্ণ কিংবা ব্রহ্মা বলা যাবে কারণ কৃষ্ণ তো শ্যামবর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং রাত্রিবেলা বলা হবে ব্রহ্মা এবং দিনের বেলা বলা হবে কৃষ্ণ। এখন এটা হল কৃষ্ণের আত্মার অন্তিম জন্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ হল একেবারে আদি জন্ম। এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের কথাও বলতে হবে। ওদেরকেই এখানে দত্তক নেওয়া হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত হয়। এটাই হল লক্ষ্মী-নারায়ণের দিন এবং রাত। ওদের সমগ্র বংশের ক্ষেত্রেও এটাই হয়।

তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বংশে আছো। এরপর দেবতা বংশে যাবে। তাই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের ক্ষেত্রেও দিন এবং রাত্রি হয়, তাই না? এইগুলো সব হল বোঝার বিষয়। ছবিতেও স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে নিচে অন্তিম জন্মে তপস্যা করছে। তাহলে ব্রহ্মা এলেন কোথা থেকে? কিভাবে তাঁর জন্ম হল? ব্রহ্মাকে দত্তক নেওয়া হয়। যেভাবে রাজারা দত্তক নেন এবং তারপর তাকে রাজকুমার বলা হয়। তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় - অমুক জায়গার রাজকুমার। আগে তো সে রাজকুমার ছিল না। রাজা দত্তক নেওয়ার পরেই রাজকুমার নাম রাখা হয়েছে। এইরকম রীতি অনেক দিন ধরে প্রচলিত আছে। এইসব বিষয় বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত। দুনিয়ার মানুষ জানে না যে বাবা কিভাবে পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ এবং নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। তোমাদের মতো বাচ্চাদের কাছেই এই জ্ঞানের আলোক রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। ভবিষ্যতে ছোটো ছোটো কন্যারাও অনেক ক্ষুরধার হয়ে যাবে। কারণ তারা হল কুমারী। শাস্ত্রেও লেখা আছে যে কুমারীদের দ্বারা তীর মারা হয়েছিল। কুমারীরাই সবথেকে বেশি চমৎকার করে দেখিয়েছে। মাঝমাঝে কুমারী। তিনি সকলের থেকে আগে এগিয়ে গেছেন। বলা হয় ‘উটার শোজ মাদার’। মা তো কারোর সাথে বসে কথা বলবেন না। কারণ ইনি হলেন গুপ্ত মা। মাঝাকে দেখতে পাওয়া যায়। তাই তোমাদের মতো শক্তিসেনা অর্থাৎ বাচ্চাদের কাজ হল মা-কে প্রত্যক্ষ করা। অনেক ভালো ভালো কন্যা আছে যাদের পুরুষার্থ খুব ভালো হচ্ছে। কৌরব সম্প্রদায়ের মধ্যেও যারা মহারথী, তাদের নাম করা হয়। এখানেও মহারথীদের নাম করা হয়। শিববাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর নিবাসস্থান সবথেকে ওপরে। বাস্তবে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিবাসস্থানও ওপরে। মানুষ তো কিছু না জেনে কেবল মহিমা করে। আমরা আত্মারাও হলাম ওই লোকের নিবাসী। কিন্তু আমাদেরকে জনম-মরণের চক্রে এসে অভিনয় করতে হয়। উনি (পরমাত্মা) জনম-মরণের চক্রে আসেন না। উনিও অভিনয় করেন, কিন্তু কিভাবে করেন সেটা তোমরাই জানো। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ যে এটা হল শিববাবার রথ। অশ্ব বা ঘোড়াও রয়েছে। তবে ঐরকম কোনো ঘোড়ার গাড়ি নেই। এইরকম ভুলগুলো ড্রামা অনুসারেই হয়েছে। অর্ধেক কল্প ধরে এইরকম ব্রাহ্ম রাষ্ট্রায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা একেবারে হারিয়ে যাই। এখন জ্ঞানের আলোক পেয়ে আমরা বিচক্ষণ হয়ে গেছি। আমরা জানি যে এই পুরাতন দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমাদেরকে নির্মোহী হতে হবে। পদ্মফুলের মতো ঘর-গৃহস্থ থেকেও নির্মোহী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। সকলের সাথেই সম্পর্ক পালন করতে হবে এবং সবার সাথেই থাকতে হবে। যেভাবে আগের কল্পে হয়েছিল, সেইভাবে এই ভাড়াটাও হওয়ার ছিল। এখন তো বলা হয় যে ঘর-গৃহস্থ থেকেই পরিশ্রম কর। এখানে তো বাড়ি-ঘর ত্যাগ করার কোনো প্রশ্নই আসেনা। আমিও তো ঘরেই রয়েছি, তাই না? এতজন সন্তান, তার মধ্যে লৌকিক সন্তানও ছিল। কিছুই ত্যাগ করিনি। সন্ন্যাসীরা তো জঙ্গলে চলে যায়। আমি তো শহরেই বসে আছি। সুতরাং ওদের প্রতিও কর্তব্য করতে হবে। লৌকিক বাবাও রচনা করে এবং উপার্জন করে সন্তানদের উত্তরাধিকার দেয়। সবার আগে কাম বিকারের উত্তরাধিকার দেয়। তারপর এইসব থেকে মুক্ত করে নির্বিকারী বানানো কেবল পারলৌকিক বাবার কর্তব্য। কোথাও সন্তান তার মা-বাবাকে জ্ঞান দেয়, আবার কোথাও বাবা তার সন্তানদের জ্ঞান দেয়। এটা হল রাজযোগ, ওটা হল হঠযোগ। পরমাত্মার কাছ থেকেই আত্মা জ্ঞানলাভ করে। আমি (ব্রহ্মা) রাজাদের রাজা ছিলাম। এখন নিঃস্ব হয়ে গেছি। গায়ন আছে - আজ যে রাজা, কাল সে ফকির। বাচ্চারা জানে, আমরা যারা সূর্যবংশী ছিলাম, তারা এখন শূদ্রবংশী হয়ে গেছি। এটাও বুঝতে হবে যে - নরক এবং স্বর্গ আলাদা। মানুষ এটা জানে না। তোমাদের মধ্যেও অনেক বাচ্চা কিছুই জানে

না। তাদের ভাগ্যই নেই। তাই ওরা আর কি পুরুষার্থ করবে? কারোর ভাগ্যে কিছুই নেই, আবার কারোর ভাগ্যে সবকিছু আছে। ভাগ্যই পুরুষার্থ করিয়ে নেয়। ভাগ্যে না থাকলে কিভাবে পুরুষার্থ করবে? স্কুল তো একটাই। সবাই পড়াশুনা করছে। কোনো বাচ্চা অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরে পড়ে যায়, আবার কেউ চলতে চলতে মরে যায়। অনেকেই জন্ম নেয় আবার মরেও যায়। এটা খুব ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান। জ্ঞান তো খুবই সহজ। কিন্তু কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বিকর্ম বিনাশ হলেই উড়তে পারবে। ধ্যানের থেকে জ্ঞান অনেক ভালো। ধ্যানে অনেক মায়াবী বিঘ্ন আসে। তাই ধ্যানের থেকে জ্ঞান ভালো। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে যোগের থেকেও জ্ঞান ভালো। এটা তো ধ্যানের জন্য বলা হয়। যারা ধ্যানে যেত, তারা আজকে নেই। যোগের দ্বারা উপার্জন হয়, বিকর্ম বিনাশ হয়। ধ্যানের দ্বারা কোনো উপার্জন হয় না। যোগ এবং জ্ঞানের দ্বারাই উপার্জন হয়। জ্ঞান এবং যোগ ছাড়া স্বাস্থ্যবান এবং সম্পত্তিবান হতে পারবে না। তখন এইরকম ঘুরতে যাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। ধ্যানে অনেক লোকসান হয়। জ্ঞান তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কিন্তু যোগ মোটেও এক সেকেন্ডের ব্যাপার নয়। যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন যোগ করতে হবে। জ্ঞান তো খুবই সহজ। কিন্তু এভার হেলদী, নিরোগী হওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। সকালে উঠে যোগ করতে বসলেও অনেক বাধা আসে। জ্ঞানের বিভিন্ন পয়েন্ট মনে করলেও বুদ্ধি যেখানে সেখানে চলে যায়। যে সবার আগে আছে, তার কাছেই তো সবথেকে বেশি তুফান আসবে, তাই না? শিববারার কাছে তো কোনো তুফান আসবে না। বাবা সর্বদা বোঝান যে তুফান তো অনেক আসবে। যত স্মরণে থাকার চেষ্টা করবে, তত বেশি তুফান আসবে। কিন্তু সেগুলোকে ভয় পেলে চলবে না। স্থিরভাবে স্মরণ করতে হবে। অগ্নিমে এমন অবস্থা হবে যে তুফান একটুও টলাতে পারবে না। এটা হল আত্মিক দৌড়। শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই কথাটাই বুঝতে হবে এবং ধারণ করতে হবে। ধন দান না করলে ধারণাও হবে না। পুরুষার্থ করতে হবে। খুব সহজেই কাউকে দুই বাবার কথা বোঝানো যায়। এটাও তোমরা জানো যে বাবা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন। তোমরা বলা যে লক্ষ্মী-নারায়ণও বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পেয়েছিল। বাবা-ই ওদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারবে না যে ভগবান ওদেরকে এই উত্তরাধিকার দিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুশি থাকে। তোমরা কোন বিষয় নিয়ে খুশিতে আছ, সেটা তো কেউই জানে না। দুনিয়ার মানুষ তো অল্প সময়ের জন্য ক্ষণভঙ্গুর খুশি নিয়েই আনন্দ করতে থাকে। তোমরাই হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তোমরাই হলে জ্ঞানী এবং যোগী। অন্য কেউ তোমাদের এই অতীন্দ্রিয় সুখের খুশির ব্যাপারে জানতে পারবে না। ওরা তো কত খাটাখাটনি করে। চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে। খুব কঠিন পরিশ্রম করে। কিন্তু ওদের সকল পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে। তোমরা কোনোরকম কষ্ট না করে এমন জায়গায় যাওয়ার পুরুষার্থ করছ যেখানে অন্য কেউ যেতে পারবে না। তোমরা সব কিছুর থেকে উঁচু পরমধামে চলে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ঘর-গৃহস্থ থেকে নষ্টমোহ হতে হবে। তার সাথে সাথে সকলের প্রতি কর্তব্য পালন করে পদ্মফুলের মতো থাকতে হবে।

২) ধারণা করার জন্য অবশ্যই জ্ঞান ধনের দান করতে হবে। জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা নিজ উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে। এছাড়া ধ্যান অথবা দর্শন লাভের কোনো ইচ্ছা রাখবে না।

বরদান:- সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেটের দ্বারা ভবিষ্যৎ রাজ্য - ভাগ্যের আসন প্রাপ্ত করে সন্তুষ্ট মূর্তি ভব সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হবে -- এই স্লোগান সদা নিজের ললাট রূপী বোর্ডে যেন লেখা থাকে। কেননা এই সার্টিফিকেট যাদের আছে, তারাই ভবিষ্যতে রাজ্য - ভাগ্যের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করবে। তাই রোজ অমৃতবেলায় এই স্লোগানকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো। বোর্ডে যেমন স্লোগান লেখো, তেমনই সদা নিজের ললাটের বোর্ডে এই স্লোগান লেখো, তাহলে সবাই সন্তুষ্টমূর্তি হয়ে যাবে। যে সন্তুষ্ট, সে সদাই প্রসন্ন।

স্লোগান:- নিজেদের মধ্যে স্নেহ এবং সন্তুষ্টতা সম্পন্ন ব্যবহারকারীরাই সফলতা মূর্ত হয়।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘোর অন্ধকার, ভয়ানক রাত শেষ হয়ে আসছে, তোমাদের দিনের দিকে চলতে হবে । এ হলো ব্রহ্মার অসীমাবদ্ধ দিন আর রাতের কাহিনী"

- *প্রশ্নঃ - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার বা হীরেতুল্য জীবন বানাবার আধার কি?
- *উত্তরঃ - প্রকৃত গীতা। যা হলো শ্রীমৎ ভগবানুবাচ, বাবা তোমাদের সামনে বসে যে ডাইরেকশন দিচ্ছেন সেটাই হলো প্রকৃত গীতা, যা শুনে তোমাদের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা হীরেতুল্য হয়ে ওঠো ।
- *প্রশ্নঃ - স্বর্গের গহন সুখ কোন্ পুরুষার্থের আধারে প্রাপ্ত হয়?
- *উত্তরঃ - প্রতিদিনকার পড়াশুনা এবং যোগের দ্বারা, স্বর্গের গহন সুখ প্রাপ্ত হয়ে যাবে । সেই জন্য পড়াশোনায় কখনো ক্লান্ত হবে না। বাবা টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন, সূতরাং তোমরা ভালো মার্কস নিয়ে পাস করবার পুরুষার্থ করো। এতে আশীর্বাদ বা কৃপার কোনো ব্যাপার নেই।
- *গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না••••

ওম্ শান্তি । এই গীত তোমরা বাচ্চারা তৈরি করোনি । এ তৈরি করেছে চিত্র নির্মাতারা । অর্থ তো কিছুই বোঝেনি । প্রতিটি কথার যথার্থ অর্থ না জানার কারণে অনর্থ হয়ে যায় । গায় অথচ কিছুই বোঝেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ পেয়েছো । কার? ভগবানের । ভগবানকেই ভক্তরা জানেনা তবে তাদের সঙ্গতি হবে কি করে । ভক্তের রক্ষক ভগবান, ভগবানের কাছে রক্ষা প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই কোনও দুঃখ আছে । বলে আমাদের রক্ষা কর। অনেক ভাবে ডাকে কিন্তু ভগবান কে, কি থেকে রক্ষা করে, কিছুই জানেনা । ভক্ত অথবা বাচ্চারা ভগবানকে না জানার কারণে কত দুঃখ ভোগ করে থাকে । এখন এর অর্থ তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ । এখন গহন অন্ধকারের ভয়ানক রাত । অর্ধ কল্প ধরে চলে রাত । কোনও বিদ্বান, আচার্য, পন্ডিত কেউই জানেনা রাত কাকে বলে । সে তো জানোয়ারও জানে রাত হলো ঘুমানোর সময়, আর দিন হলো জেগে ওঠার । পাখিরাও রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, ভোর হতেই উড়তে শুরু করে। ঐ দিন-রাত স্বাভাবিক । এ হলো ব্রহ্মার বেহদের রাত আর বেহদের দিন । বেহদের দিন সত্যযুগ - ত্রেতা, আর রাত হল দ্বাপর - কলিযুগ । অর্ধেক - অর্ধেক চাই না ! দিনের আয়ুও ২৫০০ বছরের । এই দিন-রাতের কথা কেউ জানেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা জান যে রাত শেষ হয়ে আসছে । অর্থাৎ ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে অথবা ড্রামার চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে , এরপর দিন শুরু হবে । রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানায় কে, এটাও কেউ জানেনা । ভগবানকেই জানেনা তো এসব জানবে কি করে । মানুষ পূজা করে কিন্তু জানেনা এরা কারা, যাদের আমরা পূজা করি । বাবা বসে বোঝান -- মূল বিষয়ই হলো গীতাকে খন্ডন করা । বলা হয় শ্রীমৎ ভগবত্ গীতা । গীতার স্বামী হলেন ভগবান, কোনও মানুষ নয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলা হয় আর সত্যযুগের মানুষদের দৈবী গুণ সম্পন্ন বলা হয় । দৈবী ধর্মের শ্রেষ্ঠাচারীদেরকে দেবতা বলা হয় । ভারতের মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তারাই আবার আসুরি গুণ সম্পন্ন হয়ে পড়েছে । প্রধান ধর্ম শাস্ত্র ৪ টে আর কোনও ধর্মশাস্ত্র নেই, আর থাকলেও খুব ছোট ছোট মঠ স্থাপন করেছে । যেমন সন্ন্যাসীদের মঠ, বৌদ্ধ মঠ । বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন, তারা বলবে অমুক ধর্ম শাস্ত্র আমাদের । এখন ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র একটাই । সত্যযুগের দেবী -দেবতা ধর্মের শাস্ত্র একটাই যাকে শ্রীমৎ ভগবত্ গীতা বলা হয় । গীতা হলো মা, তার রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । কৃষ্ণের আত্মা যখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে তখনই আবার গীতার ভগবান, জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে সহজ রাজযোগ শিখে আর জ্ঞান ধারণ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে । এমনই উচ্চ থেকে উচ্চতর ধর্মশাস্ত্রকে ওরা খন্ডন করে দিয়েছে । যার জন্যই ভারত কড়িতুল্য হয়ে গেছে । ড্রামার এই একটা ভুল গীতাকে মিথ্যে করে দিয়েছে । বাবা যে সত্য গীতা শোনাচ্ছেন সেটাই প্রকাশ হওয়া উচিত । প্রকৃত (সত্য) গীতা গভর্নমেন্টের ছাপানো উচিত । এ হলো শ্রীমৎ ভগবানুবাচঃ । বাচ্চাদের প্রতি বাবার ডাইরেকশন দেন -- ভালো করে সংক্ষেপে গীতা ব্যাখ্যা করা উচিত । তোমরা জানো যে প্রকৃত গীতার দ্বারাই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি হয় । বাবার হয়ে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে । বীজ, বৃক্ষ (ঝাড়) আর ড্রামার চক্রে বোঝাতে হবে । গায়নও আছে সত্যযুগ ইত্যাদি হলো সত্য, এটাই সত্য এবং এটাই সত্য থাকবে । ঝাড়কে জানাও সহজ । এর বীজ থাকে উপরে । এই ঝাড় বিভিন্ন ধর্মের । এর মধ্যে সব ধর্ম এসে পড়ে। বাকি ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাও অজস্র আছে, মঠ, পন্থও আছে । ভারতের হল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, এই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? স্বয়ং ভগবান । কোনও মানুষ স্থাপন করেনি । শ্রীকৃষ্ণ দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন অস্তিম জন্মে । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী হতে হতে কলা কমতে থাকে । সূর্যবংশী রাজধানী যা

সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী ছিল এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । এখন আবার শ্রেষ্ঠাচারী হতে যাচ্ছে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে উচ্চ থেকে উচ্চতর পার্ট কার হবে ? এখন তোমরা জেনে গেছ প্রধান হলো শিবায় নমঃ । ওঁনার যা মহিমা তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের জন্য গাওয়া হয় না । প্রেসিডেন্টের মহিমা প্রাইম মিনিস্টার বা অন্য কাউকে কি দেওয়া যাবে ? না । ভিন্ন - ভিন্ন টাইটেল আছে না ! সব-ই তো এক হতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ধারণা হয়েছে । তোমরা জানো থ্রাইস্টও নিজের ধর্ম স্থাপনের পার্ট পেয়েছিল । আত্মা হলো বিন্দু স্বরূপ । তার মধ্যেই পার্ট নিহিত আছে । খ্রীষ্টান ধর্মের স্থাপনা করে তারপর পুনর্জন্ম নিয়ে পালন করতে করতে সতঃ-রজঃ -তমঃ-র মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয় । একদম শেষে গিয়ে সৃষ্টিকর্পী ঝাড়কে জড়জড়ীভূত অবস্থায় পরিণত হতেই হয় । প্রত্যেকেই কত দীর্ঘ সময় ধরে পার্ট পেয়েছে । বুদ্ধকে কতবার জন্ম নিয়ে তাকে পালন (সেই ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে) করতে হয় তাও তোমরা জেনেছ । ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে জন্ম নিতে থাকে ।

এখন বাবা তোমাদের কত বিশাল বুদ্ধিমান বানান । কিন্তু কেউ কেউ তো শিববাবাকে স্মরণও করতে পারে না । অসীম জগতের বাবা এসে স্বর্গের অসীমিত উত্তরাধিকার দেন, এটাও তোমরা বোঝাতে পারো না । বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন, আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ফিক্সড হয়ে আছে । এক শরীর ছেড়ে আবার নতুন শরীর ধারণ করতে হবে । এর গভীরে গিয়ে একে বুঝতে হবে । যারা স্কুলে রোজ পড়বে তারাই বুঝবে । কেউ তো চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । গানও গেয়ে থাকে তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার..... । বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের অনন্ত সুখ ভোগ করার জন্যই পুরুষার্থ করছি । তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো না । এত উচ্চ থেকে উচ্চ পড়া তোমরা কিনা ছেড়ে দাও ! কেউ তো পড়া ছেড়ে দিয়ে আবার বিকারে চলে যায় । যেমনটি ছিল আবারও তাই হয় । চলতে -চলতে অধঃপতিত হলে আর কি হবে । যদিও ওখানে সুখে থাকবে কিন্তু পদ প্রাপ্তিতে প্রভেদ হবে না ! এখানে তো সবাই দুঃখী, ওখানে রাজা প্রজা সবাই সুখে থাকে । তবুও পদ তো উঁচু-ই নেওয়া উচিত, না ! পড়া ছেড়ে দিলে মাতা-পিতা বলবে তুমি তো এর উপযুক্তই নও । বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা নিতে নিতে কোনও বাচ্চা ক্লান্ত হয়ে পড়ে । চলতে চলতে মায়া এসে আক্রমণ করলে ফিরে চলে যায় । যেটুকু সঞ্চয় করেছিল তাও হারিয়ে ফেলে । কি হতে পারবে ? স্বর্গে যদিও বা যাবে কিন্তু একদম সাধারণ প্রজা রূপে । বাবা বলেন আমার হয়েও যদি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ো বা ট্রেটর (বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করো) হয়ে যাও, তবে প্রজার মধ্যেই চন্ডাল রূপে জন্ম নেবে । সবই প্রয়োজন, না ! স্বর্গের মালিক হতে হতে যদি কেউ পড়া ছেড়ে দেয় তবে তার মতো মহান মুখ দুনিয়াতে আর কেউ নেই । বাচ্চারা লেখে তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার । তোমারই কৃপায় স্বর্গের অনন্ত সুখ ভোগ করি । আমার প্রতি কৃপা কর । বাবা বলেন কৃপা করার কোনও ব্যাপার নেই । আমি শিক্ষক তোমাদের পড়াছি । পুরুষার্থ তোমাদেরই করতে হবে । ভালো মার্কস নিয়ে পাশ করতে হবে । আমি কি থোড়াই সবাইকে আশীর্বাদ করব বসে বসে ! তোমরা যোগযুক্ত হয়ে থাকো, অধিক শক্তি পেতে থাকবে । থোড়াই সিংহাসনে সবাই বসতে পারবে । একজন কি আরেক জনের মাথার উপর চড়ে বসবে? প্রধান ধর্ম হলো ৪ টি, শাস্ত্রও ৪ টি । তার মধ্যে প্রধান হলো গীতা । বাকি সব গীতার সন্তানাদি । বর্সা তো মাতা-পিতার থেকেই প্রাপ্তি হয় । এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । শুধু গীতা পড়লে থোড়াই রাজার রাজা হতে পারবে । বাবাও (ব্রহ্মা) গীতা পড়েছিলেন । কিন্তু গীতা পড়ে কিছুই হয়না । এসবই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র । তোমাদের পুরুষার্থ করে ১৬ কলা সম্পন্ন হতে হবে । এখন তো তোমাদের মধ্যে কোনও কলা নেই, কোনও গুণ নেই । তোমরা গেয়েও থাক আমি নির্গুণ আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই । নিজেকে নিজেই দোষারোপ করো... তারপর বলো আমাদের আবার ১৬ কলা সম্পন্ন বানাও । আমরা যা ছিলাম তাই বানাও । এখন তোমরা জানো বাবা সামনে এসে বোঝাচ্ছেন । ওরা তো নির্গুণ নামে একটি সংস্থাও বানিয়ে ফেলেছে । নির্গুণ নিরাকারের অর্থও জানেনা । শিবের তো আকার আছে । যার নাম আছে তার অস্তিত্বও অবশ্যই আছে না ! আত্মা এত সূক্ষ্ম অথচ তারও নাম আছে । ব্রহ্ম মহাত্ম যেকোনো আত্মা বাস করে, সেটাও তো নাম না ! নাম - রূপ হীন কিছুই হতে পারেনা । ভগবানকে বলে নাম -রূপ থেকে পৃথক, বলেই তারপর তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । এটা বলা কত বড় ভুল । মানুষ এসব বুঝবে তবেই তো নিশ্চয় (faith, বিশ্বাস, আস্থা) হবে । বলবে বাবা আমরা তোমাকে জেনেছি কল্প -কল্প ধরে তোমার কাছ থেকে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি করছি, যখন এমন নিশ্চয় হবে, তখনই ঈশ্বরীয় পার্ট পড়বে । এখান থেকে বাইরে বেড়িয়েই সব ভুলে যায় আর তাই সবার প্রথমেই লিখিয়ে নেওয়া উচিত - সত্যই, শিববাবা এসেছেন - রাজযোগ শেখাতে । কেউ আছে লিখে দেবার পরেও পড়েনা । ব্লাড দিয়েও কেউ লেখে কিন্তু আজ তারা নেই । মায়া কত প্রবল । বাবা বসে কত বোঝান, তোমাদের বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস তখনই হবে যখন তোমরা এই এই রকম ভাবে পত্র লিখবে । তোমাদের শক্তি সেনাতেও নম্বর অনুসারে আছে । কেউ চিফ কমান্ডার, কেউ ক্যাপ্টেন, কেউ বা মেজর । সিপাহীদের সাথে তাদের বোঝা বহনকারীও কেউ কেউ আছে । সবাই সেনা । বাবা তো পুরুষার্থ করাবেনই তাই না! প্রত্যেকেই পুরুষার্থ করতে করতে বুঝতে পারে -- রাজা - রানী হবে, না বিত্তবান প্রজায় যাবে, নাকি কোনও সাধারণ প্রজায় যাবে, না দাস-দাসী হবে । এটা বুঝতে পারা খুবই সহজ

ব্যাপার। সুতরাং প্রথমে প্রধান জিনিসটাকেই নেওয়া উচিত। বাবা মহারথীদের উদ্দেশ্যে কত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। সুতরাং বিহঙ্গ মার্গের সেবার জন্য চিন্তন চলা উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পড়াশোনায় ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। উচ্চ থেকে সুউচ্চ এই পড়াশোনা রোজ পড়তে হবে আর অন্যদেরও পড়াতে হবে।

২) বিহঙ্গ মার্গের সেবার জন্য যুক্তি খুঁজতে হবে। যোগে থেকে বাবার থেকে শক্তি নিতে হবে। কৃপা বা আশীর্বাদ প্রার্থনা নয়।

বরদানঃ:- বরদানের দিব্য পালনার দ্বারা সহজ এবং শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভবকারী সদা সৌভাগ্যবান ভব
বাপদাদা সঙ্গম যুগের সকল বাচ্চাদেরকে তিনটি সম্বন্ধে দ্বারা লালন পালন করে থাকেন। বাবার সম্বন্ধে
অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারের স্মৃতির দ্বারাপলনা, শিক্ষকের সম্বন্ধের দ্বারা পড়াশোনার পালনা এবং
সদ্ব্রূর সম্বন্ধের দ্বারা বরদানের অনুভূতির পালনা... একই সময়ে সবাই পাচ্ছে। এই দিব্য পালনার দ্বারা
সহজ আর শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করতে থাকো। পরিশ্রম আর কঠিন - এই শব্দ গুলি সমাপ্ত হয়ে গেলে
তখন বলবে অসীম সৌভাগ্য!

স্লোগানঃ:- বাবার সাথে সাথে সকল আর আত্মাদের স্নেহী হওয়াই হলো সত্যিকারের সৎ ভাবনা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মনে খুশীর বাজনা বাজা উচিত কেননা, অসীম জগতের বাবা তোমাদের অসীমিত অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন"

*প্রশ্নঃ - মায়া মানুষকে কোন্ ভ্রমে ভ্রমিত করেছে, যে কারণে তারা স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করে না?

*উত্তরঃ - মায়ার একশ' বছরের এই যে আড়ম্বর, এরোপ্তন, বিদ্যুৎ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও) ইত্যাদি যা যা আবিষ্কার হয়েছে, এই আড়ম্বর দেখে প্রতিটা মানুষ মনে করে যে, স্বর্গ তো এখানেই। ধন আছে, গাড়ি, বাড়ি আছে....ব্যস, আমাদের জন্য তো এখানেই স্বর্গ। এ হলো মায়ার সুখ যা ভ্রমিত করে। এর কারণেই তারা স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করে না।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...তুমিই ভাগ্য বিধাতা....

ওম্ শান্তি। এখন এ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, যারা এসেছিলেন তাদেরই মহিমা করা হয়। ভারতবাসীরা তো জানে না। বিদ্বান পন্ডিতরাও জানে না। জগৎ অম্বা অর্থাৎ জগতের মানুষকে রচনা করেন যিনি। তোমরা জানো যে, যাকে জগদম্বা বলা হয়, তিনি এখন বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন। ভক্তিমাগে তো এমনই গায়ন হয়ে এসেছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো অর্থাৎ জগৎ অম্বার পরিচয় পেয়েছো। জগদম্বার নামেই বিভিন্ন ধরনের অনেক চিত্র বানানো হয়েছে। বাস্তবে জগদম্বা হলেন একজন, তাঁকেই কালী বলা, সরস্বতী বলা, দুর্গা বলা, এই অনেক নাম রাখার কারণে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে। কালী কলকটে ওয়ালীও বলা হয়। বাস্তবে তো এমন চিত্র হয় না। বাবা বলেন এ সবই হলো ভক্তিমাগের সামগ্রী। যখন থেকে ভক্তিমাগ শুরু হয় তখন থেকে রাবণ রাজ্যও শুরু হয়। এ তো মানুষ জানেই না যে, রাবণ কে আর রাম কে, এ হলো বেহদের কাহিনী। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই রাম রাজ্য শুরু হয়। রাম অবশ্যই সুখ দেবেন, আর রাবণ অবশ্যই দুঃখ দেবে। ভারতে রাবণ রাজ্যকে শোক বাটিকা বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা সব এই সময় রাবণ রাজ্যে আছো। এ হল ভারতেরই মুখ্য কথা। রাবণ রাজ্যে তোমরা ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছো। রাম অর্থাৎ বেহদের বাবা হলেন সুখ প্রদানকারী। এই সময় সকল মানুষই আসুরী মতে চলছে। বাকি রাবণ কোনো ১০ শির বিশিষ্ট মানুষ নয়। এ হলো ৫ বিকার, যাকে রাবণ বলা হয়। শিববাবার মত হলো শ্রীমৎ। এখন তো সব আসুরিক সম্প্রদায়, তাই না! এ হলো অসীম জগতের কথা। তোমরা এই শ্রীমতে একুশ জন্মের সুখ পাও। আসুরিক মতে চলে তোমরা ৬৩ জন্ম দুঃখ পেয়েছো।

তোমরা জানো যে, এ রাবণ হলো বড়র থেকেও বড় শত্রু, যাকে মানুষ জ্বালাতে থাকে। মানুষ বোঝে না, রাবণকে অবশেষে কবে আমরা জ্বালানো বন্ধ করবো? ওরা বলে - এই রাবণকে জ্বালানো তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে। অবশ্যই এই রাবণ সবাইকে দুঃখ দিয়েছিলো, বিশেষ করে ভারতকে। তাহলে তো রাবণ বড় শত্রু হলো। এই বেহদের শত্রুকে কেউই জানে না। বেহদের বাবা এসে বেহদের সুখ প্রদান করেন। এমন সহজ কথাও কোনো বিদ্বান - পন্ডিত আদি জানে না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমাদের বেহদের বাবার থেকে সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। তবুও তোমরা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যাও। ভক্তিমাগে তোমরা ডেকে এসেছো - হে বাবা, ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো। আমি তো ক্ষমা করতেই থাকি। যে ভাবনায় তোমরা দেবতাদের পূজা করো, তারজন্য অল্পকালের সুখ তো আমি অবশ্যই দিই। আর কেউই তোমাদের সুখ দিতে পারে না। আমিই হলো সুখদাতা। ভক্তিমাগেও আমিই দিই। মানুষ বলে - গড ফাদার এই দিয়েছেন। ভগবানের জন্য বলে। তাহলে এমন কেন বলা, এই ধন অমুক সাধু দিয়েছেন। যেখানে সুখ প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবা। মানুষ গেয়েও থাকে - হে ভগবান, আমাদের দুঃখ দূর করো। তাহলে এমন কেন বলে, অমুক সাধু আমার এই দুঃখ দূর করেছেন, সন্তান দিয়েছেন। তারা মনে করে, ওদের কৃপায় সুখ পেয়েছি। ব্যবসায় লাভ হলে মনে করে, গুরুর কৃপা হয়েছে। লোকসান হলে কিন্তু বলে না, গুরু কৃপা করেন নি। বেচারী ভক্তরা না বুঝে যা মনে আসে তাই করে। যা শোনে তাই অনুসরণ করতে থাকে। এ হলো ড্রামা।

বাবা এখন এসে তোমাদের আপন করে নিয়েছেন। বাবার সঙ্গে ভালোবাসা রাখতেও মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। একদম মুখ ঘুরিয়ে দেয়। ২১ জন্মের সুখ প্রদানকারী বাবার থেকে তালোক দিয়ে দেয়। বাবা বোঝান যে, ভক্তিমাগ আর জ্ঞান মাগের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। ভক্তি করতে করতে যখন কাঙ্গাল হয়ে যায়, তখন বাবা এসে জ্ঞান দিয়ে ২১

জন্মের জন্য তোমাদের ভাগ্যবান করে দেন । ওই ভক্তি তো তোমরা জন্মে - জন্মে করতে থেকেছো, এরজন্য অল্পকালের সুখ পাওয়া যায় । দুঃখ তো অনেকই । বাবা বলেন যে - আমি এসেছি তোমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফেরত দিতে । এ তো বেহদের কথা । বাকি আর কোনো কথা নেই । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ আদি নির্বিকারী দেবতা ছিলেন । তাঁদের মহলে কতো না হীরে - জহরত থাকবে । তোমরা ভবিষ্যতে অনেককিছু দেখবে । যত নিকটে যেতে থাকবে ততই স্বর্গের সীল দেখতে থাকবে । কতো বড় বড় দরবার হবে । দরজা - জানালার উপর সোনা, হীরে, জহরতের কত সুন্দর শৃঙ্গার থাকবে । বাস্, এই রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে । যে বৈকুণ্ঠ তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো, তা অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেখবে । যে বিনাশ তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো তাও প্রত্যক্ষভাবে দেখবে । তোমাদের ভিতর তো খুশীর বাজনা বাজা উচিত । আমরা বেহদের বাবার থেকে অসীমিত অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষি । এই চিত্র তো সঠিক নয় । সেইসব তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো । ওখানে গিয়ে রাস আদি করো । কতো চিত্র আদি বানাতে । যা কিছু বাবা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়েছেন তা আবার প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই হবে । তোমরা জানো যে, এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । তোমরা এখানে বসে আছো শ্রীমতে স্বরাজ্য নেওয়ার পুরুষার্থ করার জন্য । কোথায় ওই ভক্তিমার্গ আর কোথায় এই জ্ঞানমার্গ । এখানে ভারতের হাল দেখো কি হয়েছে - খাওয়ার জন্য অল্প নেই অথচ বড় বড় প্ল্যান বানাচ্ছে । সময় তো খুব অল্পই আছে । ওদের প্ল্যান আর তোমাদের প্ল্যান দেখো কেমন ? এই কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই । রামায়ণ ইত্যাদিতে কতো কাহিনী লিখে দিয়েছে কিন্তু এমন তো হয় না । তাহলে রাবণকে কেন প্রতি বছর জ্বালানো হয় । রাবণকে জ্বালালে তাহলে তো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত । ভক্তিমার্গের আমদানী কেমন আর জ্ঞানমার্গের আমদানী কেমন ! বাবা একদম ভান্ডার ভরে দেন । এরজন্য পরিশ্রম আছে । অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । গায়নও আছে যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করবে । অমৃতের নামে অমৃতসরে একটি পুকুর বানিয়ে দিয়েছে । মানুষ সেই পুকুরে ডুব দেয় । মানস সরোবর নামেরও একটি পুকুর বানিয়ে দিয়েছে । মানসসরোবরের অর্থও কেউ বোঝে না । মানস সরোবর অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর, মানুষের তনে এসে এই জ্ঞান শোনান । মানুষ বসে কতো কথা ইত্যাদি বানিয়েছে । সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি হল গীতা -- তাতে আবার কৃষ্ণ উবাচঃ লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণের জন্য আবার কতো কথা লিখে দিয়েছে । সর্প দংশন করেছিলো, কৃষ্ণ স্ত্রীদের ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো -- কতো মিথ্যা কলঙ্ক লিখে দিয়েছে । এখন তোমরা বোঝাতে পারো । কৃষ্ণের তো ব্যাপারই নেই । এ তো ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা বসে সমস্ত বেদ শাস্ত্রগ্রন্থের সার বলে দেন । এক নম্বর হলো শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র একটাই, তার খন্ডন করে দিয়েছে, তাই বাকি যা বেদ শাস্ত্র বাচ্চা আছে সব খন্ডন হয়ে গেছে ।

বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান তবুও চলতে চলতে মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে, ধারণা করে না । এ হলো যুদ্ধস্থল । তোমরা হলে সেই বাচ্চা যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে । গীতা ইত্যাদিতে তো এমন কোনো কথা লেখা নেই । তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, ব্রহ্মার দ্বারা যন্ত রচনা করা হয়েছে । রুদ্র জ্ঞান যন্ত তো বরাবরই আছে, তাহলে যুদ্ধের ময়দান কোথা থেকে এলো ? গায়নও আছে যে, রাজস্ব অশ্বমেধ যন্ত । এই যে রথ, তা আমরা বলি দিই । ওরা আবার দক্ষ প্রজাপতির যন্ত রচনা করে ঘোড়ার উপর বসে স্বাহা করে । কি কি সব লিখে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন সেখানে অবশ্যই খুব অল্প মানুষই থাকবে । দেবী - দেবতারা অল্প ছিলো । যমুনার উপকণ্ঠে অবশ্যই রাজ্য হবে । কেবল দেবী - দেবতারা রাজ্য করবে । সেখানে তো গরম থাকবেই না যে কাশ্মীর, সিমলা ইত্যাদিতে যেতে হবে । তত্ত্বও সম্পূর্ণ সত্যপ্রধান হয়ে যায় । এও যারা বোঝার তারাই বুঝবে । সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয় আর কলিযুগকে বলা হয় নরক । দ্বাপরকে এত নরক বলবে না । ত্রেতাতেও দুই কলা কম হয়ে যায় । সবথেকে বেশী সুখ আছে স্বর্গে । বলা হয়, অমুকে স্বর্গে গেছেন । তারা কিন্তু স্বর্গের অর্থ বোঝে না । স্বর্গবাসী যখন হয়েছেন তখন অবশ্যই নরকে ছিলেন । প্রত্যেক মানুষই এখন নরকে আছে । বাবা এখন তোমাদের অসীমিত রাজ্য দিচ্ছেন । ওখানে তো সবকিছুই তোমাদের থাকবে । তোমাদের পৃথিবী, তোমাদের আকাশ..... তোমরা অটল, অখন্ড, শান্তিময় রাজ্য করবে । দুঃখের নামই থাকবে না সেখানে । তাই তারজন্য কতটা পুরুষার্থ করা উচিত । বাচ্চাদের অবস্থা কেমন । তারা জানেও, আমাদের মা - বাবা খুব ভালো পুরুষার্থ করেন, তাহলে আমরাও কেন পুরুষার্থ করে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো না ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, পরিশ্রান্ত হয়ে না, শ্রীমতে চলতে থাকো । শ্রীমতকে কখনোই ভুলে যেও না । এতে খুব বড় সাবধানতার প্রয়োজন । যা কিছুই করো, জিজ্ঞেস করো - বাবা, আমরা এ নিয়ে দ্বিধায় আছি, এই কাজ করলে আমাদের পাপ লাগবে না তো? বাবা কখনোই কারোর থেকে নেন না । ভক্তিমার্গেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলে পরিবর্তে আবার নেয়ও । শিববাবা নিয়ে কি করবেন, তিনি তো কোনো মহল বানাবেন না । সবকিছুই তিনি বাচ্চাদের জন্য করেন । তিনি বাড়িও যে বানান তা ভবিষ্যতে তোমাদের থাকার জন্য । তোমাদের স্মরণে মন্দিরও এখানে আছে । তোমরাও এখানে বসে আছো । যারা সেবাপরায়ণ বাচ্চা তারা ভবিষ্যতে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে । এখানে বসেই স্বর্গে চক্রে

লাগাতে থাকবে। তারপর সেখানে গিয়ে মহল বানাবে। মহলের তো কম্পিটিশন হয়, তাই না! এখন দেখো একশ বছরে কতো বানানো হয়েছে। ভারতকে যেন স্বর্গের মতো বানিয়ে দিয়েছে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারো, ওখানে একশ বছরে কি না হবে। সাইন্সের সমস্ত কিছুই তোমাদের ওখানে কাজে আসবে। সাইন্সের সুখ হলো সেখানে। এখানে তো দুঃখ। সাইন্সের জন্য মানুষ কতো পরিশ্রম করে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, এ হলো নিজেদের বড়াই, অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ, এ হলো মায়ার আড়ম্বর। এখন মানুষ এরোপ্লেন, রকেট ইত্যাদিতে যায়। পূর্বে এইসব সাধন ছিলো না। বিদ্যুৎ ইত্যাদিও ছিলো না। এ সবই হলো মায়ার সুখ যা মানুষকে ভ্রমিত করে। মানুষ মনে করে - ব্যস্, এখানেই স্বর্গ। বিমান আদি তো স্বর্গেই ছিলো, তাই এও স্বর্গ। এ কথা বুঝতে পারে না যে, স্বর্গের জন্য এখন তৈরী হচ্ছে। তারা মনে করে, ধন আছে, মহল আছে, ব্যস্ আমাদের জন্য এখানেই স্বর্গ। আচ্ছা, তোমাদের ভাগ্যে এই স্বর্গ। আমাদের তো পরিশ্রম করে সত্যিকারের স্বর্গে যেতে হবে, যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। পুরুষার্থে টিলেমি দিও না। গৃহস্থ জীবনে থেকে পুরুষার্থ করতে হবে। সার্ভিস করতে হবে। নিজেরা পবিত্র হয়ে তারপর তোমাদের আত্মীয় পরিজনদেরকে যোগ্য বানাও, বাবার মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাও। বাবা, দুইজন বাবার পয়েন্ট খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। অবিনাশী উত্তরাধিকার কিন্তু পাওয়া যায় এক বাবার থেকেই। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পুরুষার্থে কখনোই ক্লান্ত হবে না। অনেক সাবধানের সঙ্গে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। দ্বিধাগ্রস্ত হবে না।

২) কোনো রকমের পাপ কর্ম করবে না। সত্যিকারের স্বর্গে যাওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে আর পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ-

নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে লৌকিকে অলৌকিক ভাবনা রেখে থাকা ডবল সেবাধারী ট্রাস্টি ভব
কোনো কোনো বাচ্চা সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, মনে করে ভাবে এ তো কখনো বদলাবে না।
কখনো এইরকম হতাশাগ্রস্ত হবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে 'আমার' ভাবের সম্বন্ধের থেকে পৃথক হয়ে চলতে থাকো। কোনো কোনো আত্মার ভক্তির হিসাব মিটেতে একটু সময় লাগে, সেইজন্য ধৈর্য ধরে, সাক্ষী ভাবের স্মৃতিতে স্থিত হয়ে, শান্ত আর শক্তির সহযোগ আত্মাদেরকে দিতে থাকো। লৌকিকে অলৌকিক ভাবনা রাখো। ডবল সেবাধারী ট্রাস্টি হও।

স্লোগানঃ-

নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বাসুমণ্ডলকে শ্রেষ্ঠ বানানো এটাই হলো সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের সার্ভিস করার জন্য তোমাদের বুদ্ধি চলা উচিত। এমন বিশাল ঘড়ি তৈরি করো যার কাঁটায় রেডিয়াম লাগানো থাকবে এবং যা দূর থেকে জ্বলজ্বল করবে"

*প্রশ্ন:- সার্ভিসের বুদ্ধির জন্য কোন্ যুক্তি রচনা করা উচিত?

*উত্তর:- যারা মহারথী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী বাচ্চা, তাদেরকে নিজেদের সেন্টারে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। মহারথী বাচ্চারা বারংবার সেন্টারে এলে সার্ভিসে বুদ্ধি হবে। এতে এমন ভাবা উচিত নয় যে আমাদের মান কমে যাবে। বাচ্চাদের কখনও দেহ-অভিমান অনুভব হওয়া উচিত নয়। মহারথীদের যথেষ্ট রিগার্ড রাখা উচিত।

*গীত:- এই সময় চলে যাচ্ছে....

ওম শান্তি । ঘড়ি শব্দটি শুনলে অনন্তের ঘড়ির (সময়ের) কথা স্মরণে আসে। এ হলো বেহদের ঘড়ি, এর মধ্যে সবটাই হলো বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। ঐ ঘড়িরও বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা আছে। সেকেন্ডের বড় কাঁটা চলতে থাকে। এখন রাত ১২ টা বেজেছে অর্থাৎ রাত পুরো হয়ে দিন শুরু হবে। এই বেহদের ঘড়ি কত বিশাল হওয়া উচিত। এতে যে কাঁটা বানানো হয় তাতে রেডিয়ামও দেওয়া উচিত, যাতে দূর থেকে জ্বলজ্বল করবে। ঘড়ি তো নিজেই বুম্বিয়ে দেয়। নতুন কেউ যখন আসবে তখন এসে এই ঘড়ি দেখবে। বুদ্ধিও বলে অবশ্যই ঘরির কাঁটা শেষ সময়ে এসে পৌঁছেছে। সবাই বুঝবে বিনাশ তো অবশ্যই হওয়া উচিত। তারপরে আছে সত্যযুগের আদি কাল। সত্যযুগে খুব কম সংখ্যায় আত্মারা থাকে। অর্থাৎ এত সব আত্মারা নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। চিত্র দ্বারা বুঝতে পারা খুবই সহজ। এমন ঘড়ি যদি কেউ বানায় তো অনেকেই কিনে রাখবে ঘরে। এই বিষয়েই বোঝাতে হবে। এ হল কলিযুগী ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। অনেক ধর্মও আছে। বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) হবে। এবারে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি সত্যযুগের বাদশাহী প্রাপ্ত করেন কিভাবে? অবশ্যই বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। পতিত-পাবন আসেন পতিত দুনিয়ায়, সঙ্গমে। পাবন দুনিয়ায় তো বাবাকে আসতে হবে, তাই না! এই কথাটা সৃষ্টিচক্রের বিষয়ে বোঝানোর ক্ষেত্রে খুব ফার্স্ট ক্লাস কথা আর এই বিষয়ে কাউকে বোঝানোও খুব সহজ ব্যাপার। যদি কারো অনেক অর্থ থাকে তারা তো আর্টিস্টকে অর্ডার দিয়ে চটপট জিনিস তৈরি করাতে পারে। গভর্নমেন্টের কাজ তো সহজেই হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তো অতি কষ্টে হয়। কোনো ভালো আর্টিস্ট চিত্র বানাতে সেই চিত্র শোভনীয়ও হবে। আজকাল আর্টের অনেক মান। ডাম্পের আর্ট দেখানো হয়, তারা ভাবে আগে এমন ডাম্প হত। কিন্তু এমন কিছু নয়। অতএব এই বেহদের ঘড়ি চটপট তৈরি করা উচিত। যাতে মানুষ ভালো ভাবে বুঝতে পারে। কালারও যেন এমন হয় যা উজ্জ্বল হবে। পতিত-পাবন কোনো মানুষ তো হতে পারে না। মানুষ পতিত হয় বলেই তখনই তো গায়ন করে। পবিত্র দুনিয়া হল স্বর্গ। মানুষ তো বোঝেনা যে কৃষ্ণ-ই হয় শ্যাম বর্ণ, পরে সুন্দর হয়, তাই নাম দেওয়া হয়েছে শ্যাম-সুন্দর। আমরাও প্রথমে বুঝতাম না, এখন বুদ্ধিতে বসেছে যে কাম চিতায় বসলে কালো হয় অর্থাৎ আত্মা পতিত হয়। এইসবও স্পষ্ট করে লিখতে হবে। উত্তরাধিকার প্রদান করেন পরম পিতা পরমাত্মা এবং অভিশাপ দেয় রাবণ। মানুষের বুদ্ধি চলে যায় রঘুপতি রাঘব রাজা রামের দিকে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে রাম তো হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। এইসব বুদ্ধি খাটিয়ে চিত্র বানানো উচিত কারণ আজকাল তো নিজেকেই সবাই ভগবান বলে থাকে। তোমরা জানো বাবা তো হলেন একজন-ই। বাকি আমরা সবাই হলাম আত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে পরমধামে গিয়ে বাস করব। সেই সময় বাবাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তারপরে বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের আমি বিশ্বের মালিক করি। সে যত বড় রাজাই হোক, কেউ এমন বলবে না যে আমরা হলাম বিশ্বের মালিক। বাবা তো বিশ্বের মালিক করছেন। অতএব এমন মাতা পিতার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা উচিত। ঔনার শ্রীমৎ হল সুপ্রসিদ্ধ। সেই মতানুসারে চলতে চলতে শেষের দিকে শ্রীমতের পুরোপুরি পালন করে। এখনই যদি শ্রীমতের পুরো পালন করবে তাহলে তো শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে, কত বুদ্ধি খাটাতে হয়। যতক্ষণ যন্ত আছে ততক্ষণ পুরুষার্থ চলবে।

এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্ত। তারাও রুদ্র যন্ত করে শান্তি স্থাপনের জন্য। কিন্তু শান্তি তো স্থাপন হয় না। বাবার যন্তই হল একমাত্র যন্ত, যাতে সর্ব সামগ্রী স্বাহা হয়ে যায় এবং সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। তারা কত যন্ত করে, লাভ কিছু হয়না। তোমরা বাচ্চারা হলে নন ভায়োলেঞ্চ। পবিত্রতা ব্যতীত কেউ স্বর্গে যেতে পারেনা। এখন হল শেষ সময়। পতিত দুনিয়া, ভ্রষ্টাচারী রাবণের দুনিয়া, ১০০ শতাংশ অপবিত্রতা, দুঃখী, রুগী.... এইসব লিখতে হয় আর অন্য দিকে স্বর্গে হল

শ্রেষ্ঠাচারী, ১০০% শতাংশ পবিত্রতা-সুখ-শান্তি-নিরোগী। সেটা হল রাবণের অভিষেক, এ হলো শিববার বর্ষা - পুরো লেখা উচিত। ভারত অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তারপরে অমুক সময় থেকে ব্রহ্মাচারী হয়েছে। এমন লেখা উচিত যাতে দেখলেই বুঝতে পারে। বোঝালে বুদ্ধিতে নেশা বাড়বে। এই ধাক্কাতে থাকলে প্র্যাক্টিস হয়ে যাবে। ঐ সার্ভিস ৮ ঘন্টা করা হয় তো এই সার্ভিসও ৮ ঘন্টা করা উচিত। সেন্টারে যে কন্যারা আছে সকলে হলো নম্বরক্রমিক। কারো সার্ভিসের শখ আছে। সব দিকে ছোটো। কেউ আবার এক জায়গায় আরামে বসে থাকে, তাদের অলরাউন্ডার বলা হবেনা। মহারথীদেরকে উপযুক্ত মনে করে না, ফলে সার্ভিস স্লো হয়ে যায়। অনেকেরই নিজের অনেক অনেক অহংকার থাকে। আমার মান হোক, অন্য কেউ এলে আমার মান কমে যাবে। এ কথা ভাবে না যে মহারথী তো সাহায্যই করবে। নিজের অহংকার থাকে, এমন বোকাও হয়। বাবা বলেন সত্য হৃদয় থাকলে সাহেব রাজি হন। বাবার কাছে থবর তো আসে তাইনা। বাবা প্রত্যেকের নাড়ি বোঝেন। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) হলেন অনুভাবী।

অতএব এই গোলকের বিষয়টি বোঝানোর জন্য ভালো। তোমরা এই বিষয়টিকে খুব সুন্দর ভাবে বোঝাতে পারলে তোমাদের বিহঙ্গ মার্গের সেবাও ভালো হবে। এখন তো পিপীলিকা মার্গের সার্ভিস হচ্ছে। নিজের দেহ-অভিমাণে থাকে, তাই বুদ্ধি চলেনা। এখন এ হলো বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বুদ্ধি চলতে থাকবে - কি কি তৈরি করা উচিত। চিত্র দিয়ে বোঝানো খুব সহজ। এখন হল কলিযুগ, সত্যযুগ স্থাপন হয়। বাবা-ই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সেখানে আছে সুখ, এখানে আছে দুঃখ। সবাই পতিত। পতিত মানুষ কাউকেই মুক্তি-জীবনমুক্তি দিতে পারেনা। এরা সবাই হল ভক্তি মার্গের ব্যবসা প্রশিক্ষণ দাতা। গুরু হল ভক্তি মার্গের। জ্ঞান মার্গের কোনো গুরু নেই। এখানে তো কত পরিশ্রম করতে হয়। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করা জাদুর খেলা নয় ! তাই ওঁনাকে জাদুকরও বলা হয়। কৃষ্ণকে কখনও জাদুকর বলা হবেনা। কৃষ্ণকেও শ্যাম থেকে সুন্দর করেন বাবা। বোঝানোর জন্যে খুব নেশা থাকা চাই। সেবার জন্য বাইরে যাওয়া উচিত। গরীবরা ভালো জ্ঞান অর্জন করে। ধনীদেব থেকে আশা কম থাকে। ১০০ জন গরীবের তুলনায় দু' একজন ধনী ব্যক্তি, তো ৫-৭ জন সাধারণ থাকবে। এইভাবেই কাজ হয়। ধনের এত প্রয়োজন নেই, গভর্নেন্ট দেখো কত বারুদ তৈরি করেছে। দুজনেই বুঝতে পারে বিনাশ হবে, আমরা বিনাশ হবো, তখন শিকারী কে হবে? গল্প আছে না - দুই বেড়ালের লড়াইয়ে মাখন বানর খায়। কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়েছে। এ হলো স্বর্গ রূপী মাখন। এইসব কথা খুব কম সংখ্যক আত্মাই বুঝতে পারবে। এখানে ২০-২৫ বছর থেকেও অনেকে কিছুই বুঝতে পারেনা। যখন প্রথম ভাঙি হয়েছিল, কতো এসেছিল, কতজন চলে গেছে। কেউ আবার স্থায়ীভাবে আছে। ড্রামায় কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। এখনও সেইসব হচ্ছে। চিত্র সাইজে যত বড় হবে ততই বোঝানো সহজ হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও দরকার। কল্প বৃক্ষের চিত্র দেখে বোঝা যায় ভক্তি কাল্ট কবে শুরু হয়। ব্রহ্মার রাত দুই যুগ তারপর ব্রহ্মার দিন দুই যুগ। মানুষ তো বোঝে না, তারপর বলে ব্রহ্মা তো সূক্ষ্ম বতনে থাকেন। কিন্তু প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানে থাকবেন। অনেক গুট রহস্য আছে যা শাস্ত্রে তো থাকতে পারেনা। মানুষ তো সবই উল্টো চিত্র দেখেছে, উল্টো জ্ঞান শুনেছে। ব্রহ্মাকে বহু ভূজা দিয়েছে। এইসব যত শাস্ত্র ইত্যাদি আছে সেসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এই সব কবে থেকে শুরু হয়েছে, দুনিয়ার মানুষ তা জানেনা। মানুষ কত ভক্তি করে, ভাবে ভক্তি ছাড়া ভগবানকে পাওয়া যায়না। যখন সম্পূর্ণ দুর্গতি হবে তখনই তো ভগবানকে পাবে সদগতির জন্যে। এই হিসেব নিকেশ তোমরা জানো। অর্ধকল্প থেকে ভক্তি শুরু হয়। বাবা বলেন - এই বেদ, উপনিষদ, যজ্ঞ-তপ ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। এইসব শেষ হয়ে যাবে। সবাইকে কালো হতে হবে তবেই তো ফর্সা করতে বাবাকে আসতে হয়। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, যুগে-যুগে নয়। আমার কুর্ম অবতার, মৎস্য অবতার, পরশুরাম অবতার ইত্যাদি ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে। এ সব যদি ভগবানের অবতার হয়, তাহলে নুড়িতে পাথরে ভগবান কিভাবে থাকতে পারেন। মানুষ কতখানি অবুঝ হয়ে গেছে। বাবা এসে কত বুঝদার করেছেন। সেই বাবার মহিমা বর্ণনাও করতে হয় - পরম পিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। কৃষ্ণের এমন মহিমা হতে পারেনা। কৃষ্ণের ভক্তরা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলে যে তিনি হলেন সর্বব্যাপী। কতজন আকৃষ্ট হয়। সেখান থেকে বের করে বাবার পরিচয় দিতে হবে সব আত্মারা হল ভাই-ভাই, সবাই ফাদার হতে পারেনা, তাহলে স্মরণ করা হয় কাকে? গড ফাদারকে বাচ্চারা স্মরণ করে, যারা বোঝাবে, তাদের বুদ্ধিও অসীম হওয়া দরকার। বাচ্চাদের বুদ্ধি পার্থিব জগতে আটকে যায়। এক জায়গায় বসে যায়। যারা বিজনেসম্যান হয় তারা বড় বড় ব্রাঞ্চ খুলে দেয়। যে যত সেন্টার খোলে সে ততই ভালো ম্যানেজার। তারপর সেন্টারের উপরেও নির্ভর করে। এ হল অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দোকান। কার ? জ্ঞান সাগরের। কৃষ্ণের এই জ্ঞান তো ছিলনা, না সেই সময় কোনো যুদ্ধ হয়েছিল। পয়েন্ট তো অনেক আছে, যা ধারণ করে বোঝাতে হবে। সভায় চিত্র রাখো যাতে সবাই দেখতে পারে। ঘড়ির চিত্র খুব ভালো। এই চক্রকে জানলে চক্রবর্তী রাজা হবে। স্ব দর্শন চক্রধারী হতে হবে। ঘড়ির বিষয়ে বোঝানো খুবই সহজ। অনেক পুরানো বাচ্চারাও যোগ্য হয়না। নিজেকে জ্ঞানযুক্ত ভেবে মিথ্যাই খুশি হয়। সার্ভিস না করলে কে দানী ভাবে? দানও করতে হবে মোহরের, নাকি পাই পয়সার ? এই চিত্র হল অন্ধের দর্পণ। দর্পণে

নিজের মুখ দর্শন করবে। প্রথমে বানর মুখ ছিল, এখন মন্দির সম চেহারা হচ্ছে। মন্দিরে বাস করার মতন যোগ্য হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এ হল পতিত দুনিয়া, ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া, যা শিববাবা স্থাপন করছেন। যে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবেনা তাদের বুদ্ধিতে কখনোই ধারণা হতে পারেনা। বাবা বলেন প্রতিদিন তোমাদের গুট কথা শোনাই ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি হতে থাকবে।

কেউ আবার প্রশ্ন করে - আট বাদশাহী কিভাবে চলবে? এই হিসাব অনুযায়ী এত গুলি বাদশাহী হওয়া উচিত। বাবা বলেন তোমরা এইসব কথায় কেন মাথা ঘামাও ? প্রথমে বাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে তো স্মরণ করো। ওখানকার যা আদব কায়দা থাকবে সেইরূপ চলবে। যে নিয়মে সন্তান জন্ম হওয়ার থাকবে সেই নিয়মে জন্ম হবে। তোমরা কেন চিন্তা করো? বিকারের কথা মুখে কেন আনো? এই চিত্র কাউকে উপহার দেওয়া খুব ভালো কথা। এ হল গড ফাদারলি গিস্ট। এমন গড ফাদারলি গিস্ট সবাই নেবে। খ্রীস্টানরা অন্য কারো লিটারেচার ইত্যাদি নেয়না, তাদের নিজের ধর্মের নেশা থাকে। বাবা তো বলেন দেবতা ধর্ম হল সবচেয়ে উঁচুতে। তারা ভাবে এই খ্রীস্টানদের থেকে আমরা অনেক টাকা পয়সা পাই। কিন্তু এসব তো হল জ্ঞানের কথা। যারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে তারা-ই বাবার অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন যে মাতা-পিতা তাঁর কাছে অন্তর থেকে সমর্পিত হতে হবে। ওঁনার শ্রীমৎ অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে।

২) নিজের মনে সদা সততা রাখতে হবে। অহংকার ভাব আনবে না। মোহর দান করতে হবে। জ্ঞান দানে মহারথী হতে হবে। ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় সেবা অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ- সর্ব প্রাপ্তির অনুভূতির দ্বারা মায়াকে বিদায় দিয়ে অভিনন্দন প্রাপ্তকারী ভাগ্যবান আত্মা ভব যার সাথী হলেন সর্বশক্তিমান বাবা, তার সর্বদাই সর্ব প্রাপ্তি হতে থাকে। তার সামনে কখনও কোনো প্রকারের মায়া আসতে পারবে না। যারা প্রাপ্তির অনুভূতিতে থেকে মায়াকে বিদায় দিয়ে দেয়, তারা বাপদাদার দ্বারা সর্বদাই অভিনন্দিত হয় । তো সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে (আত্মাদেরকে) অভিনন্দন জানাচ্ছেন, যেটা কোনওদিন ভাবিনি, সেটা পেয়ে গেছি, বাবাকে পেয়ে গেছি, সবকিছু পেয়ে গেছি - এইরকম ভাগ্যবান আত্মা হয়েছে!

স্লোগানঃ- স্বচিন্তন আর প্রভুচিন্তন করো তো ব্যর্থ চিন্তন স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“সত্যতার ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা আর লক্ষণ হলো - আচার-আচরণ এবং চেহারা দিব্যতা”

আজ সত্য-বাবা, সত্য-শিক্ষক, সঙ্গুরু চতুর্দিকের সত্যতার শক্তিস্বরূপ আপন বাচ্চাদের দেখছেন। সত্যতার ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা। তাছাড়া, সত্যতার প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ চেহারা এবং আচার-আচরণে দিব্যতা থাকবে। দুনিয়াতেও অনেক আত্মা নিজের সত্যবাদী বলে বা সেরকমই মনে করে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যতা পবিত্রতার আধারে হয়ে থাকে। পবিত্রতা যদি না থাকে তবে সত্যতা সदा থাকতে পারে না। তাহলে, তোমাদের সকলের ফাউন্ডেশন কী? পবিত্রতা। সুতরাং পবিত্রতার আধারে সত্যতার স্বরূপ আপনা থেকেই হয় এবং সदा সহজ হয়। সত্যতা কেবল সত্য বলা, যথার্থ করাকেই বলে না, সবচাইতে প্রথম সত্য কিন্তু যার দ্বারা তোমার পবিত্রতার কিংবা সত্যতার শক্তি এসেছে, সুতরাং প্রথম বিষয় হলো নিজের সত্য স্বরূপকে জানা, আমি আত্মা – এই সত্য স্বরূপ প্রথমে তোমাদের জানা ছিল না। প্রথম সত্য কিন্তু নিজের স্বরূপকে জানা। আমি অমুক, বডির হিসাবে এটা সত্য স্বরূপ ছিল? সত্য স্বরূপ হলো প্রথমে স্ব-এর স্বরূপ আর তারপরে বাবার সত্য পরিচয় জানা। ভালো করে নিজের সত্য স্বরূপ আর বাবার সত্য পরিচয় জেনে নিয়েছো? তৃতীয় বিষয় – এই সৃষ্টি চক্রকেও সত্য স্বরূপের দ্বারা জানা। এই চক্র কি আর এতে আমার পার্ট কি! তাহলে, নিজের পার্ট ভালো করে স্পষ্টরূপে জেনে নিয়েছ? তো তোমার পার্ট ভালো রয়েছে, তাই না? সঙ্গমযুগের পার্ট সবচাইতে ভালো বলবে। কিন্তু সম্পূর্ণ চক্রে বিশ্বের আত্মাদের থেকে তোমরা সব দেব আত্মার পার্টও শ্রেষ্ঠ। হতে পারে ধর্ম আত্মারা, মহান আত্মারা পার্ট প্লে করে কিন্তু তারা আত্মা এবং শরীর উভয়তঃ পবিত্র নয়। আর তোমরা দেব আত্মারা শরীর এবং আত্মা উভয়তঃ পবিত্র, যা সারা কল্পে আর কোনো আত্মা এরকম নেই। তাইতো তোমরা আত্মারা ব্যতীত পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ ফাউন্ডেশন অন্য কোনও আত্মার নেই। দেব আত্মার পার্ট তোমাদের স্মরণে আছে? পাণ্ডবদের স্মরণে আছে? দেব আত্মার পবিত্রতা ন্যাচারাল রূপে থেকেছে। মহান আত্মারা, আত্মাদের পবিত্র বানায় কিন্তু অনেক পুরুষার্থের আধারে, তা' ন্যাচারাল নয়। না ন্যাচারাল, না নেচার রূপে। আর অর্ধেক কল্প তোমাদের পবিত্রতার জীবন ন্যাচারালও আর নেচারও। ওখানে কোনো পুরুষার্থ থাকে না। এখানের পুরুষার্থ ওখানে ন্যাচারাল হয়ে যায়। কেননা, ওখানে অপবিত্রতার লেশমাত্র নেই, জানাই নেই যে অপবিত্রতাও হয়! সেইজন্য তোমাদের পবিত্রতার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ দেবতা অর্থাৎ দিব্যতার। এই সময় দুনিয়ার লোকে যতই নিজেকে সত্যবান মনে করুক না কেন, কিন্তু স্ব-এর স্বরূপের সত্যতাই জানে না। বাবার সত্য পরিচয়ই জানে না। সুতরাং সম্পূর্ণ সত্য স্বরূপ বলা যাবে না। তোমাদের মধ্যেও সত্যতার শক্তি সदा তখনই থাকবে যখন নিজের এবং বাবার সত্য স্বরূপের স্মৃতি থাকবে, তখন আপনা থেকেই সব সঙ্কল্পও তোমাদের সত্য হবে। এখন, তোমরা কখনো ভুলেও যাও, বডি কন্সাস হয়ে যাও, তখন তোমাদের সঙ্কল্প সदा যে সত্যতার শক্তি অথবা পবিত্রতার শক্তিতে ভরপুর থাকবে তা' সदा হয় না। সदा থাকে নাকি ব্যর্থও থাকে? তবে কী ব্যর্থকে সত্য বলবে? মিথ্যা তো বলেইনি তাহলে সত্য কেন নয়? যদি কেউ এটা ভেবে বসে যে, আমি কখনও মিথ্যা বলি না, সदा সত্য বলি - সত্যতার পরখ কিন্তু সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ-সম্পর্ক সবকিছুতে দিব্যতার অনুভব হবে। সত্য বলছে, কিন্তু দিব্যতা নেই, তোমরা দেখো তো না - অনেকে বারবার বলবে আমি সত্যি বলি, আমি সত্যি বলি। আমি সदा একেবারে ঠিক, কিন্তু বোলে, কর্মে যদি দিব্যতা না থাকে তবে তোমার সত্যি, অন্যদের সত্যি মনে হবে না। তারা এটাই ভাবে এ' নিজেকে খাঁটি প্রমাণ করছে, কিন্তু বোধ হচ্ছে না এ' যথার্থ। সত্যকে প্রমাণ করার জন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। যদি তুমি জেদের বশে সত্যকে প্রমাণ করতে চাও তবে সেই দিব্যতা দেখা যাবে না। এটা মামুলি ধরন, যা দুনিয়াতেও করে থাকে। তাছাড়া, বাপদাদা একটা স্লোগানে সত্যের লক্ষণ বলেন - সাকার বাবার দ্বারাও তোমরা শুনেছো যে, সত্য হবে তা' কীভাবে প্রতীয়মান হবে! যেখানে সত্য থাকবে আত্মা নৃত্য করবে সেখানে। সदा খুশিতে নাচতে থাকবে। যখন জেদ বশতঃ প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তখন নিজের কিংবা অন্যের চেহারা নোট করবে তো সেটা খুশির হলেও কিছুটা ভাবনার আর কিছুটা উদাসীনতার হবে। নাচের হবে না। যেখানে সত্যতা সেখানে মন খুশিতে নেচে ওঠে, নির্মলচিত্ত খুশিতে নাচে। তাইতো, মন খুশিতে থাকলে জীবনে দিন হোক বা রাত সবই ভালো লাগে। আর সত্যের সঙ্গে সামান্যতম অসত্য যদি মিশ্র থাকে তবে সেই সময় জীবন এতটা ভালোও লাগে না। সুতরাং সত্যতার অর্থই হলো সত্য স্বরূপে স্থিত হয়ে, হয় সঙ্কল্প বা বোল অথবা কর্ম করা।

আজকাল দুনিয়ার লোকে তো পরিষ্কার বলে যে, আজকাল সত্যনিষ্ঠ লোকেদের চলাই কঠিন, মিথ্যা বলতেই হবে। কিন্তু অনেক সময়ই অনেক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ আত্মারাও মুখে বলে না কিন্তু ভিতরে তারা বোঝে যে কোথাও কোথাও চতুর হয়ে চলতে হয়। সেটাকে মিথ্যা বলে না, বরং চতুরতা বলে। তাহলে, চতুরতা কী? এটা তো করতেই হয়! তো তারা

স্পষ্টতঃ বলে আর ব্রাহ্মণ রয়্যাল ভাষায় বলে। তারপরে আবার বলে, আমার ভাব এমন ছিল না, না ভাবনা ছিল, না ভাব ছিল, কিন্তু করতেই হয়, সাথে চলতেই হয়। কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো, তিনিও সাকার রূপেই ছিলেন, তাই না! নিরাকারের বিষয়ে তো তোমরাও মনে করে থাকো যে শিব বাবা তো নিরাকার, উপরে সানন্দে বসে আছেন, নিচে এলে তবে তো জানতে পারতেন! কিন্তু ব্রহ্মা বাবা তো সাকার স্বরূপে তোমাদের সাথেই থেকেছেন, স্টুডেন্টও ছিলেন এবং সত্যতা ও পবিত্রতার জন্য কত অপজিশন (প্রতিরোধ) হয়েছে, তবুও কি চালাকির সাথে চলেছেন? লোকে কত পরামর্শ দিয়েছে যে, আপনি সোজাসুজি এভাবে বলবেন না যে, পবিত্র থাকতেই হবে, বরং এটা বলুন যে অল্পস্বল্প থাকো। কিন্তু ব্রহ্মা বাবা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছেন? সত্যতার শক্তি ধারণ করতে সহনশক্তিরও আবশ্যিকতা রয়েছে। সহন করতে হয়, নতি স্বীকার করতে হয়, হার মানতে হয় কিন্তু সেটা হার নয়, সেই সময়ের জন্য হার মনে হয় কিন্তু হয় সদাকালের বিজয়।

সত্যতার শক্তিতে আজ ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করছে তোমরা। যদি পবিত্রতা আর সত্যতা না থাকত তাহলে তোমাদের চেহারা, আচরণে আগতদের আজ যে দিব্যতা অনুভব হয়েছে তা হতো না। এমনকি, যদি পদাতিকও হয়, নশ্বরক্রম তো আছেই না! যদি মহারথীও হয়, তবে নামে মহারথী নয়, বরং সত্যিকারের যারা মহারথী অর্থাৎ সত্যতার শক্তিতে চলা মহারথী। যারা পরিস্থিতি দেখে সত্যতা থেকে সামান্য একটুও দূরে সরে যায় এবং বলে আর কিছু করিনি শুধু দু'একটা কথা উপর-উপর বলে দিয়েছি, হৃদয় থেকে বলেনি এমনই ভাসাভাসা বলে দিয়েছে, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ সত্যতা নয়। সত্যতার কারণে যদি কিছু সহনও করতে হয় তাহলে তা সহন নয়, বাহ্যিকভাবে যদিও বা মনে হতে পারে যে আমি সহন করছি কিন্তু সেটা তোমার খাতায় সহন করার শক্তি রূপে জমা হয়। নয়তো কি হয়, যদি কেউ সহন করার ক্ষেত্রে সামান্য একটুও দুর্বল হয়ে যায় তাহলে তার অসত্যের আশ্রয় অবশ্যই নিতে হয়। তো সেই সময় এমন মনে হয় যেন একটা অবলম্বন পাওয়া গেছে, ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু তার খাতায় সহনশক্তি জমা হয় না। তখন বাইরে থেকে (অগভীরভাবে) এমন মনে করবে যে, আমি খুব ভালো এগিয়ে চলছি, চতুরতার সাথে চলার দক্ষতা আমি জেনে গেছি, কিন্তু নিজের খাতা যদি দেখবে তো জমার খাতা অনেক কম হবে। সেইজন্য চাতুরীর সাথে চলো না। পরস্পরকে দেখেও কপি করে, এ' এইভাবে চলে তো না সেইজন্য এর খুব ভালো নাম হয়ে গেছে, এ' অনেক সামনে হয়ে গেছে আর আমি তো সত্যতার সাথে চলি, তাই পরিণামস্বরূপ পিছনেই থেকে গেছি আমি। কিন্তু সেটা পিছনে থাকা নয়, সেটা সামনে এগিয়ে যাওয়া। বাবার সামনে, সামনে এগিয়ে যাও আর অন্যদের সামনে পিছনেও যদি দেখা যায় কিন্তু কাজ কার সাথে! বাবার সাথে নাকি আত্মাদের সাথে? (বাবার সাথে) তাহলে বাবার হৃদয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সমগ্র কল্পের প্রালন্ধ সামনে এগিয়ে যাওয়া। এছাড়া যদি এখানে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মাদের কপি করো, তো সেই সময়ের জন্য তোমার নাম হয়, গৌরবান্বিত হও, যারা ভাষণ করে তাদের লিস্টে থাকো, সেন্টার সামলানোর লিস্টে থাকো, কিন্তু সমগ্র কল্পের প্রালন্ধ তৈরি হয় না। যেটা বাপদাদা বলে থাকেন পরিশ্রম করেছে, বীজ বপন করেছে, বৃক্ষ বড় করেছে, ফলও বেরিয়েছে কিন্তু কাঁচা ফল থেয়ে ফেলেছে, তো সদাসর্বদার জন্য প্রালন্ধের ফল শেষ হয়ে যায়। সুতরাং অল্পকালের নাম, যশ, খ্যাতির জন্য কপি করো না। এখানে নাম নেই কিন্তু বাবার হৃদয়ে সামনের নশ্বরে নাম আছে। সেইজন্য ডায়মন্ড যদি হতে চাও তো এই সব চেক করো। সামান্যতমও রয়্যাল রূপে ডায়মন্ডে দাগ লুকিয়ে নেই তো না? সুতরাং সত্যতার শক্তির দ্বারা দিব্যতাকে ধারণ করো। কিছু যদি সহন করতেও হয় তো ঘাবড়ে যেও না। সময় অনুসারে সত্য স্বয়ং-সিদ্ধ হবে। বলাও হয়ে থাকো না যে, সত্যের তরী দোলে কিন্তু ডুবে যায় না। সেক্ষেত্রে কুলের দিকেই তো নিয়ে যাবে, তাই না! নির্ভীক হও। যদি কোথাও তোমাদের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তো ব্রহ্মা বাবার জীবনকে সামনে রাখো। ব্রহ্মা বাবার সামনে দুনিয়ার সবরকম পরিস্থিতি তো ছিল, তদুপরি বাচ্চাদেরও ভ্যারাইটি পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু সংগঠনে থেকে এবং দায়িত্বে থেকে সত্যতার শক্তির দ্বারা তিনি বিজয়ী হয়েছেন। বাচ্চাদের নিত্য ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ব্রহ্মা বাবা দেখেননি কি? ব্রহ্মা বাবার সামনেও ভ্যারাইটি সংস্কারের আত্মারা ছিল, কিন্তু এত সব পরিস্থিতি থাকলেও সত্যতার স্ব-স্থিতি তাঁকে সম্পূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং তোমরা সবাই কী হবে? চাতুরী নেই তো না! খুব ভালো বলো তোমরা - আমি কিছু করিনি, সামান্য একটু চাতুরীর সাথে তো চলতেই হয়। কিন্তু কতক্ষণ? এখন, সহনশক্তি ধারণ করে অসত্যের মোকাবিলা করো। প্রভাবিত হয়ো না। কেউ কেউ মনে করে যে, আমি মহারথীদের মধ্যেও এমন কিছু দেখেছি না! তো ফলো তো মহারথীদের করতে হবে তাই না! ব্রহ্মা বাবা তো এখন সামনে নেই, মহারথীরা আছেন, তাঁদেরকে ফলো করেছি। কিন্তু যদি মহারথীরাও মিস্র করে, চাতুরীর সাথে চলে তাহলে সেই সময় মহারথী, মহারথী নয়। সেই সময় সে 'অশুভ শক্তির বশে' (গ্রহচারী) রয়েছে, মহারথী নয়! এই কারণে বাবা কী স্লোগান দিয়েছেন - ফলো ফাদার নাকি সিস্টার ব্রাদার? অতএব, সাকার কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে সামনে রাখো, ফলো করো আর অশরীরী হওয়ার জন্য নিরাকার বাবাকে ফলো করো। যদিও ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে কিন্তু তারাও ফলো ফাদার করে। তাহলে, তোমাদের কী করতে হবে? ফলো ফাদার। নিশ্চিত তোমরা?

নাকি ভাবো যে অল্প-স্বল্প অ্যাডভান্টেজ যা পাওয়া যায় নিয়ে নিই ভবিষ্যতে দেখা যাবে! কেউ কেউ এটাও ভাবে যে সত্যযুগে যদিও কম পদ পাবো কিন্তু সুখী তো হবোই। দুঃখ তো থাকবেই না। সব প্রাপ্তি তো হবে। যদি প্রজারও প্রজা হই তবুও অপ্রাপ্তি হবে না, সুতরাং এখন আনন্দ তো নিয়ে নিই, পরে দেখা যাবে। কিন্তু এই অল্পকালের আনন্দ-মজা, সাজা ভোগের ভাগী বানিয়ে দেবে। তাহলে, সেটা মঞ্জুর, সাজা ভোগ করবে একটু! সেই মজাও নিয়ে নাও? না!

তো তিনটি কথা স্মরণে রাখো - পবিত্রতা, সত্যতা আর দিব্যতা। এমনই সাধারণ (মামুলি) বোল নয়, সাধারণ সংকল্প নয়, সাধারণ কর্ম নয়, দিব্যতা। দিব্যতার অর্থই হলো দিব্য গুণের দ্বারা কর্ম করা, সংকল্প করা, সেটাই হলো দিব্যতা। যেমন লোকে জিজ্ঞাসা করে না যে, পাপ কর্ম কাকে বলা হবে? তো তোমরা বলে থাকো যে, কোনো প্রকারের বিকারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করা এটাই হলো পাপ। এই রকমই তো তোমরা ভাবো তাই তো? তো দিব্যতা অর্থাৎ দিব্য গুণের আধারে মন বচন আর কর্ম করা। তাহলে সত্যতার মহস্বকে জানলে তোমরা! (ড্রিল)

এক সেকেন্ডে নিজেকে অশরীরী বানাতে পারো? কেন? সংকল্প করলে আমি হলাম অশরীরী আত্মা, তো কতটুকু টাইম লাগলো? এক সেকেন্ড লাগলো তাই না? তো সেকেন্ডে অশরীরী, ডিট্যাচ আর বাবার প্রিয় - এই ড্রিল সারাদিনে মাঝে মাঝেই করতে থাকো। করতে পারো তো না? তো এখন সবাই এক সেকেন্ডে স্ব কিছু ভুলে একদম অশরীরী হয়ে যাও। (বাপদাদা ৫ মিনিট ড্রিল করালেন) আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল পবিত্রতার ফাউন্ডেশনকে সদা মজবুত রাখা, সদা সত্যতার শক্তির দ্বারা বিশ্বেও সত্যযুগ অর্থাৎ সত্যতার শক্তির ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়া সর্বদা সব সময় মন-বাণী-কর্ম তিনটিতেই দিব্যতাকে ধারণকারী, সদা ফলো ফাদার করবার ন্যাচারাল অভ্যাসী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

এই ড্রিলকে দিনের মধ্যে যতবারে বেশী করে করতে পারো করতে থাকো। এক মিনিটের জন্য হলেও করো। তিন মিনিট, দুই মিনিট টাইমও যদি না হয়, এক মিনিট, আধ মিনিট এই অভ্যাস করলে লাস্ট সময় অশরীরী হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহায্য করবে। অশরীরী হতে পারবে? এইমাত্রই অশরীরী হলে নাকি যুদ্ধ করতে, মেহনত করতে করতে টাইম শেষ হয়ে গেলো? সেকেন্ডে অশরীরী হতে পারো? অনেক কাজকর্ম রয়েছে, তাও করতে পারা যাবে? কঠিন নয় তো? ইউ. এন. এই তোমরা খুব ছোটোছুটি করছো তাহলে অশরীরী হওয়ার চেষ্টা করো, হওয়া সম্ভব? এই অভ্যাস যদি সময়ে সময়ে করো, তবে সেটা এমন ন্যাচারাল হয়ে যাবে যেমন শরীরের বোধে থাকাটা ন্যাচারাল। তার জন্য মেহনত করতে হয় কি যে, আমি হলাম অমুক, এই পরিশ্রম করতে হয় কি? ন্যাচারাল সেটা। তো এটাও ন্যাচারাল হয়ে যাবে। যখন ইচ্ছা অশরীরী হও, যখন ইচ্ছা শরীরে চলে এসো। ভালো কাজ এটা। এসো এসে এই শরীরের আধার নাও, আধার নিচ্ছি আমি আত্মা, সেটা ভুলো না। করে থাকা নয়, করিয়ে থাকা। যেমন অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করাও না! সেই সময় নিজেকে আলাদা মনে করে থাকো তো না? সেই রকম শরীরকে দিয়ে কাজ করিয়ে থাকলেও আমি হলাম আলাদা, এই প্র্যাকটিস করতে থাকলে কখনোই বডি--কনশাসের কথাবার্তার মধ্যে স্থিতি উপরে নীচে হবে না। বুঝেছো?

বরদান:- স্নেহের সাগরে সমাহিত হয়ে 'আমার' ভাবের ময়লাকে সমাপ্তকারী পবিত্র আত্মা ভব যে সদা স্নেহের সাগরে সমাহিত থাকে তার দুনিয়ার কোনো রকমের কথাবার্তা বা বিষয়ের সুদবুধ থাকে না। স্নেহে সমাহিত হয়ে থাকার কারণে সে সব বিষয় থেকে সহজেই পার হয়ে যায়। ভক্তদের বিষয়ে যেমন বলা হয় না যে এ তো একদম কোথায় হারিয়ে রয়েছে, কিন্তু বাচ্চারা সদা প্রভু প্রেমে ডুবে থাকে। তাদের দুনিয়ার স্মৃতি নেই, 'আমার' 'আমার' সব খতম। 'আমার' 'আমার' অনেক ময়লা বানিয়ে দিয়েছে, 'এক বাবাই আমার' তো সকল মলিনতাও সমাপ্ত। আর আত্মা পবিত্র হয়ে যায়।

স্লোগান:- বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্নকে গ্রহণ করা আর করানোই হলো হোলিহংস হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চার - এখন তোমরা অনেক বড় স্টিমারে বসে আছো, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে, তাই তোমরা লবণাক্ত চ্যানেল পার হয়ে ক্ষীর সাগরে যাচ্ছে।"

*প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে বিশেষ ক্লান্তি আসে? এই ক্লান্তি আসার মুখ্য কারণ কি?

*উত্তর:- বাচ্চারা চলতে চলতে স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে যায়, এই ক্লান্তি আসার মুখ্য কারণ হলো সঙ্গদোষ। এমন সঙ্গে চলে যায় যে, বাবার হাত ছেড়ে দেয়। বলা হয় যে, সুসঙ্গ উল্লতির দিকে নিয়ে যায়, কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায়। সঙ্গদোষে এসে স্টিমার থেকে পা যদি নিচে নামাও তাহলে মায়া কাঁচা খেয়ে নেবে, তাই বাবা বাচ্চাদের সাবধান করেন - বাচ্চারা, সমর্থ বাচ্চাদের হাত কখনোই ছেড়ো না।

*গীত:- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্যবিধাতা.....

ওম্ শান্তি। আত্মাদের বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলেন - বাচ্চারা, ওম্ শান্তি। একেও মহামন্ত্র বলা হয়। আত্মা নিজের স্বধর্মের মন্ত্র জপ করে। আমি আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত। শান্তির জন্য আমার জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই। আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, এ হলো আমার অরগ্যান্স। আওয়াজ করা বা না করা, এ তো আমার হাতে, কিন্তু এই জ্ঞান না থাকার কারণে দুয়ারে দুয়ারে বিভ্রান্ত হয়। এর উপরে একটি কাহিনীও আছে - এক রাণীর হার গলাতেই ছিলো কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, তার মনে হয়েছিলো যে, আমার হার হারিয়ে গেছে, তাই সে বাইরে খুঁজছিল। তারপর কেউ বলেছিল, হার তো গলাতেই আছে। এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। মানুষ তো দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয়। সন্ন্যাসীরাও বলে যে, মনের শান্তি কিভাবে হবে, কিন্তু আত্মার মধ্যেই তো মন - বুদ্ধি আছে। আত্মা এই শরীরে এলে টকি হয়ে যায়। বাবা বলেন, তোমরা আত্মারা নিজেদের স্বধর্মে থাকো। এই দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও। বার বার বোঝানো সত্ত্বেও কেউ কেউ বলে - আমাকে শান্তিতে বসাও, মেডিটেশন করাও। এ বলাও ভুল। এক আত্মা অন্য আত্মাকে বলে যে, আমাকে শান্তিতে বসাও। আরে, তোমাদের স্বধর্ম কি শান্ত নয়? তোমরা নিজেরাই কি বসতে পারো না? চলতে ফিরতে তোমরা কেন স্বধর্মে স্থির হও না? যতক্ষণ না পথ বলে দেবার জন্য বাবাকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ স্বধর্মে কেউ টিকতে পারে না। ওরা তো বলেই দেয় যে, আত্মাই পরমাত্মা, তাই তারা স্বধর্মে টিকতে পারে না। এই অশান্ত দেশে এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন তোমাদের শান্তির দেশে যেতে হবে, তারপর সুখধামে। এখানে তো ঘরে ঘরে অশান্তি। সত্যযুগে ঘরে ঘরে রোশনাই। তাই এখানে হলো অন্ধকার, এখানে প্রতি কথায় ঠোকার খেতে হয়। ঘরে ঘরে অন্ধকার, তাই সবাই দীপ জ্বালায়। যখন রাবণকে জ্বালিয়ে দেয় তখন মানুষ দীপমালা পালন করে। ওখানে তো রাবণ থাকে না। তাই সর্বদাই দীপমালা। এখানে রাবণ রাজের কারণে ১২ মাসের পরে দীপমালা পালন করা হয়। রাবণের মৃত্যু হলে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্যাভিষেক হয়। তাদের জন্য খুশী উদযাপন হয়। সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ যখন সিংহাসনে আসীন হয় তখন রাজ্যাভিষেকের উৎসব পালন করা হয়। তোমরা জানো যে এখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হবে। ভারত আবারও রাজ্য - ভাগ্য পাবে। এখন কোনো রাজ্য নেই। বাবার থেকেই রাজ্য পেতে হবে। অসীম জগতের বাবা অসীমিত রাজধানীর উত্তরাধিকার দেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের সদা সুখের বর্ষা দিই, বাকি আর সবাই তোমাদের দুঃখ দেয়। যদি কেউ সুখও দেয়, তা হল অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর। সেই সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। আমি তোমাদের এতো সুখ দিই যে তোমাদের কখনোই আর দুঃখ হবে না তাই এই দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধধারীদের ভুলে যাও। এই দেহ আর দেহ সম্বন্ধী তোমাদের দুঃখ দেয়, এদের ছেড়ে আমি এক বাবাকে স্মরণ করো। এই স্মরণ করতে হয় - ভোরবেলা অর্থাৎ অমৃতবেলা। ভক্তিমার্গেও মানুষ ভোরবেলা শয্যাভ্যাগ করে। কেউ কেউ কারোর মতে কি করে, কেউ আবার অন্য কারোর মতে। বাবা বোঝান যে ভোরবেলা উঠে যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এটাই হলো বাবার নির্দেশ।

ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, আবার বলে দেয় সবাই ভগবান। এখনো তারা বুঝতে পারে না। একদিন সবাই তোমাদের মিত্র হবে। তারা বলবে, এ কথা তো ঠিক। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ নিজের আর তার সঙ্গে ভারতের তরী ডুবিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় কথা হলো, ভারতকে স্বরাজ্যের মাখন দেন বাবা, তার পরিবর্তে বাবার সন্তান শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, যে শ্রীকৃষ্ণকে মাখন হাতে দেখানো হয়। তাই মানুষ মনে করে ভারতকে মাখন দেন শ্রীকৃষ্ণ। বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে অনর্থ করে দিয়েছে। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভগবান তো আর কৃষ্ণ হতে পারে না। মানুষ রাবণের মতে চলে নিজেদেরই নিজে অভিষেক করেছে। বাবা হলেন কান্ডারী আর তোমরা সবাই হলে তরী। গাওয়া হয় না - আমার তরী

পার করো। এখন তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছ। চন্দ্রকান্ত বেদান্তে স্টিমারের কথা আছে। তাও এখনকার বানানো। তোমরা স্টিমারে ওইপারে যাচ্ছে। তোমরা বিষয় সাগর থেকে অমৃত বা ক্ষীর সাগরে যাও। লন্ডনে যেমন নোনতা জলের চ্যানেল যে স্টিমার পার করে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। আর এ হলো নরক থেকে স্বর্গে যাওয়া। বিষয় সাগর হলো নুন জল। তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছ। তোমরা এখন চলতে শুরু করেছো, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে। তোমরা এখন চলেছো, তোমাদের ওইপারে যেতে হবে। স্টিমার চলতে চলতে পোর্ট আসে। সেখানে কেউ নামে, কেউ আবার ওঠে। কেউ যদি খাওয়া - দাওয়ার পিছনে যায় তাহলে থেকে যাবে। এর উপরে একটি কাহিনী বানানো হয়েছে। কৃষ্ণের নাম বটুক মহারাজ দিয়ে দিয়েছে। সে হলো স্টিমারের ক্যাপ্টেন। এরপর স্টিমারে চলতে চলতে কেউ যদি নেমে যায় তো সেখানে মায়া অজগর বসে থাকে। মহারথীদেরও গিলে ফেলে। পড়া ছেড়ে দিলে মনে করা হবে নিশ্চয়বুদ্ধি নয়। তখন মাঝ সাগরে পড়ে যায়।

তোমরা দেখেছো যে - পাখি যখন মরে যায় তখন দল বেঁধে পিঁপড়ে এসে তা খেয়ে নেয়। তেমনই এই পাঁচ বিকার রূপী ভূত একদম কাঁচা চিবিয়ে গিলে ফেলে। এর উপরে বড় একটি কাহিনী লেখা হয়েছে। মনে করো কেউ স্টিমারে বসে আছে - সে নিজের গ্যারান্টিও দেয়, নিজের ফটোও পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কারোর সঙ্গে যদি বিগড়ে যায় তো তখন পড়া ছেড়ে দেয়। তখন সেই চিত্র তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এই সময় মায়া হলো তমোপ্রধান। ঈশ্বরের হাত ছাড়লেই অসুর হাত ধরে ফেলবে। এমন অনেকেই চলতে চলতে হাত ছেড়ে নেমে যায়। খবর আসে যে - এককে ক্রোধের ভূত, ওকে মায়ার ভূত ধরে ফেলেছে। প্রথমে তো নষ্টমোহ হতে হবে। একের প্রতিই মোহ রাখতে হবে। এতেই হলো পরিশ্রম। মোহের শিকল তোমাদের অনেক লেগে আছে। এখন এই এক এর সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। মানুষ যখন বসে ভক্তি করে তখন বুদ্ধি কখনো ব্যবসার দিকে কখনো ঘরের দিকে চলে যায়। এখানেও তোমাদের এমনই হবে। চলতে চলতে তোমাদের সন্তানের কথা স্মরণে এসে যাবে। স্বামীর কথা স্মরণে এসে যাবে। বাবা বলেন এই শিকল গুলির থেকে বুদ্ধিযোগ দূর করে সেই এক-কে স্মরণ করো। অন্তিম সময় যদি অন্য কারোর স্মৃতি আসে তাহলে অন্তিম কালে যে পতিকে স্মরণ করে.....। পরের দিকে শিববাবা ছাড়া যেন অন্য কেউ স্মরণে না আসে, এমন অভ্যাস তৈরী করতে হবে। ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা আমি তোমার কাছে এসেছি - অবশ্যই আমরা স্বর্গের মালিক হবো। বাবা এবং তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে অর্থাৎ অল্ফ এবং বে-কে (আল্লাহ এবং বাদশাহী) স্মরণ করতে হবে। অল্ফ হলো বাদশাহ আর বে হলো বাদশাহী। আত্মা হলো বিন্দু। এখানে মানুষ টীকা লাগায়, কেউ আবার বিন্দি বা টিপ পড়ে, কেউ লম্বা তিলক কাটে, কেউ আবার ক্রাউনের মতো করে, কেউ ছোটো স্টার লাগিয়ে দেয়, কেউ আবার হীরে লাগায়। বাবা বলেন, তোমরা হলে আত্মা। তোমরা জানো, আত্মা স্টারের মতো। সেই আত্মার মধ্যে সমস্ত ডামার রেকর্ড ভরা আছে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন যে, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো আর সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্লে করো। এমন লক্ষ্য আর কেউই দিতে পারে না। বাবা বলেন, তোমাদের মাথায় জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে। স্মরণ ছাড়া তা ভস্ম হবে না। এভার হেলদী হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এভার হেলদী আর এভার ওয়েলদী হওয়ার জন্য। স্বাস্থ্য আর সম্পদ থাকলে আর কি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য আছে, কিন্তু সম্পদ না থাকলে মজা নেই। আবার সম্পদ আছে কিন্তু স্বাস্থ্য না থাকলে মজা নেই। আত্মাকে প্রথমে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য পাবে আর স্বদর্শন চক্রধারী হলে ২১ জন্মের জন্য সম্পদ পাবে। এ কত সহজ কথা। আমরা ৮৪ জন্ম এমন চক্র পরিক্রমা করেছি। এখন সবই শেষ হয়ে যাবে তাই কেন মন লাগাবো? তাতেই মন লাগাতে হবে যিনি আমাদের নতুন দুনিয়ার বাদশাহী দেবেন। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই শরীরকে ভুলে নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাদের স্মরণ করো। এই শরীর তোমরা অভিনয় করার জন্য পেয়েছ। ভোরে উঠে এই স্মরণ করা উচিত। যে সাজন লবণাক্ত চ্যানেল থেকে পারে নিয়ে যান, তাঁকে স্মরণ করতে হবে, বাকি আর সকলেই বিষয় সাগরে ডুবে যাবে। বাবাই পার করেন, তাই তাঁকে কান্ডারী বা বাগানের মালী বলা হয়। তিনি তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। এরপর স্বর্গে তোমরা কখনোই দুঃখ দেখবে না, তাই তাঁকে বলা হয় দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। হর হর মহাদেব বলা হয়, তাই না! শিবকেই এ কথা বলা হবে। ইনি হলেন ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের বাবা। সেই বাবাই ২১ জন্মের জন্য সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, তাই তাঁকে স্মরণ তো করতে হবে, তাই না, এতেই সাহসের প্রয়োজন। স্মরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেই এই পথ চলা বন্ধ করে দেয়। এমন সঙ্গে চলে যায় যে বাবাকে ছেড়ে দেয়, তাই বলা হয় সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে। বাইরে গেলে কুসঙ্গ হবে তখন নেশা উড়ে যাবে। কেউ আবার বলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে জাদু আছে, লেগে যাবে। ওদের কাছে যেও না। পরীক্ষা তো আসবেই। এমন অনেক আছে - দশ বছর থেকেও আবার সঙ্গদোষে এসে যায়। নিচে পা নামালেই মায়া কাঁচা খেয়ে নেয়। এও নিশ্চিত করতে হবে যে, বাবার থেকে স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই পাওয়া যায়। তবুও মায়ার অনেক তুফান আসে কারণ এ তো

যুদ্ধের ময়দান। অর্ধেক কল্প মায়া রাজ্য চলেছে। এখন এর উপরে বিজয় পেতে হবে। রাবণ দহন করে একদিনের খুশী পালন করে। এ সবই মেকি সুখ। প্রকৃত সুখ তো আছে সুখধামে। বাকি নরকের সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। স্বর্গে তো সুখই সুখ। তোমরা সুখধামের জন্য পুরুষার্থ করছো। বস্ত্রিংয়ে কখনো মায়ার জিত কখনো আবার বাচ্চাদের জিত হয়। এই যুদ্ধ রাতদিন চলতে থাকে। ওস্তাদের হাত সম্পূর্ণ ভালো ভাবে ধরতে হবে। ওস্তাদ হলেন সর্বশক্তিমান এবং সমর্থ। তাঁর হাত ছেড়ে দিলে সর্বশক্তিমান তখন কি করবেন? হাত ছেড়ে দিলেই গেলে তোমরা। স্টিমারের কথা শাস্ত্রেও আছে। এখন স্টিমার চলছে। বাকি আর অল্প দিন আছে। বৈকুণ্ঠ তো সামনে নজরে আসছে। পরের দিকে তো মূহুমুহু বৈকুণ্ঠের দৃশ্য দেখতে থাকবে। শুরুতে যেমন অনেক দেখতে। পরের দিকেও তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। যারা এখানে থাকবে, যারা সাহসের সঙ্গে হাত ধরে থাকবে, তারাই অন্তিম সময় এই সব দেখতে পাবে। বাচ্চারা বলবে - বাবা এ দাসী হবে, এ অমুক হবে। তারপর আফশোষ করবে - আমরা দাসী হয়ে গেলাম। পরিশ্রম না করলে আর কি হাল হবে? তখন অনেক অনুশোচনা করতে হবে। শুরুতে তোমরা অনেক খেলা দেখেছো। গীত আছে না -- তোমরা তা দেখোনি, যা আমরা দেখেছি..... সুতরাং সময় যত কাছে আসতে থাকবে, তখন সব কিছু পরিষ্কার করতে হয়ে যেতে থাকবে, তখন আর পড়াশুনা করতে পারবে না। তখন বাবা বলবেন, তোমাদের কত বুঝিয়েছি, তোমরা শ্রীমতে চলোনি তাই এমন হাল হয়েছে, এখন কল্প কল্প এই পদ পেতে থাকবে, তাই বাবা বলেন, নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো মাতা - পিতাকে অনুসরণ করো। কেউ তো কুপুত্রও হয়, তাই না। মায়ার বশ হলে খুবই বিচলিত করবে, তখন অনেক বড় সাজা খেতে হবে, পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চারা এই সাজারও সাক্ষাৎকার করেছে। দুনিয়াতে হলো আসুরী সঙ্গ আর এখানে হলো ঈশ্বরীয় সঙ্গ। বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলেন, তারপর এমন কেউই বলতে পারবে না যে, আমরা জানতাম না? বিনাশের সময় মানুষ অনেক গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকবে। তোমরা তখন অনেক সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ.... (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার = একদিকে শিকার মরলো, অন্যদিকে শিকারীর লাভ হলো) এইভাবেই তোমরা নৃত্য করতে থাকবে। তোমরা দেখতে থাকবে যে, বিনাশের পরে কিভাবে আমাদের মহল তৈরী হবে। যারা বেঁচে থাকবে তারা সব দেখতে থাকবে। বাবার হয়ে আবার তালুক দিয়ে দিলে থোড়াই দেখতে পাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, পাঁচ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হওয়া বাচ্চাদের প্রতি পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সমর্থ বাবার হাত ধরে থাকতে হবে, এক বাবার সাথেই মনকে যুক্ত রাখতে হবে, ভোরবেলা উঠে বাবার স্মরণে বসতে হবে।

২) সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কুসঙ্গে এসে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না।

বরদান:- খুশির ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশনের দ্বারা নিজের ঔষধি নিজেকে প্রদানকারী নলেজ ফুল ভব ব্রাহ্মণ বাচ্চা নিজের রোগের চিকিৎসা নিজেই করতে পারে। খুশির পথ্য (খোরাক) হলো সেকেন্ডে প্রভাব ফেলে ফেলতে পারা ঔষধি। ডাক্তাররা যেমন পাওয়ারফুল ইঞ্জেকশন লাগিয়ে দেয় তো চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই রকমই ব্রাহ্মণও নিজেই নিজেকে খুশির ট্যাবলেট দিয়ে থাকে বা খুশির ইঞ্জেকশন লাগিয়ে দেয় তো অসুস্থতার রূপ বদলে যায়। নলেজের লাইট মাইট শরীরকে ঠিক রাখতে অনেক সাহায্য করে থাকে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, এটাও হলো বুদ্ধিকে রেস্ট দেওয়ার উপায় (সাধন)।

স্লোগান:- মনের একাগ্রতার দ্বারা যে সকল সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করে নেয়, সে-ই সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য, বেগার থেকে প্রিন্স হচ্ছে, তাই তোমাদের খুশীতে বগল বাজিয়ে নৃত্য করা উচিত, কখনো ক্রন্দন করা উচিত নয়"

- *প্রশ্নঃ - অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের বার্ষিক দ্বারা ভারতকে সমৃদ্ধশালী বানানোর জন্য বাবা তোমাদের কোন্ বিষয়ে নিজের সমান বানান?
- *উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি যেমন 'রূপ বসন্ত' তেমনি তোমাদেরও 'রূপ বসন্ত' হতে হবে। যে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জ তোমরা পেয়েছে, তা ধারণ করে মুখের দ্বারা দান করো। এই মহাদানেই ভারত বিত্তবান হবে। তোমরা বাচ্চারা যেমন বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছে, তেমনি তা অন্যদেরও দাও। তোমাদের দায়িত্ব হলো সবাইকে পথ বলে দেওয়া, সুখদায়ী হওয়া।
- *গীতঃ- ন্যায়ের পথে চলে দেখাও বাচ্চারা তোমরা.....

ওম্ শান্তি। এই গীত তোমাদের ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য তেমনিই কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও, কেননা তারাও তো অনেক সহ্য করে ইংরেজের কাছ থেকে ভারতকে মুক্ত করেছে। তাই এই গীত রচিত হয় সেই খুশীতে। মানুষ তো আনন্দ করতেই থাকে, কিন্তু যতই করুক, দুনিয়ার তো পরিবর্তন হয়নি। এ তো সেই পুরানো দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করছি। তারা কেউই শ্রীমত দেবে না। শ্রীমৎ হলোই এক ভগবানের। তোমরা এখন বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ শ্রীমতে চলছো। ওরা আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো শ্রী শিববাবার মত। কৃষ্ণকে বাবা বলা শোভা পায় না। এ হলো শ্রী শিববাবার মত। শ্রীকৃষ্ণ বাবার মত - এ কথা তো বলবে না। তোমরা এই ভারতকে আবার পবিত্র বানাচ্ছে। ভারত খন্ডই হলো মুখ্য কারণ এ হলো বেহদের বাবার জন্মভূমি। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রেরই যিনি বাবা অর্থাৎ যিনি সকলের সদগতিদাতা, এ তাঁরই জন্মভূমি। একেই সর্বোত্তম তীর্থ বলা হয়, এর থেকে উঁচু তীর্থ আর কিছুই নেই। গীতায় কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না যে, ভারত হলো অসীম জগতের বাবার জন্মভূমি। ভারতে শিবরাত্রি পালন করা হয় কিন্তু এ কথা কেউই জানে না যে, শিব কে? তিনি কবে এসেছিলেন? তাঁর নাম - রূপ কি? তোমরা এখন তা জেনে গেছো। এখন শিবলিঙ্গ সাদা স্টার দেখানো হয় যাতে মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারে যে পরমাত্মার হলো এই রূপ, কিন্তু পূজা আদি কিভাবে করা যাবে তাই এই বড় রূপ বানানো হয়েছে। আসলে কিন্তু শিব হলেন স্টার। বাবা আবার জহরীও। বাবা জানেন যে, এমন পাথরও আছে যাকে স্টার রুবি, স্টার ফাইন মাণিক, স্টার নীলা ইত্যাদি বলা হয়। সেগুলো অতি মূল্যবান। তিনি খবরের কাগজেও পড়েছিলেন, সবথেকে বড় মণি অমুক জায়গা থেকে চুরি হয়ে গেছে। তাই এই শিবলিঙ্গ লাল তো বটে, এর মাঝে সাদা স্টার, লাইটের স্টার। এ কথা বোঝাতে খুব সহজ হবে। স্টার তো সাদা হয়, তাই না। আত্মারও সাদা স্টারের সাক্ষাৎকার হয়। জিনিস তো এই। কেবল স্টার চিন্তা করতে হবে। আর কিছু লেখার দরকার হবে না। তাহলে বোঝাতে খুব সহজ হবে। নীচে তো এই কথা লেখাই হয়, স্বর্গের রাজত্ব তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, কেননা ইনিই তো হেভেনলি গড ফাদার। তাই এই স্টারে আলো দিতে হবে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন। চট করে এই কাজ করে নেওয়া উচিত। এমন পাথরও আছে যাতে ফার্স্টক্লাস স্টার দেখায়। এখানে তাদের অনেক মূল্য। এরপর সত্যযুগে তো এইসব জিনিসের কোনো মূল্য থাকবে না। ওখানে তো এই জহরতকে পাথর মনে করা হবে, মানুষ মহলে লাগাতে থাকবে। এই দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি, পড়ছিও। যে যত বেশী পড়বে সে তাতো উঁচু পদ পাবে। পড়তেও যেমন হবে তেমনি পড়তেও হবে, অর্থাৎ নিজের মতো তৈরী করতে হবে তবেই উঁচু পদ পেতে পারবে। বাচ্চারা মনে করে, আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের প্রকৃত যাত্রা শেখাতে হবে। প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দিতে হবে। কোনো মানুষই বাবাকে জানে না। বাবা তো একজনই। বাকি সকলেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। এক আত্মার পার্ট অন্য আত্মার সঙ্গে মেলে না। আত্মা তো অবিনাশী, তার রূপের কোনো তফাৎ হয় না। শরীরের তফাৎ হয় আর প্রত্যেক আত্মার পার্টের তফাৎ হয়। প্রত্যেক আত্মা যারা স্টার লাইট, তাতে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। অবিনাশী পার্ট। এ কথা তোমরাই জানো পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। আত্মার সম্বন্ধে যেমন গাওয়া হয়, ব্রহ্মকুটির মধ্যে আজব তারা। অদ্ভুত তাই না। কত ছোটো তারা, তারমধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই কথা যখন মানুষ শুনবে তখন তারিফ করবে যে, অবশ্যই এদের পরমাত্মা পড়ান। তোমাদের তো সবাইকে পড়াতে হবে। যদি খ্রীস্টানরা ইংরাজী জানে, তোমরা হিন্দিতে বলা, তারপর দোভাষী

ইংরাজীতে শুনিতে দেবে । ওদের কাছে দোভাষী থাকে । বাবার পরিচয় তো দিতেই হবে । বাবা যেমন দুঃখহতা সুখকতা, বাচ্চারা তোমাদেরও তেমন হতে হবে । প্রত্যেককে পথ বলে দিতে হবে । অন্যদেরও সুখী করা -- এ বাচ্চারা তোমাদেরই দায়িত্ব । তোমরা নিজেরা বাবার থেকে এত অবিনাশী উত্তরাধিকার নিছো, তো অন্যদেরও তো দিতে হবে । এ হলো মহাদান । এই এক একটি কথার মূল্য লাখ টাকার । শাস্ত্রের কথা যদি লাখ টাকার হতো তাহলে ভারত এমন কাঙ্গাল কেন হতো ?

তাই বাচ্চারা তোমাদের বুঝতে হবে যে, তোমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে, তিনিই পরম আত্মা । তিনি রূপও আবার বসন্তও, কিন্তু তিনি অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের উত্তরাধিকার প্রদান কিভাবে করবেন ? অবশ্যই তাঁর শরীরের প্রয়োজন । তাই বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের আত্মাদের রূপ - বসন্ত বানান । এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ধারণা করতে হবে । মুখের দ্বারা এই জ্ঞান রঞ্জের দান দিতে হবে, যে রঞ্জের কেউই মূল্যায়ন করতে পারে না । এর উপরেও একটি কাহিনী আছে । তাই এই ধারণা করা উচিত । বলা হয় তো, শিববাবা বোম বোম ভোলানাথ --- ঝুলি ভরে দাও । এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা ঝুলি ভরতে হবে । এরপর তোমাদের মহল তো ওখানে হীরে জহরতের হবে । তাই এ কথা প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলতে হবে । বাবা যেখানে থাকেন তা হলো নির্বাণধাম বা মুক্তিধাম । বুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বলা হয় যে পার নির্বাণ গিয়েছেন । তাই সে তো সবারই নিজের ঘর হলো । সে হলো বাবারও ঘর । বাবা এখন এসেছেন সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য । তিনি আমাদের অগাধ সম্পদ দিচ্ছেন । তাই বাবার পরিচয় তোমরা দেবে না তো কে দেবে ? বাবা বলেন, এ সবই হলো দেহের ধর্ম - আমি খ্রীষ্টান, আমি অমুক । এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো । যাঁকে তোমরা ভক্তিমাগে স্মরণ করে এসেছো । গায়নও আছে যে - অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে । গুরুগ্ৰন্থেও তো আছে - অন্তকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে -- তা কুকুর বা শূকর তো হতে পারবে না । তবুও জন্ম তো পাওই । বাবা বলেন - তোমরা দেহী-অভিমানী হও, আমাকে স্মরণ করো । তোমরা তোমাদের বাবাকে আর নিজের ঘরকে ভুলে গেছো । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আবার তা রিপিট হবে । ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সবাই নিজের নিজের পার্ট রিপিট করে এসেছে । এই নাটক অনেকবার রিপিট হয়ে এসেছে । এর কোনো আদি বা অন্ত নেই । ড্রামার তো আদি বা অন্ত থাকে । আবার রিপিট হতে থাকে অটোমেটিক্যালি । এ কথা যারা বুঝতে পেরেছে তাদের অনেকেও বোঝাতে হবে যে, তোমরা এসে বাবাকে জানো । বাবাকে না জানার কারণে মানুষ অনাথ হয়ে গেছে । এখন মনে করো যে, পোপ বললেন, তোমরা লড়াই করো না, তাহলে ওরা খোড়াই মানবে । খ্রীষ্টানদের বড় হলেন পোপ । তিনি সকলের গুরু । তাহলে গুরুর মতে কেন চলে না? এরা কারোর কথাই শুনবে না । বাবা এসেই মত দেন, তাই সবাইকে বোঝাতে হবে । ধীরে ধীরে সব ধর্মের মানুষ শিখবে । প্রথমে তোমরা সিক্কিরাই ছিলে, এখন সবাই আসতে শুরু করেছে । খ্রীষ্টানদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত যাতে তারাও বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকারী হয় । এতে পরিশ্রান্ত হওয়া উচিত নয় । এই প্রদর্শনী তো খুব জোরদার চলবে । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের উপরে সেবার অনেক দায়িত্ব । তারাই বাবার হৃদয়ে বিরাজ করবে তারপর সিংহাসনের অধিকারী হবে । তোমাদের মহাদানী হতে হবে তারপর বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ওরা পরের জন্মের জন্য ইনসিওর করে । ঈশ্বরার্থ বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দান করে । বাস্তবে কৃষ্ণ তো হলেন বিত্তবান, তিনি তো দান নিয়েছেন, বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছেন । স্বর্গের প্রিন্স যখন হয়েছেন, তাহলে যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন, তাঁর থেকে অবশ্যই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছেন, কিন্তু তা কিভাবে নিয়েছেন? এ'কথা কারোর বুদ্ধিতে বসে না । বাবা কৃষ্ণকেও অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়েছেন । এই বর্সাকেও দান বলা হয় । যেমন কন্যাদান করে । বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করতে এসেছি, এর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে । যদিও বা খরচসাপেক্ষ কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই । আমার কাছে বাচ্চারা তো সাক্ষাৎকার করেছে । ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি বড় বড় আত্মারা অন্তিম সময়ে আসে । অবশ্যই শুনবে তবেই তো পদ পাবে তাই না । বাচ্চাদের তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না । খ্রীষ্টানদের ভারতের সঙ্গে অনেক সম্পর্ক । তারা রাজস্বও নিয়েছিলো আবার ফেরতও দিয়ে দিয়েছে । তারা ভারতকে খুব সামলে রাখতো । ভারতের উপর যদি কেউ চড়াও হয় তো সেই সব অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে । তারা ভারতের উপর অনেক খরচ করেছে । এই সমস্ত কিছুই নানাভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এই কারণেই তারা ভারতকে নানাভাবে রক্ষার চেষ্টা করে । এদের তো সাহায্যেরও দরকার আর রিটার্নেরও প্রয়োজন । তাদের তো রক্ষা করতেই হবে । বাবা জানে যে, ভারত গরীব তাই ওখান থেকেও সাহায্য করান আর নিজে এসেও সাহায্য দিচ্ছেন । এখন ওরা সাহায্য করছে আর ভবিষ্যতের জন্য বাবা সাহায্য দেবেন । তাই খুব ভালো হয় যে, একটি মন্ডপ বানিয়ে সেখানে যদি সব খ্রীষ্টানদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় । কত ভালো ভালো চিত্র আছে, এতে সমস্ত জ্ঞান আছে । দিনে দিনে বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে ।

তোমরা জানো যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কত বড় পার্ট ভরা আছে । সায়েন্টিস্টরাও এই বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে ।

সায়েন্টিস্টরাও মনে করে কেউ আমাদের প্রেরণা দেয়। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এ'সব ড্রামাতেই নিহিত আছে। শঙ্করের কোনো কথা নেই। এ তো নিমিত্ত করে নাম রেখে দিয়েছে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) হতে হবে। এইসব কথা শুনলে ওরা খুব খুশী হবে, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ দেবে। ফরেনার্স অনেকে আসবে। তোমরা ঘরে বসে থাকলেও তোমাদের কাছে তারা আসবে। তাই তোমাদেরও তাদের দান করতে হবে। তারা তো সবাই এখন অনাথ, কাঙ্গাল। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ছেলেমেয়েরা অনাথ যেহেতু তারা কেউই বাবা মায়ের পরিচয় জানে না। তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও। তাই সার্ভিসের নেশা থাকা উচিত। তার-ও দেওয়া হয় যে তোমরা এসে বোঝো, বাবা এসেছেন সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে। আত্মারা খুশী হয়, অবশ্যই এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে। তারপর আমরা সুখধামে যাবো। আমরা অর্ধেক কল্প পূজারী হয়ে বাবাকে স্মরণ করেছি। এখন আবার আমাদের পূজ্য হতে হবে। তাই আমাদের খুশীতে নৃত্য করা উচিত। খুশী না হলে আবার কাঁদতে থাকে। যারা কাল্লাকাটি করে তারা সব হারিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, এমন সুখ প্রদানকারী বাবার স্মরণে যদি চোখে জল আসে, তাহলে তারা মালার দানা হয়ে যাবে। বাবার শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। এই বাবাও বলেন, প্রতি পদে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। এই শ্রীমতই হলো শ্রেষ্ঠ। এই পড়া অনেক উঁচু। মানুষ যখন তীর্থে যায় তখন অনেক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। আগে তো মানুষ পায়ে হেঁটে যেতো, এখন গভর্নমেন্ট অনেক সহজ করে দিয়েছে। তাই বাবা বোঝান যে, তোমাদের প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে। সাবধানে চড়লে বৈকুণ্ঠের রস থাকে আর পড়ে গেলে চুরমার হয়ে যাবে। প্রতি পদে তোমাদের রায় নিতে হবে। তোমরা চিঠি লেখো - শিববাবা ভায়া ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মাকুমারী, তাহলে শিববাবা স্মরণে আসবে। অনেক বাচ্চারা লিখতে ভুলে যায়। একদিন সকলের বুদ্ধির তালা অবশ্যই খুলে যাবে। বাচ্চাদের সেবার অনেক নেশা থাকা উচিত। অনেক সেবা করতে হবে। এও এই নাটকেই নির্ধারিত রয়েছে। অর্থ নিজে থেকেই আসবে। অনায়াসেই সবকিছু হতে থাকবে। বাবা বলেন - তোমাদের তিন পা পৃথিবী পাওয়াও খুব মুশকিল কিন্তু আগের কল্পেও তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলে।

আচ্ছা, তোমরা তো অনেক বুদ্ধিয়ে থাকো, তোমাদের ধারণাও আছে। অনেক বেশী খেয়ে নিলে হজম হয় না। প্রদর্শনীতে তো অনেকেই আসে কিন্তু একজনও নিশ্চিত হয় না যে, এদের পড়ান বা রাজযোগ শেখান বাবা। সবার প্রথমে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। তোমরা বোঝাতে পারো যে - এ হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। রচয়িতা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। সেই বাবার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে হবে। যতক্ষণ না বাবার সন্তান হচ্ছে ততক্ষণ অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে পারবে না। ভক্তদের ফল দেন বাবা। এত সব ব্রহ্মাকুমার - কুমারী আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ক্রিয়েটর বলা হয়। এখন নতুন দুনিয়ার রচনা হচ্ছে। ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি লাকী নক্ষত্রের প্রতি জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার হৃদয় আসনে বিরাজ করার জন্য সেবার দায়িত্ব নিতে হবে। অবশ্যই মহাদানী হতে হবে। জ্ঞান দানে কিছু খরচা হলেও সমস্যা কিছু নেই।

২) পড়া অনেক উচ্চ, তাই অনেক সাবধানের সঙ্গে চলতে হবে। প্রতি পদে শ্রীমত নিতে হবে।

বরদানঃ:- ভালোবাসার অগ্নিতে সব চিন্তাগুলিকে সমাপ্ত করে থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি নিশ্চিত ভব
যে বাচ্চারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়, তারা সকল বিষয়ে নিশ্চিত থাকে। তাদের সকল চিন্তা মিটে গেছে। বাবা চিন্তার চিতা থেকে তুলে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন, বাবার প্রতি ভালোবাসা এবং ভালবাসার আধারে ভালোবাসার অগ্নিতে সব চিন্তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। যেন ছিলই না সেগুলো কখনো। না শরীরের চিন্তা, না মনের কোনো ব্যর্থ চিন্তা আর না ধন এর চিন্তা যে, কি জানি কি করে কি হবে.... জ্ঞানের শক্তির দ্বারা তারা সব কিছু জেনে গেছে, সেই জন্য সব চিন্তাগুলির উর্ধ্বে নিশ্চিত জীবন হয়ে গেছে।

স্লোগানঃ:- এইরকম অচল অচল হও যাতে কোনো প্রকারেরই সমস্যা বুদ্ধি রূপী পা-কে নাড়াতে না পারে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;